স্রোতের তৃণ

বা

স্বরাজ-আশ্রমে আট মাস

‘একার আমার প্রীতির কারণে
সেব জগৎ গড়িয়া দে'ছ,
মঙ্গল মোর হইবে বলিয়া
দুখ দিয়ে সুখ হরিয়া নে'ছ।’

—গ্রন্থকার

শ্রীবীরেন্দ্র নাথ শাসমল

প্রণীত

‘হয় চির-অগ্নি জ্বালি সুবিশুদ্ধ কর খাঁটি
চির'দিন তরে,
নহিলে চাহিনা প্রাণ তব অযাচিত দান
অকর্ম্মার পরে।’

—গ্রন্থকার—

প্রকাশক—শ্রীগোপীনাথ ভারতী,
৭৩, হরিশচন্দ্র মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

সন ১৩২৯ সাল।

শ্রীগোপীনাথ ভারতী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মেট্‌কাফ প্রেস,

৭৯, বলরাম দে ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

উৎসর্গ

—•—
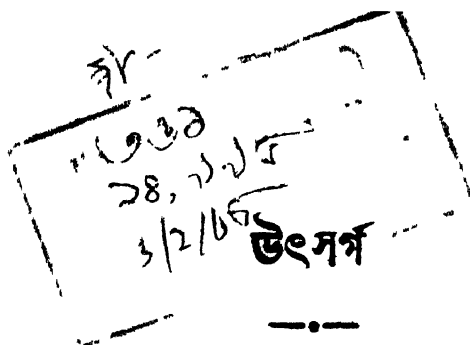
সকলের সকলি আছে কিন্তু আমার কিছু ও কেউ নেই ব'লে ৯ই ডিসেম্বর রাত্রে যে আমার পাষাণ হৃদয় বিদীর্ণ ক'রে কেঁদে উঠেছিল, তারই স্নেহময় করকমলে আমার এই ক্ষুদ্র স্রোতের তৃণ উৎসর্গ ক'রলাম।

—বীরেন্দ্র নাথ—

মুখবন্ধ

—•—

এর কতক অংশ প্রেসিডেন্সি জেলে এবং কতক অংশ সেণ্ট্রাল জেলে লিখেছিলাম। বাড়ীতে এসে অতি অল্পই লিখেছি। নানা কারণে এতে নানান্ দোষ র'য়ে গেল—সহৃদয় পাঠক পাঠিকা সকল ত্রুটি নিজগুণে মার্জ্জনা ক'রলে, বাধিত হবো। বলা বাহুল্য, এই আমার প্রথম চেষ্টা।

কলিকাতা
১০ই ডিসেম্বর, '৯২২

শ্রীবীরেন্দ্র নাথ শাসমল

স্রোতের তৃণ

উদ্যোগ পর্ব্ব

'Reverence and worship, the sense of an obligation to mankind, the feeling of imperativeness and acting under orders which traditional religion has interpreted as Divine inspiration, all belong to the life of the spirit. And deeper than all these lies the sense of a mystery half revealed, of a hidden wisdom and glory, of a transfiguring vision in which common things lose their solid importance and become a thin veil behind which the ultimate truth of the world is dimly seen. It is such feelings that are the source of religion, and if they were to die most of what is best would vanish out of life.

—Bertrand Russell—

(১)

সে বেশী দিনের কথা নয়—১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাস। তখন কলিকাতায় ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসমিতির অধিবেশন আরম্ভ হ'য়েছে। আমার উদ্যোগ পর্ব্বের অবতারণা সূচিত হ'য়েছিল সেই সময়। তৎপূর্ব্বে এদেশে ছুটীর অবকাশেই রাজনৈতিক নেতা হওয়া যেতো,

নিজের সুখ শান্তিকে ষোল আনা বজায় রেখে—এমন কি, নিজের ঐশ্বর্য্য ও সুনাম বৃদ্ধির জন্যও, দেশভক্ত সাজা অসম্ভব ছিল না। তৎপূর্ব্বে দেশ সেবার জন্য ব্যবসায় পরিত্যাগ বা স্বার্থে জলাঞ্জলি দিবার কথা উঠ্‌লে, লোকে সে কথা হেসে উড়িয়ে দিত। সেই সময়ে কংগ্রেসের এই বাণী দেশে দেশে প্রথম প্রচারিত হয় যে, আমাদের মত আইন ব্যবসায়িগণকে দেশ-সেবা করতে হ'লে, আমাদিগকে নিজ নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ ক'রতে হবে; এবং যাহাদের ব্যবস্থাপক সভায় যাবার ইচ্ছা এবং সম্ভাবনা আছে, তাঁরাও আর তা' ক'রতে পারবেন না।

ব্যবসায়ে আমার যে দু'পয়সা উপায় হ'ত, সে কথা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন এবং ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত হবার সম্ভাবনাও যে আমার যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, সে কথা অন্য কেহ না ব'ল্লেও কাঁথি এবং তমলুক মহকুমার অধিবাসিবৃন্দ ব'লবেন। সুতরাং কংগ্রেসের বাণী শুনেই আমার শিক্ষা দীক্ষা ও আদর্শের সঙ্গে আমার বাস্তব জীবনের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হ'য়েছিল।

যে আজন্ম ভোগলালসায় প্রতিপালিত হ'য়েছে, কামনা জর্জ্জরিত যার জীবন, এ সম্বন্ধে তার মনের স্বাভাবিক গতি কোন দিকে হ'তে পারে? ঝড়ের মত দিগ্‌দিগন্ত প্রকম্পিত ক'রে কত দুঃখের বারতা—কত যন্ত্রণার কাহিনী, মনের গোড়ায় ভেসে আস্‌তে সুরু ক'রেছিল! মনে হ'য়েছিল, যদি ব্যবসায় পরিত্যাগ করি, তা' হ'লে এত বড় বাড়ী পরিত্যাগ ক'রতে হবে, এত বৎসরের গাড়ী ঘোড়া ছাড়তে হবে, এত সাধের পোষাক পরিচ্ছদ—এমন কি, আহার বিহার ও চাল-চলন ইত্যাদিরও পরিবর্ত্তন না ক'রলে চ'লবে না; পারবো কেমন ক'রে?

অন্য কেহ হ'লে, সে হয়তো এ সময়ে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-কুটুম্বের নিকট উপদেশের জন্য ছুটে যেতো। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই আমি একা যে কার্য্যে বিজড়িত, অর্থাৎ যে কাজের দ্বারা কেবল আমার একার ক্ষতি বৃদ্ধি কিম্বা সুনাম দুর্নামের সম্ভাবনা আছে, সে কাজের জন্য বড় একটা কাহারো উপদেশ আমি কখনও লই নাই। উদাহরণ স্বরূপ ব'লতে পারি, সকলের অসম্মতিতে আমার বিলাত যাওয়া, আমার মেদিনীপুরের ভাল ব্যবসায় পরিত্যাগ ক'রে আমার হঠাৎ কলিকাতা আসা ইত্যাদি আমার জীবনের কয়েকটী উল্লেখযোগ্য বিষয়ে, আমিই আমার নিজের একমাত্র উপদেষ্টা ছিলাম। আজ আমি আমার সেই বহু পুরাতন কিন্তু নিতান্ত আপনার উপদেষ্টাকেই এই নূতন কথা নূতন ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—পারবো কি ?

ভালমন্দ জানি নে—হয়তো ভালমন্দ বিচার ক'রবার এখনো সময় হয় নি—তবে আমার উপদেষ্টা আমাকে পূর্ব্বের মতই স্পষ্টাক্ষরে জবাব দিয়েছিলেন। তা'তে এতটুকু দ্বিধা বা সন্দেহ ছিলনা—এতটুকু ভীতি বা আশঙ্কা পরিলক্ষিত হয় নি। তিনি গুরুগম্ভীর স্বরে ব'লেছিলেন—

তুমি কে ? তোমার ক'রবার বা না ক'রবার—পা'রবার বা না পা'রবার আছে কি ? দেখ্‌ছ না,তুমি যে **স্রোতের তৃণ** ! তোমার না ব'লবার উপায় নেই—ভালমন্দ বিবেচনা ক'রবার ক্ষমতা নেই। তোমাকে চিরদিনই স্রোতের সঙ্গে ভেসে চ'লতে হ'য়েছে ও ভেসে চ'লতে হবে। তুমি কখন হেল্‌বে—কখন দুল্‌বে, কখন ডুব্‌বে—কখন ভাস্‌বে। তুমি আজ কোনও নদীতীরবর্ত্তী দেবালয়ে দেবতার পদতলে শোভা বর্দ্ধন ক'রতে পার, কিন্তু কাল তোমাকে হয়তো আবার সমুদ্রতীরবর্ত্তী শ্মশানে কোনও মৃতের পদতলে লুটিয়ে প'ড়তে হবে। তোমার চন্দন বিষ্ঠা—স্বর্গ মর্ত্ত্য—শুভ অশুভ—কোন কিছু বিচার ক'রবার অধিকার নেই। তোমার

ঊর্দ্ধে স্রোত নিম্নে স্রোত, তোমার বামে স্রোত—দক্ষিণে স্রোত। তুমি এক বিরাট বস্তু বিশ্বব্যাপী স্রোতরাশির মধ্যে ক্ষুদ্র নিতান্ত নগণ্য তৃণখণ্ড মাত্র! তুমি সে স্রোতরাশির গতিরোধ ক'রতে পারবে কেন? এ জগতে কেহ কখন পারে নি—কেহ কখন পারবেও না। এই স্রোতরাশির বিপুল আবর্ত্তে প'ড়েই নেপোলীয়ান সেণ্ট্ হেলেনায় বন্দী হ'য়েছিলেন—কীচনারের সমুদ্রগর্ভে প্রাণ হারিয়েছেন। এই স্রোতরাশির স্বাভাবিক ধর্ম্মের গুণেই রুষ সম্রাটের বংশ লোপ হ'য়েছে—জর্ম্মণ সম্রাট কাইজার আজ হলণ্ডে। আবার এই স্রোতরাশির প্রভাবেই শাক্যসিংহ ও যিশুখ্রীষ্ট- চৈতন্য ও জয়দেব সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে, এই স্রোতের উপরেই একান্ত নির্ভরশীলের মত ঢ'লে প'লে একাকার হ'য়ে গিয়েছিলেন! দেখ্‌ছ না, তোমাদের চক্ষের সম্মুখে তোমাদের মতই একজন ভারতবাসী এই স্রোতরাশির মধ্যে প'ড়ে আজ কোথায় ভেসে চ'লেছেন? মানব-বিনির্ম্মিত কারাগার ও মানব প্রদত্ত সমূহ দৈহিক যন্ত্রণাকে অতিক্রম ক'রে, দেশ ও দশের জন্য আজ তিনি মৃত্যুর দুয়ারে গিয়ে উপস্থিত হ'য়েছেন, এবং শুন্‌ছ না, তিনি তারস্বরে ব'লছেন—আমাকে ভারতমাতা ও জগন্মাতার মঙ্গলের জন্য কে কোথায় আছ বলি দাও! সাংসারিক বুদ্ধি এবং বৈষয়িক বিজ্ঞতার কথা গভীরভাবে চিন্তা ক'রবার কোনও আবশ্যক নেই, কারণ তারাও এই স্রোতরাশির অন্তর্গত সামগ্রী। বস্তুতঃ, স্রোতের টানে যেমন তোমার প্রাণ—স্রোতের গতিতে যেমন তোমার শক্তি, সেইরূপ স্রোতের বর্ত্তমানতায় জগৎ বর্ত্তমান—স্রোতের অভাবে জগতের অভাব। দিব্যচক্ষে চেয়ে দেখ, দেখতে পাবে, স্রোতেই তোমার সৃষ্টি হয়েছে ও স্রোতেই তোমার লয় হবে—স্রোতই তোমার স্বর্গের দেবতা এবং স্রোতই তোমার মর্ত্তের সংসার! এই শিবসুন্দর অনন্ত স্রোতরাশির মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হ'য়ে অবগাহন কর—তোমার

প্রত্যেক অণুপরমাণুর ভিতর এই স্রোতরাশির অপূর্ব্ব মহিমা ফুটে উঠুক। তখন কর্ম্ম ও ধর্ম্মের মাদকতায়—প্রেম ও ত্যাগের অমৃতপানে তুমি উন্মত্ত হয়ে উঠবে।

ইহার পর তর্কবিতর্ক কিম্বা বাক্‌বিতণ্ডা ক'রবার আর সময় বা অবসর ছিল না। ব্যবসায় ছাড়তেই হবে এবং ব্যবস্থাপক সভা পরিত্যাগ ক'রতেই হবে, স্থির ক'রেছিলাম। কিন্তু একটু লজ্জা হ'চ্ছিল যে, সে সময় বাংলার অন্য কোনও ব্যারিষ্টার আমার সঙ্গে এই কাজে যোগদান ক'রতে প্রস্তুত ছিলেন না, এবং একটু দুঃখও হ'চ্ছিল যে, যাহাদিগকে অন্তরের সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা ক'রতাম—যাদের হৃদয়ের সরলতা ও গভীরতা দেখে মুগ্ধ হ'য়েছিলাম, তাঁদের সম্মুখেই তাঁদের বিরুদ্ধে আমাকে ভোট দিতে হবে। আমার কোন কোন বন্ধু উপযাচক হ'য়ে যুক্তি দিয়েছিলেন যে, এ সময়ে একবার মহাত্মা গন্ধীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হওয়া উচিত। কিন্তু পাছে কেহ মনে করেন যে আমি প্রতিপত্তি বিস্তারের চেষ্টা ক'চ্ছি, সেইজন্য সে সময়ে তাঁ'র সঙ্গে একেবারেই সাক্ষাৎ করি নি। তার প্রায় একবৎসর পরে মেদিনীপুরে তাঁ'র সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ভাবে সর্ব্বপ্রথম আলাপ হ'য়েছিল।

যাহা হউক, ভোট দিবার সময় উপস্থিত হ'লে, স্রোতরাশির চঞ্চল তরঙ্গমালার উপর আমার তৃণ-বিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র তরণীখানিকে নিজের হাতেই সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হ'য়ে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। সকল ভোটের শেষ পরিণাম কি হ'য়েছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নেই। কিন্তু নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রকেই একথা স্বীকার ক'রতে হবে, সকল ভোটদাতা নিজ নিজ দায়িত্বের গুরুত্ব অনুভব ক'রে এক্ষেত্রে ভোট দেন নাই। তা'তে আমার অন্তরাত্মা আরো বিচলিত হ'য়ে উঠেছিল। সর্ব্বদাই মনে হ'চ্ছিল, তবে কি আমিও আমার দায়িত্বের গুরুত্ব অনুভব ক'রে

এক্ষেত্রে কার্য্য করি নাই—আমারও কি সব কেবল কথার কথা? যখনই এই ভাব মনমাঝে উদয় হ'তো, তখনই দেখতাম বনমাঝে আমার সেই চির-পুরাতন অথচ চির-নবীন উপদেষ্টা অসংখ্য অনন্ত চক্ষু বিস্তার ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে র'য়েছেন এবং ইঙ্গিত ক'রে ব'লছেন— তরি ভাসিয়ে দিয়ে কূলের দিকে তাকালে কি হবে? যদি সময় থাকতে খেয়াঘাটের ঘাটমাঝির কাছে পৌঁছতে চাও, তবে এখন থেকে পথের পাথেয় সঞ্চয় কর!

ফলে ব্যবস্থাপক সভায় আসবার জন্য যে আয়োজন ক'রেছিলাম, তাহা প্রকাশ্যভাবে সংবাদপত্রে লিখে বন্ধ ক'রে দি। নূতন মক্কেলগণকে ব'লতে সুরু করি যে, আমি আর তাদের কোনও কাজ নিতে পারবো না। আমার কলিকাতার বাসায় বসবাস ক'রে যে কয়জন মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার ছাত্র স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন ক'রত, তা'দিগকেও গভীর দুঃখের সহিত অন্যত্র বসবাসের জন্য ব্যবস্থা ক'রতে বলি। ক্রমে স্বদেশী বস্ত্র ও অন্যান্য জিনিষ পত্রের দিকেও নজর প'ড়তে থাকে। শেষে ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসমিতির ষট্‌ত্রিংশ অধিবেশনের জন্য, স্রোতের তৃণও স্রোতে ভাস্‌তে ভাস্‌তে নাগপুরের কংগ্রেস নগরে গিয়ে উপস্থিত হ'য়েছিল।

বঙ্গের চিত্তরঞ্জন এইখানে এই সময়েই কত সত্য কথা ও কত মিথ্যা কাহিনীর মধ্যে ভারতরঞ্জন হ'য়েছিলেন। তাঁ'র অতুলনীয় ও অভূতপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্তে, দূর থেকে গোপনে তাঁকে নমস্কার ক'রেছিলাম। নাগপুর যে কলিকাতারই পথানুসরণ ক'রেছিল, সে কথা আর এখানে বিশেষ ক'রে ব'লবার আবশ্যক দেখছি না। কংগ্রেসের পর কলিকাতায় ফিরে এসে সর্ব্বাগ্রে আমার গাড়ীখানি ও ঘোড়াটি বেচে দি এবং প্রায় বারচোদ্দ বৎসরের পর আবার ট্রাম গাড়ীতে রীতিমত

যাতায়াত ক'রতে আরম্ভ করি। অল্পদিনের ভিতর মাসিক দু'শ টাকা ভাড়া দিবার ক্ষমতা না থাকায়, বাড়ীওয়ালার সঙ্গে যুক্তি ক'রে বাড়ীর অর্দ্ধেকটাও তাঁকে ছেড়ে দিয়েছিলাম এবং কলিকাতায় প্রথম প্রথম কাজের তেমন সুবিধা না দেখে, আমাকে আমার জন্মভূমি মেদিনীপুর জেলায় প্রচার কার্য্যের জন্য চ'লে যেতে হ'য়েছিল।

(২)

আমার জন্মভূমি আমার মেদিনীপুর জেলাকে আজ আমি শত সহস্রবার ভূমিষ্ঠ হ'যে প্রণাম ক'রছি। 'এমন দেশটী কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি!' আজ প্রেসিডেন্সী জেলের একটী নিভৃত প্রকোষ্ঠে ব'সে, মেদিনীপুর জেলার যে গ্রামে আমি জন্মগ্রহণ ক'রেছিলাম, তার কথা স্মরণ হ'চ্ছে। যে গৃহে পিতা মাতার ক্রোড়ে লালিত পালিত হ'য়ে বৰ্দ্ধিত হ'য়েছিলাম —যে কুটীর-প্রাঙ্গণে পরমপূজনীয়া ঠাকুমা'র নিকট পরমাহ্লাদে প্রতিপালিত হ'য়েছি—যে বামুন-পুকুরের পাড়ে যে পেয়ারা গাছটী এবং যে সদর পুকুরের পাড়ে যে বকুল গাছগুলি ছিল, তার কথাও আজ এখানে স্রোতের মত আপনা হ'তেই হৃদয়-মন্দিরে ভেসে আস্‌ছে।

আজ এই কারাগারকে আর কারাগার ব'লে মনে হ'চ্ছে না। আজ মনে হ'চ্ছে, আমি আমার বহুকালের বাস্তুভিটায় ব'সে দেখছি— আমার সম্মুখেই আজ আমার পরমারাধ্য পূর্ব্বপুরুষগণ রাসমঞ্চে যোড়শোপচারে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার আয়োজন ক'চ্ছেন—পূজার দালানে বিদ্যাদায়িনী দেবী সরস্বতীর পূজা আরাধনা চ'লছে এবং গৃহদেবতা লক্ষ্মী জনার্দ্দন আপন মন্দিরে স্বর্ণ-ছত্রের নিম্নে রৌপ্য-সিংহাসনে উপবেশন ক'রে সমূহ আয়োজনের উপর বর্ষণ ক'চ্ছেন তাঁর সিদ্ধবারি। আজ

মনে হ'চ্ছে, আবার দেখছি—নববর্ষ সমাগমে ব্রাহ্ম-সমাজের স্বনাম প্রসিদ্ধ প্রচারকগণ ভক্তি গদগদ কণ্ঠে ব্রহ্মনাম সংকীর্ত্তনে পল্লী উপকণ্ঠ মুখরিত ক'রে তুলেছেন এবং তাঁদের কারও কারও নির্ম্মল চরিত্র প্রভায় কোন কোন অল্পমতি বালকের অন্তরাত্মা কি জানি কেন থেকে থেকে নেচে উঠছে।

কিন্তু ব'লছিলাম কি যে—কলিকাতায় প্রথম প্রথম কাজের কোনও সুবিধা ক'রতে না পেরে, কংগ্রেসের উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য আপন জন্মভূমি মেদিনীপুর জেলায় চ'লে গিয়েছিলাম। প্রথমে তমলুক মহকুমার তমলুক, পাঁশকুড়া, ময়না, মহিষাদল, সুতাহাটা ও নন্দীগ্রাম থানা পরিভ্রমণ করি। তৎপরে কাঁথি মহকুমার রামনগর থানা থেকে আরম্ভ ক'রে ক্রমে ক্রমে কাঁথি, বাক্বিরী, খেজুরী, হেঁড়িয়া, ভগবানপুর, পটাসপুর, এগরা ও বাসুদেবপুর থানা শেষ ক'রেছিলাম। মধ্যে মধ্যে কয়েকবার মেদিনীপুর সদরে, একবার ঘাটাল মহকুমায় এবং একবার গড়বেতা চৌকিতে যেতে হ'য়েছিল।

কাঁথি মহকুমার কয়েকটী থানায় একাদিক্রমে প্রায় দু'মাস ধ'রে যানাভাবে পদব্রজে পরিভ্রমণ ক'রতে থাকায়, এবং প্রত্যেক দিন নূতন পল্লীর নূতন জলবায়ু ও নূতন আহার্য্য উপভোগ ক'রতে বাধ্য হওয়ায়, আমার পঞ্চদশ বৎসরের সুস্থ শরীর অল্পে অল্পে ভেঙ্গে প'ড়তে আরম্ভ করে। শেষের দিকে সপ্তাহের মধ্যে প্রায় পাঁচ দিন রাত্রে আমি পালো ব্যতীত অন্য কিছুই খেতাম না। কিন্তু তার উপরেও প্রত্যেক একদিন অন্তর গড়ে প্রায় আট মাইল ক'রে হাঁটতে হ'তো এবং মধ্যে মধ্যে যে এক একদিন হাঁটতে হ'তো না, সেই সেই দিনে দু ঘণ্টা থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা ছিল।

মেদিনীপুর জেলায় স্বরাজ অসহযোগ ইত্যাদি কংগ্রেস নীতি

প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে, আমাকে স্থানীয় আর একটা আন্দোলনে যোগ দিতে হয়েছিল। আমি যে সময়ের কথা ব'লছি তার কিছুদিন পূর্ব্বে, মেদিনীপুর জেলার প্রত্যেক মহকুমার কয়েকটা থানা'তে, বাংলা গভর্ণমেণ্ট বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্বশাসন আইন প্রচলন করেন। এই আইনের বিধান অনুসারে, লোকের উপর বার টাকার স্থলে চুরাশি টাকা ট্যাক্স হ'তে পারে শুনে, লোকে ভীত ও শঙ্কিত হ'য়ে উঠেছিল। আইনখানি ভাল ক'রে প'ড়ে আমিও সরল চিত্তে এই বুঝেছিলাম যে, এর দ্বারা দেশের কোনও উপকার হ'তে পারে না—বরং মূর্খ ও দরিদ্র ব্যক্তির উপর এর দৌলতে নানা রকমের উপদ্রব সৃষ্টি হ'তে পারে। কি কি কারণে আমার এরূপ ধারণা হ'য়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইতিমধ্যে পত্রান্তরে ছাপিয়েছি এবং তার বিস্তারিত বিবরণ শীঘ্র পুস্তকাকারে প্রকাশ ক'রবার ইচ্ছা আছে।

সে যাহা হউক, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ত্ব-শাসন আইনের বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলন উপস্থিত করা উচিত কি না, ঠিক সেই সময়ে তাহা পরিষ্কাররূপে কেহই অবগত ছিলেন না। বিগত নাগপুর কংগ্রেসে জেলা ও লোক্যাল বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটী ইত্যাদিকে সর্ব্বথা পরিত্যাগ ক'রতে হবে না, প্রকারান্তরে এইরূপই সিদ্ধান্ত হ'য়েছিল। কিন্তু বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ত্ব শাসন আইন সম্বন্ধে নাগপুর কংগ্রেস কিম্বা তার বিষয়-নির্ব্বাচন সভা কোনও অভিমত প্রকাশ করেন নাই। অতএব এ সম্বন্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির মতামত গ্রহণ করা আবশ্যক হ'য়েছিল; কিন্তু এপ্রিল মাসের প্রারম্ভে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হবে ব'লে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিকে এ সম্বন্ধে সঙ্গে সঙ্গে কাগজ পত্রে কোনও মতামত জিজ্ঞাসা করি নি।

পরে যথাসময়ে বরিশাল কন্‌ফারেন্সে এক রকম সর্ব্ব সম্মতিক্রমে এই স্থির হ'য়েছিল যে, বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ত্বশাসন আইনের সঙ্গে আমাদিগকে অসহযোগ ক'রতে হবে। আমি বরিশাল কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু ইহার অল্পদিন পরে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কাউন্সিল বা কার্য্যকরী সভা পুনরায় সকলকে এই অনুরোধ করেন যে সদ্য সদ্য বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ত্বশাসন আইনের সঙ্গে সহযোগবর্জ্জন না ক'রলে ভাল হয়। আমি কার্য্যগতিকে এই কার্য্যকরী সভার অধিবেশনে যোগদান ক'রতে পারি নি। সুতরাং উল্লিখিত বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত ক'রতে গিয়ে, আমাকে প্রথমে যথেষ্ট চিন্তান্বিত হ'তে হ'য়েছিল। একদিকে যেমন এই আইনের সঙ্গে অসহযোগ ক'রবার জন্য মেদিনীপুরবাসীর বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা গিয়েছিল, তেমি অন্যদিকে আইনটার দ্বারা যে মেদিনীপুর জেলার কোনও উপকার হবে না, তা' আমি নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে অনুভব ক'রছিলাম। কিন্তু কংগ্রেস বা তদধীনস্থ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির পক্ষ থেকে আমার আর এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা সম্ভবপর ছিল না। অবশ্য একথা সত্য যে, বরিশাল কন্‌ফারেন্সের প্রায় সর্ব্ববাদীসম্মত অভিমতকে, আমাদের বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সভার কোনও প্রকারে ব্যতিক্রম করা উচিত হয় নি; তথাপি তাঁদের অনুরোধকে সম্পূর্ণরূপে অমান্য ক'রে মেদিনীপুর জেলার এই আন্দোলনে যোগদান ক'রতে আমার একেবারে প্রবৃত্তি হ'চ্ছিল না।

কিন্তু শেষে আমার জেলাবাসীর বিশেষ আগ্রহ ও অনুরোধে আমাকে ব্যক্তিগতভাবেই এই আন্দোলনে যোগদান ক'রতে হ'য়েছিল। আমি তমলুক ও কাঁথি প্রভৃতি স্থানে প্রকাশ্য সভায় একথা স্পষ্ট ক'রে একাধিকবার ব'লেছিলাম। এমন কি, আমি সংবাদপত্রে পর্য্যন্ত

আমার নাম দিয়ে বহুবার লিখেছিলাম যে, সহযোগিতাবর্জ্জন আন্দোলনের সঙ্গে আমার এই আন্দোলনের কোনও সংশ্রব ছিল না। কিন্তু না বল্‌লে বোধ হয় চলে না যে, তথাপি আমার কোন কোন বন্ধু আমার এই আন্দোলনকে সহযোগিতা বর্জ্জন আন্দোলনের একাংশ ব'লে সংবাদপত্র ইত্যাদিতে প্রচার ক'রেছিলেন এবং আমাকে মন্দবুদ্ধি ও প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসরের পুরাতন এক সর্ব্বজন বিদিত আখ্যায়িকার উল্লেখ ক'রে প্রকারান্তরে আরো কত কি ব'লে ইঙ্গিত ক'রতেও কুন্ঠিত হ'ন নি। আমি বিশ্বস্তসূত্রে আরো অবগত হ'য়েছি, কোন কোন রাজকর্ম্মচারীকে কেহ কেহ ইশারায় একথাও জানিয়েছিলেন যে, আমাকে কোন প্রকারে মেদিনীপুর থেকে সরিয়ে রাখতে না পারলে, মেদিনীপুর জেলায় বঙ্গীয় গ্রাম্য-স্বায়ত্তশাসন আইনের প্রচলন কার্য্য তেমন সুবিধাজনক হবে না।

সকল কথা যথানিয়মে কতকটা অতিরঞ্জিত হ'য়ে আমার নিকট পৌছলে, আমার উদ্যোগপর্ব্বের অন্য একটী অসম্পূর্ণ অঙ্গ সম্পূর্ণ হ'লো ব'লে, পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বরকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলাম। চন্দ্রের কলঙ্কের মত, দুর্ব্বলতা মানবের চিরসহচর। মানব বহু চেষ্টা ক'রেও যেমন সুনাম বা সুখ্যাতির প্রলোভন পরিত্যাগ ক'রতে পারে না, তেম্নি দুর্নাম বা অখ্যাতিতে অতি সহজেই ক্রোধান্ধ হ'য়ে উঠে। অথচ যে স্রোতের তৃণ, তাকে সুনাম-দুর্নাম ও সুখ্যাতি-অখ্যাতির অতীত হ'তে হবে। ভয় ভাবনা তাকে স্পর্শ ক'রতেও পারবে না। কিন্তু আজ এই গভীর নিশীথে রুদ্ধ কারাগারে একলাটি ব'সে সর্ব্বদর্শী বিশ্বেশ্বরের নিকট আমি স্বীকার ক'রছি, আমার সাধনার বল এমন ছিল না যে আমি সাহস ক'রে আমার হৃদয়ের মহামানবের কাছে এমন কথা স্পষ্টভাবে ব'লতে পারি।

সুতরাং বন্ধুগণের নিন্দাবাদে ও ভয়প্রদর্শনে আমি আমাকে পরীক্ষা ক'র্‌তে শিখেছিলাম এবং বুঝেছিলাম যে ব্যবসায় পরিত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী সাজ্‌তে চেষ্টা ক'র্‌লেও সকল সময় মানুষের প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয় না। ব'ল্‌তে কি, মানুষ সচরাচর যাকে তার অন্তর্দৃষ্টি ব'লে ধ'রে নেয়, তা বাস্তবিক তার অন্তর্দৃষ্টি নয়—তা তার আত্মপ্রতারণা। অতএব যাঁরা আমাকে আমার অন্তর্দৃষ্টি লাভের সহায়তা ক'রেছিলেন, তাঁরা সত্যই আমার উদ্যোগপর্ব্বের গুরু এবং শিক্ষক। কারণ বলা বাহুল্য যে, যে অভিযানে এই স্রোতের তৃণ আত্মবিসর্জ্জন ক'রতে চেষ্টা ক'রছে, সে অভিযানের সীমাহীন তরঙ্গায়িত অনন্ত সমুদ্রে অন্তর্দৃষ্টিই তার একমাত্র ধ্রুবতারা।

তবে আমাকে মন্দবুদ্ধি ইত্যাদি ব'লে যে ইঙ্গিত করা হ'য়েছিল, তার বিচারের জন্য পরকাল পর্য্যন্ত আমাকে অপেক্ষা ক'রতে হয় নি, ইহকালেই এবং ইতিমধ্যেই আমার দেশবাসী জনসাধারণ তার বিচার ক'রে দিয়েছেন। মেদিনীপুর জেলার যে সকল ইউনিয়নে বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্বশাসন আইন প্রচলিত হ'য়েছিল, সেই সকল ইউনিয়নের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আমার মত মন্দবুদ্ধি হয়ে একযোগে চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ ক'রে দিয়েছিল ব'লে, আজ সমগ্র মেদিনীপুর জেলা থেকে বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্বশাসন আইন উঠে গিয়েছে।

পক্ষান্তরে, যে কাঁথি মহকুমার কেহ কেহ হঠাৎ এক বহু পুরাতন আখ্যায়িকার অবতারণা ক'রে লোকসমাজে আমাকে হেয় ক'রতে চেষ্টা ক'রেছিলেন, সেই কাঁথি মহকুমার জনসমাজই অতি অল্প দিনের ভিতর তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের জন্য আমাকে প্রতিশ্রুতি ও নগদে অন্যূন সাতাশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরাধীন জাতীর প্রধানতম শত্রু এই গৃহবিচ্ছেদ বা মতদ্বৈধ হেতু, স্থানীয় রাজশক্তি

সুবিধা বুঝে ধীরে ধীরে আমার উপর কঠোর থেকে কঠোরতর হ'চ্ছিল। বর্ষশেষে তামাদির মুখে আমার জনৈক গোমস্তা যখন আমার কয়েক জন প্রজার উপর বাকী করের নালিশ ক'রবার অনুমতি চায় এবং আমি তা' অগ্রাহ্য করি, তখন শুনেছি সে কথা সত্য কি না তলে তলে তদন্ত হ'য়েছিল। গভর্ণমেণ্টের নিকট যখন তখন এই রিপোর্ট যাচ্ছিল যে, সহযোগিতাবর্জ্জন আন্দোলনের জন্যই মেদিনীপুরের নানাস্থানে ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স আদায় বন্ধ হ'য়েছে। বিনা জামিনে কাঁথিতে একটা ছাপাখানা ও একখানি বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র চালাবো ব'লে অনুমতি চেয়ে, তাতেও আমি প্রত্যাখ্যাত হ'য়েছিলাম, এবং মেদিনীপুরের কোনও উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারীকে সে সম্বন্ধে আমার মনোভাব জ্ঞাপন ক'রবার জন্য বাধ্য হয়ে লিখতে হ'য়েছিল—'I feel that my recent activities have at last begun conquering the very minds of the conquerors.'

ক্রমে ব্যাপার এত জটিল হ'তে থাকে যে রামনগর থানার কোন এক ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট বা সভাপতি, তাঁর অধীনস্থ কয়েকজন করদাতার বিরুদ্ধে, অনধিকার প্রবেশ ও গৃহভঙ্গ ইত্যাদির দাবিতে ফৌজদারী আদালতে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। তাঁর উপর এই উপদ্রবের কারণ এই বলে প্রকাশ পায় যে, তিনি তাঁর ইউনিয়নের অন্তর্গত ফতেপুর নামক একটা গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স আদায় ক'রতে চেষ্টা ক'রেছিলেন কিন্তু ফতেপুর গ্রামের উল্লিখিত আসামিগণ ধর্ম্মঘট ক'রে সে ট্যাক্স তো আদায় দেয় নি, অধিকন্তু ফরিযাদির উপর উক্ত প্রকার অত্যাচার ক'রেছে। বিচারে সাত জন আসামী'র পনর দিন ক'রে সশ্রম কারাদণ্ড হ'য়েছিল।

এখন, এই মোকদ্দমার আসামিগণ আমাকে যেমন তাদের জমিদার

ব'লে স্বীকার ক'রতো, তেম্নি এই মোকদ্দমার ফরিয়াদিও আমার একজন প্রজা ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে রায় বেরোবার পূর্ব্বে, এই ঘটনার বিন্দুবিসর্গও আমি জান্‌তে পারি নি। কারণ এই সময়ে কিছু দিন আমি তমলুক মহকুমায় এবং কয়েক দিন কলিকাতায় ছিলাম। যখন সাতজন ফতেপুরবাসীর একপক্ষ ক'রে কারাদণ্ডের সংবাদ সর্ব্বপ্রথম আমি শুনেছিলাম, তখন তাদের খালাস হ'তে বোধ হয় ছ'দিন বাকী ছিল। অনুসন্ধান ক'রে জেনেছিলাম, তারা এক মঙ্গলবার সকাল ছ'টার সময় কাঁথির জেল থেকে খালাস পাবে। ইউনিয়ন বোর্ডের নামে কাঁথি মহকুমায় তারাই সর্ব্বাগ্রে কারারুদ্ধ হ'য়েছিল ব'লে, তাদের খালাসের সময় কাঁথিতে একটা শোভাযাত্রা, ও সেইদিন বিকেলে সেখানে একটা সাধারণ সভার বন্দোবস্ত করা হ'যেছিল। তৎপূর্ব্বে আমি যেখানেই থাকি না কেন, সেই মঙ্গলবার ভোর ছ'টার সময় আমাকে কাঁথিতে উপস্থিত হ'য়ে সেই শোভাযাত্রায় যোগ দিতে হবে—সেজন্য আমি অনেকের দ্বারা বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হ'যেছিলাম। লাঞ্ছিতের সম্মান কাঁথিতে এই নূতন ব'লে, আমি নিজেও সেই শোভাযাত্রায় যোগ দান ক'রতে কম উদ্বিগ্ন ছিলাম না। পরিণামে, সকলের আকাঙ্ক্ষাকে যথাসময়ে কার্য্যে পরিণত ক'রতে গিয়ে আমাকে যেমন বেশ একটু বেগ পেতে হ'যেছিল, তেম্নি কৌশলময়ের মহাকৌশলের নিকট মানবের সমস্ত বিদ্যা ও বুদ্ধি যে নিতান্ত হেয় এবং অকিঞ্চিৎকর, তাহাও সে ব্যাপারে অতি পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম ক'রেছিলাম।

যে মঙ্গলবার প্রাতে পক্ষান্তরে ফতেপুরের লাঞ্ছিতগণের খালাস হবার কথা ছিল, তার পূর্ব্ব শুক্রবারে আমি আমাদের বীরকুলের কাছারী বাড়ীতে যাই। এই কাছারী বাড়ী থেকে ফতেপুর গ্রাম পাঁচ মাইলের মধ্যে অবস্থিত। তারপর দিন অর্থাৎ শনিবার সকালে আমি ফতেপুর

গ্রামে গিয়ে স্বচক্ষে ঘটনাস্থল পর্য্যবেক্ষণ ক'রেছিলাম, এবং গ্রামের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে ঘটনা সম্বন্ধে নানাকথার আলোচনা হ'য়েছিল। আসামীদের স্ত্রী পুত্র কন্যাগণের সঙ্গেও দেখা ক'রে, বিস্তারিত বিবরণ অবগত হ'য়েছিলাম। ফরিয়াদিও কি জানি কেন সেই শনিবার বিকেলে, আমাদের দুর্গাপুর হাটে আমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করে-ছিলেন। তাঁকেও যে আমি তখন বহুলোকের সম্মুখে ঘটনা সম্বন্ধে দু' একটা কথা জিজ্ঞাসা করি নি, এমন নয়। কিন্তু সকলের নিকট সকল কথা শুনে এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে আমার নিজের কি ধারণা হ'য়েছিল, তা এতদিন পরে এখানে বর্ণনা ক'রে পুঁথি ভারি ক'রার আবশ্যক দেখ্‌ছি না।

আমি স্থির ক'রেছিলাম, রবিবার দিন বিকেলে আমাদের বীরকুল কাছারী বাড়ী থেকে পাল্কী ক'রে কাঁথি রওনা হবো এবং যতরাত্রি হোক সেইদিনই কাঁথিতে পৌছবো। কিন্তু রবিবার ভোর থেকে সোমবার বেলা প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত এমন অবিশ্রান্তভাবে বৃষ্টি হ'তে থাকে যে, তার মধ্যে নরবাহনে কোন স্থানে যাত্রা করা একেবারে অসম্ভব হ'য়েছিল। বিশেষতঃ আমাদের বীরকুল কাছারী বাড়ী থেকে কাঁথি পর্য্যন্ত রাস্তা সুদীর্ঘ বাইশ মাইল ব'লে এবং তার উপর আমার মত এক বিপুল কলেবর মনিবকে কাঁধে ক'রে বহন ক'র্‌তে হবে দেখে বেহারারা সত্যসত্যই কোথায় লুকিয়ে গিয়েছিল। ফলতঃ পরদিন মঙ্গলবার সকাল ছ'টার সময় কিরূপে কাঁথিতে পৌছে শোভাযাত্রায় যোগদান ক'র্‌তে পার্‌বো, সেই চিন্তায় আমি বিশেষ চিন্তিত হ'য়ে উঠেছিলাম। সুতরাং সোমবার মধ্যাহ্নে মেঘ সম্পূর্ণরূপে না কেটে গেলেও যখন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়, তখনই আমি বেহারাগণকে ডেকে আনবার জন্য লোক পাঠিয়ে দি। অনেক কষ্টে তারা প্রায় সাড়ে তিনটার সময় এসে বলে, তারা আমাকে সেদিন

কিছুতেই কাঁথি পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে না; তবে কাছারীবাড়ী থেকে প্রায় ১২ মাইল নিয়ে গিয়ে পথিমধ্যে দেউলীর ডাকবাঙ্গালায় সেদিন রাত্রে অবস্থান ক'রবে এবং পরদিন মঙ্গলবার বেলা নটার সময় নিশ্চয়ই আমাকে কাঁথি পৌঁছে দিবে। আমার কিন্তু মঙ্গলবার সকাল ছ'টায় কাঁথিতে না পৌঁছলে চ'লবে না বলে আমি তাহাদিগকে বলি যে তারা আমাকে দেউলীর ডাকবাঙ্গলায় সেদিন সন্ধ্যায় পৌঁছে দিলে, আমি সেখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে গরুর গাড়ী ক'রে কাঁথি রওনা হবো এবং মঙ্গলবার সকালে ছ'টার পূর্ব্বে কাঁথি পৌঁছতে পারবো। আমি আগে থেকেই অবগত ছিলাম, দেউলীর ডাকবাঙ্গালার কাছে সদাসর্ব্বদা গরুর গাড়ী পাওয়া যায়।

আমার প্রস্তাবে বেহারারা সম্মত হ'লে, বেলা প্রায় চারটের সময় আমরা দেউলী রওনা হই। পথিমধ্যে দু'এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় এবং প্রায় সিকি রাস্তা দু'দিনের বারিপাতে জলমগ্ন হ'য়েছিল ব'লে, বেহারাগণের দেউলী পৌঁছতে প্রায় রাত্রি আটটা বেজে গিয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গরুর গাড়ী না পাওয়ায়, অনেক অনুরোধ উপরোধের পর বেহারাগণ আমাকে আর দু'মাইল পথ নিয়ে গিয়ে রাত্রি প্রায় দশটার সময় ইসলামপুর গ্রামে পৌঁছে দিয়েছিল। সেখানে কোনও ভদ্রলোক আমার আগমনসংবাদ পেয়ে, আগে থেকে আমার জন্য কিছু আহার্য্য ঠিক ক'রে রেখেছিলেন। তাঁর ওখানে আহারাদি ক'রে শয়নের উদ্যোগ ক'রছি, এমন সময় পুনরায় বৃষ্টি আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে সংবাদ পেয়েছিলাম যে, যে গরুর গাড়ীর আশায় বেহারাগণকে এত কষ্ট দিয়ে দেউলী থেকে ইসলামপুর পর্য্যন্ত এনেছিলাম, সেই গরুর গাড়ী এত দুর্য্যোগে এখানেও পাওয়া যাবে না। এদিকে রাস্তার দুর্গতিতে বেহারাগণের দুর্গতি দেখে তা'দিগকে আর কোনও অনুরোধ ক'রব না যেমন স্থির ক'রেছিলাম,

তেমি পরদিন সকাল ছ'টায় যে ক'রে হোক্ কাঁথিতে পৌছবো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ'য়েছিলাম। কিন্তু চিন্তা ক'রে দেখ্‌লাম, ভগবান প্রদত্ত পৈতৃক দু'খানি শ্রীচরণকমল ব্যতীত সে কর্দ্দমাক্ত চার ক্রোশ ব্যাপী পথসমুদ্রে আমার আর অন্য কোনও উপায় বা ভরসা ছিল না।

কাজে কাজেই সঙ্গের জিনিষপত্রের বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে, শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র প্রভৃতি তিনজন স্বেচ্ছাসেবক সহ রাত্রি আন্দাজ দু'টার সময় অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে খালি পায়ে পদব্রজেই কাঁথি রওনা হ'য়েছিলাম। ইসলামপুর থেকে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে প্রায় দেড় মাইল এসে পথিকগণকে পিছাবনীর খাল পেরোতে হয়। রাত্রি আন্দাজ তিনটের সময় যখন পিছাবনীর খালের তীরে এসে আমরা উপস্থিত হই, তখন দেখেছিলাম— তা'তে বন্যা হ'য়েছে এবং যে খাল সাধারণতঃ চল্লিশ হাতের বেশী প্রশস্ত ছিল না, তাকে বন্যার জলে আজ প্রায় দেড় শ' হাত প্রশস্ত দেখাচ্ছে। তার উপর, অনুসন্ধানে ইহাও অবগত হ'য়েছিলাম যে পারাপারের নৌকা-খানি ঘাটমাঝির অতি-সাবধানতায় বন্যার স্রোতে আমাদিগের খেয়াঘাটে পৌছবার পূর্ব্বেই জলমগ্ন হ'য়েছিলেন! সংবাদ শুনে স্বীকার ক'রছি, মুহূর্ত্তের জন্য মনটা আমার খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল। কি জানি কেন হঠাৎ মনের মধ্যে এই প্রশ্ন উঠেছিল—লাঞ্ছিতের সম্মানের জন্য শোভাযাত্রায় যোগ দিতে যাচ্ছি, তাতে এত বাধা প'ড়ছে কি জন্য? কিন্তু পূর্ব্বেই ব'লেছি, পরদিন মঙ্গলবার সকাল ছ'টার সময় যে ক'রে হোক্ কাঁথিতে পৌছবো ব'লে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ'য়েছিলাম; অতএব অনতিবিলম্বে স্থির ক'রে-ছিলাম, সন্তরণের দ্বারাই বন্যাপ্লাবিত খাল অতিক্রম ক'র্‌বো। সহযাত্রী স্নেহের স্বেচ্ছাসেবকগণের তা'তে বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না, বরং তা'দের আগ্রহই পরিলক্ষিত হ'য়েছিল। কিন্তু আমাদের কথাবার্ত্তা শুনে কে একজন অপরিচিত ব্যক্তি আমাদিগকে একটু অপেক্ষা ক'রতে ব'লে-

ছিলেন এবং নিকটবর্ত্তী গ্রাম থেকে আধ ঘণ্টার মধ্যে দু'জন লোক ও একখানি নৌকা এনে আমাদিগকে পিছাবনী খালের পরপারে দয়া ক'রে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

আমরা পুনরায় যখন কাঁথির দিকে অগ্রসর হ'তে সুরু করি, তখন আবার পিট্ পিট্ ক'রে বৃষ্টি প'ড়্তে আরম্ভ করে। একে তো পল্লীগ্রামের সনাতন কাঁচা রাস্তার অবস্থা এ দিকে নূতন মাটি ও দু'দিনের বৃষ্টির কৃপায় ভয়ঙ্কর আকার ধারণ ক'রেছিল, তার উপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল ব'লে অনুভব ক'রেছিলাম, বসুন্ধরা বুঝি সত্যই বায়ুশূন্যা হ'য়েছেন। শেষে ব্যপার এতদুর গড়িয়েছিল যে কেবল একখানি পরণের ধুতি ব্যতীত, অন্য সর্ব্বপ্রকারের আবরণ গরমে বাধ্য হ'য়ে শরীর থেকে খুলে ফেলে দিয়েছিলাম। যা' হোক্, কাঁথি পৌঁছ্তে যখন চার মাইল বাকী আছে এবং ভোর হ'তে যখন আর বেশী বিলম্ব ছিল না, তখন কাঁথির দিক থেকে দু'জন পথিক আমাদের দিকে আস্ছে দেখ্তে পাই। দূর থেকে তাদের কণ্ঠস্বর শুনা মাত্রই কে যেন আমার কানে কানে ব'লে দিয়েছিল, এদের ভিতর আমাদের ফতেপুরের সাত জন আসামী থাক্লেও থাক্তে পারে—এদের নাম ধাম জিজ্ঞেস করা আবশ্যক। তৎক্ষণাৎ আমি আমার সঙ্গিগণকে সে কাজ ক'রতে অনুরোধ ক'রেছিলাম এবং বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে হয়তো আমাদের শোভাযাত্রা ও সভার কথা জান্তে পেরে রাজকর্ম্মচারিগণ রাত্রি থাক্তেই তা'দিগকে ছেড়ে দিয়ে থাক্বে। বলা বাহুল্য, এইরূপ সন্দেহ কেন যে হঠাৎ আমার মনের মধ্যে উদয় হ'য়েছিল, তা' এক সর্ব্বজ্ঞ ভগবান ব্যতীত অন্য কেউ ব'লতে পার্বেন না।

প্রথম দলে কেবল দু'জন লোক ছিল। তারা আমাদের আবশ্যকীয় সাত জনের কেউ হ'তে পারে না ব'লে, তা'দিগকে কোনও কথা আমরা

জিজ্ঞেস করি নি। দ্বিতীয় দলেও সাত জন ছিল না অধিকন্তু একজন স্ত্রীলোক ছিল ব'লে তা'দিগকেও বিনা প্রশ্নে ছেড়ে দেওয়া হয়। তৃতীয় দলে সাত জন পুরুষ একসঙ্গে আস্‌ছে দেখে, তা'দের এক-জনকে তার বাড়ী কোথায় জিজ্ঞেস করা হ'য়েছিল। সে এবং পরে পরে তার অন্য সহযাত্রিগণ আমাদের কাছে তাদের পরিচয় দিতে যথেষ্ট দ্বিধাবোধ ক'র্‌ছে দেখে, শেষে তাদের কাছেই প্রথম আমার পরিচয় দিয়েছিলাম। তখন তারা আমাদের অত্যাবশ্যকীয় ফতেপুরের আসামী ব'লেই কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আমাদের কাছে স্বীকার ক'রেছিল, এবং ব'লেছিল যে রাত্রি আন্দাজ দু টার সময় জেলের একজন জমাদার তাদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে পথে এনে ছেড়ে দিয়ে গেছে এবং ব'লে দিয়েছে, তারা যেন পথে কা'রো সঙ্গে কোনও কথাবার্ত্তা না ব'লে ভোর হবার পূর্ব্বেই পিছাবনীর খাল পার হ'য়ে যায়।

এই আবিষ্কার ও সংবাদে, ব'ল্‌ব কি, আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় আমার দু'টী সংযুক্তকর আমার অবনত মস্তকের দিকে আপনা হ'তেই উত্থিত হ'য়েছিল! গোপন প্রাণের নিভৃত কন্দরে আমার সত্যকার লোকটী চিৎকার ক'রে ব'লে উঠেছিল—

বুঝেছি হে দয়াময়! তোমার লীলা এতক্ষণে বুঝেছি! পাল্কীতে এলে এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'বে না ব'লে, বারিবর্ষণে আমার পাল্কীতে আসা অসম্ভব ক'রেছ। গরুর গাড়ীতে এলেও এদের সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা নেই ব'লে, তোমার পথের ভয়ে গরুর গাড়ীও খুঁজে পাওয়া যায় নি। পদব্রজে ব্যতীত অন্যকোনও প্রকারে এলে এদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে না ব'লে, পদব্রজেই আজ তুমি আমাকে তোমারই এক লীলাভূমির দিকে এইরূপে টেনে নিয়ে চ'লেছ।

সত্য কথা ব'ল্‌তে কি, এই ঘটনায় সেদিন যেমন আমার অজ্ঞাতসারে

আমার দু'গণ্ড ব'য়ে নয়নাসার ঝ'রে প'ড়েছিল, আজ এতদিন পরে এই কারাগারে ব'সে সে কথা স্মরণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে আবার সেই অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি হ'চ্ছে—পার্থক্য কেবল এই যে আজ শত চেষ্টা ক'রেও তাকে আট্‌কে রাখ্‌তে পার্‌ছি না। আজ স্পষ্টই মনে প'ড়ছে, এই ঘটনার পর মেদিনীপুর জেলার ইউনিয়ন বোর্ডের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি আমার বন্ধুবান্ধবকে কি ব'লেছিলাম, এবং মেদিনীপুর জেলায় ইউনিয়ন বোর্ডের সৌভাগ্যে ইতিমধ্যে বাস্তবিক কি ঘটেছে।

কিন্তু ব'লছিলাম কি যে—পরম কৌশলীর অব্যর্থ কৌশলে স্ফীত-মস্তিস্ক মানবমণ্ডলীর সমূহ গর্ব্ব ও ধৃষ্টতা খর্ব্ব হ'য়ে গিয়েছিল, এবং ফতেপুরের সাত জন কয়েদ খালাসীকে সঙ্গে ক'রে যখন স্থানীয় জেলের ঘড়িতে ঠিক ছ'টা বাজ্‌ছিল, তখন আমি কাঁথি সহরের পোষ্ট অফিসের সম্মুখে এসে উপস্থিত হ'য়েছিলাম। বলা নিষ্প্রয়োজন যে তা'দিগকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ একটী নাতি ক্ষুদ্র শোভাযাত্রা গঠন এবং বিকেলে একটী মহতী সভার অধিবেশন হ'যেছিল, এবং সেই সভায় মানুষের সকল বুদ্ধি ও বিদ্যাকে ভগবান কিরূপে অতি সহজ উপায়ে ব্যর্থ ক'রেছিলেন, তা' আমি সমবেত অন্যূন দশ হাজার লোককে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম।

শুনেছি কারো কারো রক্ত-চক্ষু তাতে অধিকতর রোষ কষায়িত হ'য়ে উঠেছিল। কিছু দিন পরে মেদিনীপুরের কোনও এক বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কাছে শুনেছিলাম, কাঁথিতে শীঘ্রই জালিনওয়ালাবাগের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হবে এবং সে সংস্করণের প্রথম অধ্যায়েই হয়তো আমার মত নগণ্য ব্যক্তিরও কোন গুরুতর বিপদ ঘ'টতে পারে। এ কথা অবগত হবার পরে, পাঁচ দিনের মধ্যে কাঁথিতে একটী সভা ক'রে প্রকাশ্যভাবে এই কথার আলোচনা ক'রেছিলাম এবং আমার উদ্যোগ্‌পর্ব্বের শেষ অভিনয় কতদূর পর্য্যন্ত গড়াতে পারে, তাহাও প্রায়

পনর হাজার কাঁথিবাসীকে সে সভায় ভাল ক'রে সমঝে দিয়েছিলাম। পরদিন সমূহ অস্বীকার এবং সেই কারণে ভদ্রোচিত দুঃখ ও ক্ষমা প্রকাশের পালা প'ড়েছিল। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে দুঃখ প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপিত হওয়ায়, বিশেষভাবে অনুসন্ধান ক'রে জ্ঞাত হ'য়েছিলাম যে পূর্ব্বে যা' শুনেছিলাম তা' মিথ্যা নয় এবং সেজন্য প্রকাশ্যভাবে দুঃখ প্রকাশ করা অসম্ভব ব'লে লিখে জানান হ'য়েছিল।

ইত্যবসরে ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স আদায়ের জন্য রাজ কর্ম্মচারিগণ কাঁথিতে কয়েকজন বন্দুকধারী পুলিস আমদানী ক'রেছিলেন এবং কাঁথির প্রায় চার হাজার করদাতা নগদ টাকার পরিবর্ত্তে তার তিন চার গুণ মূল্যের অস্থাবর মাল আনন্দচিত্তে গভর্ণমেণ্টকে ছেড়ে দিয়েছিল। সেই মাল ব'য়ে আন্‌বার জন্য সমগ্র কাঁথি মহকুমায় যেমন কুলি মজুর ও গরুর গাড়ী ইত্যাদি কিছুই পাওয়া যায় নি, তেমি সে মালের কিয়দংশ প্রথমে দশ টাকা, পরে চার টাকা এবং শেষে এক টাকায় নিলাম খরিদ ক'রতে, সমগ্র মেদিনীপুর জেলায় একজনও খদ্দের মিলে নি। অবশ্য এ কথা সত্য যে, এই মালক্রোক ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের লোকের হাতে সর্ব্বস্ব তুলে দিয়ে অনেক গরিব লোককে বহুতর কষ্টভোগ ক'রতে হ'য়েছিল—এমন কি, সে কথা মেদিনীপুরের কোনও ঊর্দ্ধতন রাজ-কর্ম্মচারী আমাকে স্পষ্ট ক'রে খুলে লিখেছিলেন; কিন্তু প্রত্যুত্তরে আমি তখন তাঁকে যা' জানিয়েছিলাম তা' এখানে ব'লবো যে, আত্মার পরিত্রাণের জন্য যারা দুঃখকে সুখ ব'লে বরণ ক'রে নিয়েছে, তা'দিগকে কারু দুঃখের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে কি হবে? তবে কাঁথির এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত কিন্তু বীরহৃদয় দরিদ্র ব্যক্তিগণের সঙ্গে [illegible]ভূতি দেখাবার জন্য, কাঁথিতে যতদিন ইউনিয়ন বোর্ড থাকবে ততদিন [illegible] ব্যবহার ক'রবো না ব'লে প্রকাশ্য সভায় প্রতিজ্ঞা ক'রে [illegible]
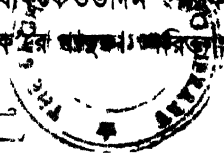
ক'রেছিলাম। আজ সেই পাদুকাবিহীন অবস্থায় পাদুকাবিহীন প্রায় দু'হাজার কয়েদীর মধ্যে এই কারাগারে ব'সে বুঝছি—ভগবান যা' করেন সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য।

(৩)

কলিকাতার কার্য্যক্ষেত্রে যোগদান ক'রবার জন্য, ইতিমধ্যে আমার কাছে তারযোগে এক সংবাদ গিয়েছিল। তখন আমি তমলুক মহকুমার হাঁসচড়া গ্রামে প্রচার ইত্যাদি কার্য্যের জন্য অবস্থান ক'রছিলাম। যথাসম্ভব শীঘ্র কলিকাতায় এলে, জুলাই মাসের মাঝামাঝি আমাকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক নির্ব্বাচন করা হ'য়েছিল। মেদিনীপুরের সমূহ কার্য্য পরিত্যাগ ক'রে হঠাৎ এরূপভাবে কলিকাতায় আস্তে, আমার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। বিশেষতঃ, এক কাঁথি মহকুমা ব্যতীত অন্য কোনও জায়গা থেকে তখন পর্য্যন্ত তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের জন্য বিশেষ কিছু অর্থ সংগ্রহ না হওয়ায়, সে সময় আমি মেদিনীপুরের অন্যান্য মহকুমায় যাবো ব'লে স্থির ক'রেছিলাম। কিন্তু ভারতরঞ্জন চিত্তরঞ্জনের কথা অবহেলা ক'রবার মত আমার যেমন শক্তি ছিল না, তেমি কলিকাতায় থেকে আমার কাঁথির পরিশ্রমক্লান্ত ভগ্ন-স্বাস্থ্যকে কিয়ৎ পরিমাণে উদ্ধার ক'রবার আবশ্যক হ'য়েছিল! তার উপর কর্ম্মকর্ত্তাগণ আমাকে এই অনুমতি দিয়েছিলেন যে, আমি আবশ্যকমত যখন তখন মেদিনীপুর যেতে পার্‌বো। সুতরাং বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হ'য়ে, আমার শক্তি অনুযায়ী আমি আমার কর্ত্তব্য প্রতিপালনে যত্নবান হ'য়েছিলাম। বলা বোধহয় অনাবশ্যক যে, আমার কোন কোন বন্ধু আমাকে কংগ্রেসের নিয়ম অনুসারে মাসিক এক শ' টাকা ক'রে পারিশ্রমিক নেবার জন্য

উপদেশ দেওয়া ও অনুরোধ করা সত্বেও, আমি বিনা পারিশ্রমিকেই এই কার্য্যভার গ্রহণ ক'রেছিলাম।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদকীয় দপ্তরখানায় অধিষ্ঠিত হ'য়ে, কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলাম যে কলিকাতায় এসে স্বাস্থ্যোন্নতির কোনও সম্ভাবনা নেই; কারণ এখানে শারীরিক পরিশ্রম যথেষ্ট না থাকলেও, মানসিক পরিশ্রম এত অধিক ছিল যে তাতে কারো কখন স্বাস্থ্যোন্নতি হ'তে পারে না। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি, সমগ্র বঙ্গদেশের শতাধিক জাতীয় বিদ্যালয়, জেলা, মহকুমা ও গ্রাম্য কংগ্রেসকমিটি সমূহ এবং বহুতর স্বেচ্ছাসেবক দল ইত্যাদির পত্রাদিতে এগার নম্বর ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারের কংগ্রেস আফিস প্রায় পরিপূর্ণ হ'য়েছিল।

আমি সর্ব্বপ্রথমে জাতীয় বিদ্যালয়গুলির দিকেই বিশেষভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রেছিলাম; কেন না আমি বিশ্বাস করি যে বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির দোষে, আমাদের দেশের তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, ধর্ম্মনীতি চরিত্র স্বার্থত্যাগ ও দেশভক্তিতে তাঁদের যে প্রকার উন্নতি লাভ করা উচিত ছিল, সেরূপ উন্নতি লাভ ক'রতে পারছেন না। আমাদিগের দেশের তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যেমন একদিকে আপনাদিগের জাতীয় বা নিজস্ব মঙ্গলজনক যা কিছু তার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা হারিয়েছেন, তেম্নি অন্যদিকে বিজাতীয় বা পরস্ব মঙ্গলজনক বস্তু সমূহকে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারেন নি। আমাদিগের শিক্ষা আমাদিগের কথঞ্চিৎ পরিমাণে জ্ঞান বৃদ্ধি ক'রেছে বটে, কিন্তু সে জ্ঞানকে বাস্তবজীবনে কার্য্যে পরিণত করবার ক্ষমতা বা আন্তরিকতা আমরা আমাদের শিক্ষার ভিতর পাই নাই। বস্তুতঃ, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জ্ঞান বৃদ্ধিও হয় নাই, কেবল অশিক্ষিতদের তুলনায় কতকগুলি

ঘটনা সম্বন্ধে তাঁদের বিদ্যাবৃদ্ধি হ'য়েছে মাত্র; কারণ জ্ঞানবৃদ্ধি হ'য়ে থাক্‌লে, বিদ্যাকে কার্য্যে পরিণত ক'রবার ক্ষমতাও তাঁদের বৃদ্ধি হ'তো। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার ক'রবো যে, বর্ত্তমান অবস্থায় প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা প্রদান ক'রবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমাদিগের হাতে নেই। কিন্তু ক্ষমতা লাভ ক'রতে হ'লে কেবল বক্তৃতার দ্বারা তা লাভ হ'তে পারে না ব'লেই, সংস্থাপিত জাতীয় বিদ্যালয়গুলির সংরক্ষণের দিকে সর্ব্বাগ্রে বিশেষভাবে মনোনিবেশ ক'রতে হ'য়েছিল।

কংগ্রেস আফিসে প্রত্যেক দিন গড়ে তিন ঘণ্টা ক'রে থাক্‌তাম, কিন্তু সেখানে ব'সে কোনও লেখাপড়ার কাজ ক'রবার একেবারেই কোন সুবিধা ছিল না। কেন না আমি আফিসে আসবার পূর্ব্বেই কোন কোন দিন কোন কোন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রবার জন্য আফিসে এসে অপেক্ষা ক'রতেন, এবং কোন কোন দিন যতক্ষণ আমি আফিসে থাক্‌তাম ততক্ষণ সেখানে প্রকৃত পক্ষে ভিড় হ'তো। সেই জন্য জাতীয় বিদ্যালয়গুলির সমূহ কাগজপত্র আমার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে, আমাকে কয়েক দিন রাত্রে দু'তিন ঘণ্টা এবং প্রাতে তিন চার ঘণ্টা ক'রে পরিশ্রম ক'রতে হ'য়েছিল। আমি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির 'ফিনান্স' বা আয় ব্যয় কমিটিরও একমাত্র সম্পাদক নির্ব্বাচিত হওয়ায়, আমাকেই সেই কমিটির নিকট জাতীয় বিদ্যালয়গুলির বিস্তারিত বিবরণ যথাসময়ে উপস্থিত ক'রতে হ'তো। পরিশ্রমের অভাবে কোনও জাতীয় বিদ্যালয়ের সমূহ বিবরণ কমিটির নিকট উপস্থিত ক'রতে না পার্‌লে, সেই বিদ্যালয়ের প্রতি অর্থ-সাহায্য সম্বন্ধে পাছে কোনও অবিচার হয়, সে জন্য আমি সর্ব্বদাই চিন্তিত থাক্‌তাম এবং জাতীয় বিদ্যালয় সম্পর্কীয় সমুদয় কাগজপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ কর্‌তাম।

এইরূপ নানাকারণে অল্পদিনের মধ্যে আমার কাঁথির ভগ্নস্বাস্থ্য

আরো ভেঙ্গে গিয়ে বার বার তিনবার জ্বর হ'য়েছিল, এবং ডাক্তারবাবু ব'লেছিলেন যে আমাকে ম্যালেরিয়ায় ধ'রেছে। বিগত বিশ কিম্বা বাইশ বৎসরের মধ্যে আমি এই প্রথম ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হ'য়েছিলাম, কিন্তু প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে মনুষ্যশরীরকে যখন শেষ পর্য্যন্ত পরাজয়-স্বীকার ক'রতেই হ'বে, তখন বিশেষ কিছুই ভাববার ছিল না। যে কয়দিন শরীর ভাল থাকে, সেই কয়দিনই আমার উপর বিধাতার অযাচিত দান মনে ক'রে, কর্ম্মসাধনায় আপনাকে অধিক তররূপে ডুবিয়ে ফেলতে চেষ্টা ক'রেছিলাম। অবশ্য যে সকল সময়ে আমার শরীর সুস্থ ছিল না, সে সকল সময়ে আমি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি এবং তার আয় ব্যয় কমিটির কার্য্যে একেবারেই যোগদান ক'রতে পারি নি।

তৃতীয় বার জ্বরের পর বেশ একটু অসুস্থ হ'য়ে যখন কংগ্রেস আফিসে যাওয়া আসা বন্ধ ক'রেছি, সেই সময় আলী ভ্রাতাদ্বয়কে যে করাচী প্রস্তাবের জন্য বর্ত্তমানে কারাবাস ক'রতে হ'চ্ছে, কলিকাতায় সভা ক'রে সেই করাচী প্রস্তাব সমর্থন করা আবশ্যক হ'য়েছিল। দেশবন্ধু ম'শায় এই সময় পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থান ক'রছিলেন এবং অন্যান্য কয়েকজন নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিও এ সময় কলিকাতায় ছিলেন না। যাঁরা সদাসর্ব্বদা কলিকাতার সভা মাত্রেই যোগদান ক'রে থাকেন এবং বক্তৃতা করবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করেন, তাঁদের কয়েকজনকেও এই সময় অনুসন্ধান ক'রে পাওয়া যায় নি। এই সময় কেউ কেউ মনে ক'রতো যে, করাচী প্রস্তাব সমর্থন করা ত দূরের কথা, স্পর্শ ক'রলেই আমাদের সর্ব্বনাশ হবে। মহাত্মা ও দেশবন্ধু ম'শায় প্রভৃতি ভারতের সমূহ নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যেই এই করাচী প্রস্তাব সমর্থন ক'রেছিলেন, কিন্তু তা'তেও কারো কারো হৃদয়ে সাহস পরিলক্ষিত হয় নেই। এই অবস্থায়

খেলাফতের পক্ষ থেকে হ্যালীডে পার্কে মৌলানা আব্দুর রৌউফের সভাপতিত্বে কারাচী প্রস্তাব সমর্থনের জন্য যখন সভা হয়, তখন সেই সভায় বাঙ্গালীহিন্দু ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির পক্ষ থেকে আমাকে সে প্রস্তাব সমর্থন ক'রতে হ'য়েছিল; এবং তার কয়েকদিন পরে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যখন মির্জ্জাপুর পার্কে সেই একই উদ্দেশ্যে অন্য একটি সভা হয়, তখন সকলে আমাকে সেই সভার সভাপতি নির্ব্বাচন ক'রেছিলেন।

দুটী সভাতেই সাধারণ লোকের সংখ্যাধিক্য দেখে এবং করাচী প্রস্তাব সমর্থন ক'রবার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ অবলোকন ক'রে, আমি সত্য সত্যই আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়েছিলাম। আমি দুটী সভায় এই এক কথাই বিশেষ ক'রে ব'লেছিলাম যে, পৃথিবীর স্বাধীন জাতি সমূহের রাজ্য রক্ষা কিম্বা সুশৃঙ্খলার সহিত রাজ্য পরিচালনার জন্য, পৃথিবীর সমস্ত পরাধীন জাতিকে দরকার হ'লে তাদের সরল ধর্ম্মবিশ্বাসকে ভ্রমাত্মক ব'লে পরিত্যাগ কিম্বা পরিবর্ত্তন করতে হবে—এতদিন পরে এই বহু পুরাতন কথা নূতন আকারে প্রকাশ্যভাবে সমূহ মানব জাতির সম্মুখে উপস্থিত হ'য়েছে। কেন না কারো স্বাধীনতা কেউ কেড়ে নিলে, তা'র ধর্ম্মগ্রন্থ যদি তা'কে কোন কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হ'তে আদেশ দেয় এবং সে যদি সেই আজ্ঞা প্রতিপালনের চেষ্টা ক'রে, তা' হ'লে তার বিজেতার রাজ্য রক্ষা কিম্বা সুশৃঙ্খলার সহিত রাজ্য পরিচালনার জন্য, তা'কে কারাবাস ক'রতে হবে কিম্বা তার জীবন দান তার প্রায়শ্চিত্ত। অন্যপক্ষে, কোনও পরাধীন ব্যক্তির বেদ এবং উপনিষদ কিম্বা বাইবেলে যদি এ কথা পাওয়া যায় যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন ক'রবার জন্য মনুষ্য হত্যা করা মহাপাপ এবং সে জন্য যদি সে তার স্বাধীনতা অর্জ্জনেও মনুষ্য হত্যা ক'রতে অস্বীকার করে, তা হ'লে যে জাতি তাকে

পরাধীন ক'রেছে সেই স্বাধীন জাতি তাকে হয় তো আইনের দ্বারা বাধ্য ক'রে মনুষ্য হত্যা করাতে পারে। সে যা' হোক্, আমাকে একথা স্বীকার ক'রতেই হবে যে, করাচী প্রস্তাব সমর্থন ক'রে আমি কখনও সন্দেহ করি নি যে আমার কারাবাসের দিন ঘনিয়ে আস্‌ছে।

ক্রমে চট্টগ্রাম ও ফরিদপুর ইত্যাদি জেলায় চণ্ডনীতির প্রাচুর্ভাব হয়। আসাম বেঙ্গল রেলের কর্ম্মচারিগণ চট্টগ্রামের উত্তেজনায় ধর্ম্মঘট করে-ছিলেন ব'লে, প্রথমে চট্টগ্রামের উপরেই ভগবানের আশীর্ব্বাদ বারি গভীরভাবে বর্ষিত হ'য়েছিল। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহনকে কয়েকবার ধরাধরি ও ছাড়াছাড়ির পর, শেষে তিন মাসের জন্য আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে নিয়ে আসে। মৌলবী কাজেম আলি প্রভৃতি চট্টগ্রামের অন্যান্য অনেক স্বনাম-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিও, যতীন্দ্রমোহনের অগ্র-পশ্চাতে চট্টগ্রামের কারাগৃহ পবিত্র করেন। লক্ষাধিক মুসলমান শিষ্যের গুরু ফরিদপুরের পীরসাহেব বাদসা মিঞাও আল্লার ডাকে ডাক্তার সুরেশচন্দ্রের সহিত এক হাত-কড়ায় বাঁধা প'ড়ে, একবৃন্তে দুটী গোলাপ ফুলের মত হিন্দু মুসলমানের একতাকে সৌরভে পরিপূর্ণ ক'রে, এক বৎসরের জন্য কলিকাতার দিকে অগ্রসর হন। অল্পে অল্পে পূর্ব্ববঙ্গের অন্য কয়েকটী জেলার এখানে ওখানে, রণচণ্ডীর করালমূর্ত্তি অন্ধকার আকাশের গায় বিজলীর মত থেকে থেকে উঁকি ঝুঁকি মার্‌তে আরম্ভ করে। দিনে দিনে স্পষ্টই বুঝ্‌তে পারা যায় যে, যুবরাজের ভারত আগমনের দিন যতই নিকটবর্ত্তী হ'চ্ছিল, দমন-নীতির ভীতি-বিভীষিকা বসন্ত কিম্বা প্লেগের মত ততই এদেশবাসীর গ্রামে গ্রামে ছ'ড়িয়ে প'ড়ছিল।

ইতিমধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উক্তি থেকে অবগত হ'য়ে আশ্চর্য্য কিন্তু সুখী হ'য়েছিলাম যে, বাংলার প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছাত্র গভর্ণমেণ্টের স্কুল

কলেজের সঙ্গে অসহযোগ ক'রে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে সবিশেষ চিন্তিত ক'রে তুলেছেন। আশ্চর্য্য হ'য়েছিলাম এই জন্য যে, পঞ্চাশ হাজার ছাত্রের মধ্যে আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতে খুব বেশী পনর হাজার ছাত্র স্থান নিয়েছিল; তা' হ'লে বাকী ত্রিশ হাজারের উপর ছাত্র গেল কোথায়? সুখী হ'য়েছিলাম এই জন্য যে, যে আন্দোলনের প্রথম কযেক মাসের মধ্যে প্রায় দু'লক্ষ ছাত্রের ভিতর পঞ্চাশ হাজার ছাত্র গভর্ণমেণ্টের স্কুল কলেজ ছেড়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে আন্দোলন মানবপরিচালিত আন্দোলন হ'তে পারে না—তাহা নিশ্চয়ই ভগবান প্রেরিত কোনও স্বর্গীয় আন্দোলন হবে। সুতরাং স্যার আশুতোষের নূতন সংবাদে চণ্ডনীতির বিপুল আয়োজনেও ফলাফল সম্বন্ধে সদ্য ভীত বা চিন্তিত হবার কোনও কারণ দেখেছিলাম না। কেন না আমি চিরদিনই এই বিশ্বাস ক'রে এসেছি যে, যে দেশের ছাত্রসমাজ অচল অটল থাকে, সে দেশে চণ্ডনীতির পিতামহও কস্মিনকালে কোনও অমঙ্গল বা অনর্থ ঘটাতে পারে না।

কিন্তু আমি ব'লছিলাম কি যে—শেষে যুবরাজের বোম্বাই পদার্পণের সময় উপস্থিত হ'য়েছিল। এখন, কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি বহুপূর্ব্ব থেকে স্থির ক'রে দিয়েছিলেন যে, যে দিন যুবরাজ ভারতবর্ষে পদার্পণ ক'রবেন, ভারতবর্ষের আবাল-বৃদ্ধ বনিতাকে সে দিন হরতাল ক'রতে হবে। বলা বাহুল্য যে যুবরাজকে ব্যক্তিগতভাবে কোনও অশ্রদ্ধা কিম্বা ঘৃণা প্রদর্শনের জন্য কেউ যে এ কার্য্যে ব্রতী হ'ন নি, সে কথা বার বার সর্ব্বত্র প্রচার করা হ'য়েছিল। কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি ইহাও ব'লে দিয়েছিলেন যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিকে এই হরতালের সুবন্দোবস্তের ভার নিতে হবে। সুতরাং বাংলার হরতালের কর্ম্মভার

আমি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক ব'লে, আমার উপরে এসে প'ড়েছিল।

১৭ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার প্রাতে যুবরাজের বোম্বাই বন্দরে পদার্পণ করবার বন্দোবস্ত ছিল ব'লে, তার কয়েক দিন পূর্ব্বে আমি সংবাদপত্রে বাংলাদেশের সমস্ত জেলা এবং স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিকে সেই তারিখে হরতাল ক'রবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম, এবং যতদূর স্মরণ হয়, সে সময় প্রত্যেক জেলা কংগ্রেস কমিটিকেও এ সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখেছিলাম। হরতালের দিনে কা'কে কি ক'রতে হবে, সে সম্বন্ধে যে কয়েক সহস্র ছাপান নোটিশ বাংলার নানাস্থানে বিতরিত হ'য়েছিল, তা'তেও আমার সম্মতিমতে আমার নাম ছিল না -এমন কি, তার পাণ্ডুলিপি শেষ পর্য্যন্ত কিরূপ আকার ধারণ ক'রেছিল তাও আমি জান্‌তাম না। আমি শুনেছি, এই নোটিশের দরুণ পল্লীগ্রামে হরতালের কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হ'য়েছিল, এবং সেই জন্য আমার স্পষ্ট ক'রে স্বীকার করা আবশ্যক হ'য়েছে যে, সে সুনামের ভাগী আমাদের কংগ্রেসের 'পাব্লিসিটি বোর্ড' বা প্রকাশবিভাগ এবং তাঁর সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ম'শায়। ১৭ই নবেম্বর তারিখে কলিকাতায় কিরূপ হরতাল হয়েছিল তা কারো অবিদিত নেই, কিন্তু একথা সত্য যে কলিকাতার সেই হরতালের বন্দোবস্তের জন্য আমার একেবারেই কোন হাত ছিল না ব'ল্লে হয়। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ও কলিকাতা খেলাফতের কর্ত্তাগণ সেজন্য প্রাণপণ ক'রে পরিশ্রম ক'রেছিলেন।

কিন্তু তার পরদিন ১৮ই নভেম্বর প্রাতে যখন চৌরঙ্গীর বিখ্যাত 'ভারতবন্ধু' সম্মুখের ট্রাম ডিপো কাঁপিয়ে তারস্বরে জিজ্ঞেস ক'রেছিল— বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক কে?—তখনই বুঝে'ছিলাম

যে এইবারে সত্যই আমার দিন শেষ হ'য়ে এসেছে। কারণ লোকে ব'লে থাকে যে সারা বাংলাদেশে যত 'ভারতবন্ধু' আছে, তন্মধ্যে চৌরঙ্গীর 'ভারতবন্ধু' সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অশুভজনক—তার বক্রদৃষ্টি কারো উপর নিপতিত হ'লে, তাকে বিপদে পড়তে হবেই হবে। ব'লতে কি, সেইদিনই আমার কোন কোন বন্ধু আমাকে সে কথা বিশেষ ক'রে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

সেদিন রাত্রি আন্দাজ বারটার সময় যা' ঘ'টেছিল, তাতে 'ভারতবন্ধুর' বক্রদৃষ্টির তীব্রতা দেখে বিস্মিত না হ'য়ে থাকতে পারি নি। তখন আমি আমার কলিকাতার বাসায় গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম। হঠাৎ কি একটা শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেলে শুনতে পেলাম যে, আমার কোন পরিচিত বন্ধু নীচে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে আমাকে কি জানি কেন ডাকাডাকি ক'রছেন। তাড়াতাড়ি সুইচ খুলে আলো জ্বেলে চোখ রগড়াতে রগড়াতে নীচে গিয়ে দরজা খুলতে না খুলতেই তিনি আমাকে যা ব'লেছিলেন, তার সারমর্ম্মটুকুই আমার স্মরণ আছে এবং তা'ই আমি এখানে ব'লবো।

তিনি ব'লেছিলেন—আমাদের কংগ্রেস আফিস ও খেলাফত আফিসে খানাতল্লাসী আরম্ভ হ'যেছে, দেশী ও বিদেশী পুলিশে কংগ্রেস আফিস ঘিরে র'যেছে এবং খুব সম্ভব আমাকে গ্রেপ্তার ক'রবার জন্য গ্রেপ্তারি পরওয়ানা নিয়ে পুলিশ শীঘ্রই আমার বাসায় আসছে; কারণ তিনি এইমাত্র ভবানীপুর থানা থেকে কয়েকজন সার্জ্জেণ্ট ও প্রায় কুড়ি জন কনেষ্টবলকে আমার বাসার দিকে আসতে দেখে এসেছেন। তিনি আরো ব'লেছিলেন যে, দেশবন্ধু ম'শায়ের মোটরে চ'ড়েই তাঁর বাড়ী থেকে তিনি আমার এখানে আসছেন এবং দেশবন্ধু ম'শায়ও খানাতল্লাসী ও আমার গ্রেপ্তারের সম্ভাবনার সংবাদ অবগত আছেন।

শেষে তিনি আমাকে একথও তাড়াতাড়ি জান্‌তে দিয়েছিলেন যে, যদি বিষয় সম্পত্তির বন্দোবস্তের জন্য দু'একদিনের মত আমার কোথাও স'রে যাবার ইচ্ছা থাকে, তা' হ'লে তিনি আমার জন্য সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবস্থা ক'রতে পারেন। তাঁর বর্ণনা শুন্‌তে শুন্‌তে আমার দু' চোখ কেন—সর্ব্বাঙ্গ থেকে সমস্ত ঘুম কোথায় পালিয়ে গিয়েছিল।

আমি সংক্ষেপে তাঁকে কেবল এই ব'লছিলাম যে, আমি প্রস্তুত আছি এবং আমার কোথাও স'রে যাবার ইচ্ছা বা আবশ্যক নেই। তারপর আমি ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ ক'রে আলো নিবিয়ে উপরে গিয়ে বিছানায় প'ড়ে প্রতিমুহূর্ত্তে পুলিসের পদশব্দের অপেক্ষা ক'রেছিলাম। বন্ধুবর মুহূর্ত্তের মধ্যে কংগ্রেস আফিসের দিকে চ'লে গেলে, কলিকাতার পৈশাচিক নির্জ্জনতা সেই গভীর রাত্রে মূর্ত্তিমান হ'য়ে আমার শ্রুতিপথে ফুটে উঠেছিল। আমার সঙ্গে আমার বন্ধুবরের কি কথা হ'য়েছিল, তা' আমার বাসার কা'কেও স্পষ্ট ক'রে খুলে না বলায়, আমার বাসার সকলেই আবার নিশ্চিন্তমনে শীঘ্র শয়নের কোলে ঢ'লে প'ড়েছিলেন।

এ পৃথিবীর কেহ সে দৃশ্য না দেখলেও, এই স্রোতের তৃণ সে সময় বিছানায় শুয়ে কিরূপ এক মহান্ অব্যক্ত অচিন্তনীয় স্রোতরাশির মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিল, তা' সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী ভগবান দেখেছেন। প্রায় আধ ঘণ্টা কাল এইরূপে কেটে গেলে শুন্‌লাম—একখানি 'ট্যাক্সি' এসে আমার বাড়ীর সমুখে দাঁড়ালো এবং তারপর একজন বাঙ্গালী আমার নাম ক'রে আমাকে ডাক্‌তে আরম্ভ ক'রলেন। আমি মনে ক'রলাম, লালবাজার পর্য্যন্ত এত রাত্রে হেঁটে যেতে কষ্ট হবে ব'লে, পুলিস তাদের এবং আমার উভয়ের সুবিধার জন্য একেবারে একখানা 'ট্যাক্সি' নিয়ে এসেছে। আমি ধীরে ধীরে বিছানা থেকে উঠে অন্ধকারে খদ্দরের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত ক'রলাম—কেন না পবিত্র স্বরাজ-আশ্রমে

অন্য কোনও অপবিত্র বস্ত্র পরিধান করা উচিত হবে না—এবং নিতান্ত নিষ্ঠুর ও মিথ্যাবাদীর মত কংগ্রেস আফিসের খানাতল্লাসিতে যাচ্ছি ব'লে, অন্ধকারেই দরজা খুলে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম।

বিগত সাত বৎসর ধ'রে যে হরিশ মুখার্জ্জি রোডে দিবারাত্রি অবস্থান ক'রে এসেছি, আজ মনে হ'লো—সেই বহু পুরাতন হরিশ মুখার্জ্জি রোড সম্পূর্ণ নূতন আকার ধারণ ক'রেছে। মনে হ'লো, তার অতি সাধারণ আলোকমালা থেকে আজ যেন কি এক অসাধারণ স্নিগ্ধশীতল দিব্যজ্যোতিঃ বিকীর্ণ হ'য়ে পার্শ্বস্থিত অট্টালিকা সমূহ বিধৌত ক'রে দিচ্ছে। আরো মনে হ'লো, তার সনাতন শুষ্ক কঠিন বন্ধুর বক্ষ আজ আমার নগ্নপদের নিম্নেও সাতিশয় নব্য সরস কোমল ও সমতল হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু স্বীকার ক'রছি, হঠাৎ যখন মনে প'ড়েছিল, আমার অশীতিপর বৃদ্ধা গর্ভধারিণী মাতাঠাকুরাণী আমার এই শুভ যাত্রার সংবাদ শুনে কি মনে ক'রবেন, তখন ক্ষণকালের জন্য জন্মভূমি ও প্রকৃতির সেই স্বর্গীয় সম্মোহন মূর্ত্তি আমার পার্থিব নয়নযুগলের সমুখ থেকে কোথায় স'রে গিয়েছিল। তবে একথাও সত্য যে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমার ও আমার জননীর জননী স্বর্গাদপি গরীয়সী মা জন্মভূমির মূর্ত্তি আবার আমার স্মৃতিপথে ভেসে এসেছিল এবং রোমাঞ্চিত কলেবরে হৃদয়ের হৃদয়ে কি জানি কি জন্য হঠাৎ অনুভব ক রেছিলাম, কে যেন আমাকে কোথা থেকে ব'লছেন—

'বৎস! অগ্রসর হও, তোমার উদ্যোগপর্ব্ব শেষ হ'য়েছে।'

যাত্রা পর্ব

'Have faith, then, O ye that suffer for the noble cause, apostles of a Truth that even today the world ignores, ye soldiers of the holy battles which the world condemns and calls rebellious. To-morrow, perhaps, that world, today incredulous or careless, will bow with fervour before you. To-morrow, victory will crown your crusading banner. Onward in faith, and fear not. That which Christ did Humanity can do. Believe, and you will conquer. Believe, and the peoples will end by following you. Believe, and act. Action is the word of God : passive thought is but its shadow. Those who sunder Thought and Action dismember God, and deny the eternal unity of things.'

—*Joseph Mazzini*—

(১)

যে বাঙ্গালী ভদ্রলোকটী আমাকে ডেকেছিলেন, দেখ্‌লাম আমার অপেক্ষায় তিনিও রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। অদূরে একখানি ভাড়াটে হাওয়া গাড়ীতে আরো দু'জন ভদ্রলোককে দেখ্‌লাম, কিন্তু তাঁদের কেউ বাঙ্গালী কি না ঠিক ক'র্‌তে পার্‌লাম না। কা'রু পোষাক পুলিসের পোষাকের মত নয় দেখে মনে হ'লো, এতরাত্রে কেউ 'ইউনিফরম্‌' প'রে আসা আবশ্যক মনে করেন নি। বাঙ্গালী ভদ্রলোকটী আমার দিকে একটু এগিয়ে এসে আমাকে ব'ল্‌লেন—কংগ্রেস আফিসে খানা তল্লাসি হ'চ্ছে,

সেখানে আফিসের চাপরাসী এক মতিলাল ব্যতীত আর কেউ নেই, চাবি না পেয়ে পুলিস আলমারী ও বাক্স ইত্যাদি ভেঙ্গে ফেল্‌বে ব'ল্‌ছে ; এবং সেজন্য তিনি আমাকে এগার নম্বরে নিয়ে যেতে এসেছেন।

আইন ব্যবসায়ের এম্নি গুণ যে, ব্যবহারাজীবিগণ সচরাচর বিনা কারণে কিম্বা অতি অল্প কারণে যা'কে তা'কে অবিশ্বাস করে। সে জন্য হো'ক্ কিম্বা প্রায় আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে আমার একজন বন্ধু আমাকে যে সংবাদ দিয়েছিলেন সেই সংবাদের দরুণ হো'ক্, আমার তৎক্ষণাৎ মনে হ'য়েছিল—ভদ্রলোকটী নিশ্চযই পুলিসের লোক, তবে কি জানি কেন আমাকে আমার বাড়ীর সমুখে গ্রেপ্তার না ক'রে হয পথে নয কংগ্রেস আফিসে কাজ শেষ ক'রবেন ঠিক ক'রেছেন এবং তাই মিষ্টি কথায় ও খানাতল্লাসির অছিলায়, আমাকে আমার বাসার সমুখ থেকে সরিয়ে নিযে যাবার চেষ্টায আছেন। অতি ক্ষীণভাবে মুহূর্ত্তের জন্য একথাও মনের মধ্যে উদয় হ'য়েছিল যে, হয়তো কা'কেও কিছু জান্‌তে না দিয়ে গভর্ণমেণ্ট আমাকে বিনা বিচারে কোথাও উধাও ক'রে দিবার মতলব এঁটেছে। কিন্তু লোকে যেমন কথায় বলে—'নেংটার আবার বাটপাড়ের ভয়।'—আমারও সেইরূপ মনে হ'য়েছিল যে, যে পালাবার সুযোগ পেয়েও পালায় নি, অধিকন্তু অন্ধকারে শুদ্ধ ও পবিত্র খদ্দর প'রে কারাগারে যাবার জন্য স্বেচ্ছায় মধ্যরাত্রে রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছে, তার আবার এখান ওখান কিম্বা বিচার অবিচার কি ? আমি সংক্ষেপে 'আসুন' ব'লে 'ট্যাক্সিতে' উঠে ব'স্‌লে, তিনিও আমার পাশে এসে উপবেশন ক'র্‌লেন।

ভাড়াটে মোটর খানির প্রকৃত অবস্থার দিকে এতক্ষণে আমার দৃষ্টি প'ড়লো। দেখ্‌লাম গাড়ীখানি পুরাতন এবং জীর্ণ—এত জীর্ণ যে তা'কে মেরামতখানা থেকে টেনে নিযে আসা হ'যেছে ব'লে মনে হ'লো। তার 'মীটার' পর্য্যন্ত ছিল না। হঠাৎ মনের মধ্যে আবার এক নূতন

ধরণের প্রশ্ন ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লো—‘তবে কি এঁরা পুলিসের লোক নন্?’ ভদ্রলোকটীকে এবারে আমি স্পষ্ট ক’রে জিজ্ঞেস ক’রলাম—তিনি কি করেন, কোথায় থাকেন এবং কংগ্রেস আফিসের খানাতল্লাসির কথা তিনি জান্‌লেন কেমন ক’রে? তিনি ব’ল্‌লেন—তিনি ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজের একজন ছাত্র এবং তিনি এগার নম্বরেই কিছুদিন থেকে অবস্থান ক’রছেন। পুলিস এলে তাঁকেই প্রথম গেটের দরজা খুলে দিতে হ’য়েছিল।

আমি আগে থেকেই জান্‌তাম, আমাদের এগার নম্বরে ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজের অনেকগুলি ছাত্র বহুদিন যাবৎ অবস্থান ক’রছে। সুতরাং আমার মনটা যে কথঞ্চিৎ সুস্থ ও শান্ত হ’য়েছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হ’তে পেরেছিলাম না। তাঁকে আবার প্রশ্ন ক’রেছিলাম—পুলিসের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় তাঁর কি মনে হয়েছিল, তা’দের কাছে আমার গ্রেপ্তারি পরওয়ানা আছে ও আমি আফিসে গেলে তা’রা আমাকে গ্রেপ্তার ক’রতে পারে? ভদ্রলোকটী ব’লেছিলেন—পুলিসের একজন সাহেব ও একজন বাঙ্গালী বাবু আমার কথা দু’একবার জিজ্ঞেস ক’রেছিল এবং সেই জন্য তাঁর সন্দেহ হয়, আমি আফিসে গেলে আমাকে হয়তো তারা ছেড়ে দেবে না। তিনি একথাও আমাকে জানিয়েছিলেন যে, খুব সম্ভব আমার পরওয়ানায় কংগ্রেস আফিসের ঠিকানা দেওয়া আছে। এতক্ষণে আমি পরিষ্কার ভাবে বুঝেছিলাম, ভদ্রলোকটীকে অযথা সন্দেহ ক’রে অন্যায় ক’রেছি; কিন্তু তাঁর সংবাদ ও সন্দেহে মনটা আবার এতদূর চঞ্চল হ’য়ে উঠেছিল যে, আমার মনের গোপন পাপের কথা তাঁকে জানিয়ে তাঁর কাছে তখন ক্ষমা প্রার্থনা ক’রতে ভুলে গিয়েছিলাম। ভদ্রলোকটী স্বতঃপ্রবৃত্ত হ’য়ে আমাকে একথাও জিজ্ঞেস ক’রেছিলেন যে, যদি আমাকে

সত্যই কংগ্রেস আফিসে গ্রেপ্তার করে, তাহ'লে কা'কে কা'কে সংবাদ দিলে আমার বিষয় সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত হবে এবং প্রত্যুত্তরে আমি দু'জন লোকের নাম ও ঠিকানা বল্লে, তিনি তাঁর একখানি ছোট নোট বইতে সেগুলি লিখে নিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে আমাদের পক্ষীরাজ কিন্তু ভগ্নপক্ষ ভাড়াটে মোটর গাড়ী-খানি, চাউলপটি রোডের সমুখে এসে উপস্থিত হ'য়েছিল। এই সময় হঠাৎ আমার স্মরণ হয় যে কংগ্রেস আফিসে গিয়ে ধরা দিবার পূর্ব্বে, বাংলার নেতা ও বাঙ্গালীর প্রাণ ভারতবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে আমার একবার দেখা ক'রে যাওয়া উচিত। সেই জন্য আমারই ইঙ্গিতে চাউলপটি রোডের ভিতর দিয়ে ১৪৮ দক্ষিণ রসারোডের দিকে, আমাদের ভাড়াটে মোটর গাড়ীখানির গতি অবিলম্বে পরিবর্ত্তিত হ'য়েছিল। চাউলপটি রোডের মাঝামাঝি এসে দেখেছিলাম, দক্ষিণ কলিকাতার নূতন কংগ্রেস আফিস ঘিরে কতকগুলি দেশী কনেষ্টবল এবং কয়েকজন বিদেশী সার্জ্জেণ্ট দাঁড়িয়ে আছে। বুঝেছিলাম—ভবানীপুর থানা থেকে আমার বাসার দিকে যে সকল পুলিস আস্‌ছে ব'লে সেদিন রাত্রে সর্ব্বপ্রথম জনৈক বন্ধুর নিকট শুনেছিলাম, তারা এইখানে এসে দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির আফিস খানাতল্লাসি ক'রছে।

ক্রমে ১৪৮ নম্বরের সমুখে এসে আমাদের গাড়ীখানি দাঁড়ালে উপরে গিয়ে দেখেছিলাম, দেশবন্ধু ম'শায় সপরিবারে বহু পূর্ব্ব থেকে জাগ্রত হ'য়েছেন। সকলের সঙ্গে কথা ব'লে জেনেছিলাম যে, তৎপূর্ব্ব দিবসের হরতালের দরুণ গভর্ণমেণ্ট একেবারে তালকানা হ'য়ে গিয়ে কলিকাতার যাবতীয় কংগ্রেস ও খেলাফৎ আফিস খানাতল্লাসি ক'রছেন, এবং আমাকে সেই রাত্রে গ্রেপ্তার ক'রবার জন্য পরওয়ানা বেরিয়েছে ব'লে সকলে অনুমান করেন। আমি কংগ্রেস আফিসে যাবার পথে তাঁর সঙ্গে

একবার সাক্ষাৎ ক'রতে এসেছি শুনে, কেউ কেউ আমাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে আমি আফিসে গেলেই আমাকে গ্রেপ্তার ক'রতে পারে। আমি তা'র জন্য প্রস্তুত হ'য়ে এসেছি ব'লে, মহাপ্রাণ দেশবন্ধু ম'শায় আমাকে কি ব'লেছিলেন, তা' এখনো আমার কর্ণকুহর পবিত্র ক'রে র'য়েছে। তিনি একবার নয় বার বার তিনবার আমাকে জিদ ক'রে ব'লেছিলেন, তিনি আমাকে একলা সেই অবস্থায় কিছুতেই আফিসে যেতে দিতে পারেন না—তিনিও আমার সঙ্গে আফিসে যাবেন। কিন্তু আজ হোক্ কাল হোক্ আমার গ্রেপ্তার অনিবার্য্য ব'লে তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে, শেষে আমি একাই সেই হাওয়া গাড়ীতে চ'ড়ে কংগ্রেস আফিস অভিমুখে যাত্রা করেছিলাম।

গাড়ীখানি অল্প বিস্তর ধূমউদ্গীরণ ক'রতে ক'রতে কম্পিত বক্ষে যখন কলিকাতার অজগর সর্প সদৃশ বিরাট রাজপথ ব'য়ে ভবানীপুর থেকে বৌ-বাজারের দিকে অগ্রসর হ'চ্ছিল, তখন আমার স্পন্দিত হৃদয়ের দু'একটা গোপন কথা প্রধূমিত হ'য়ে নয়নের পথে যে ঝ'রে পড়ে নি, সে কথা আমি ব'লতে পারবো না। গোলাপে কণ্টকের মত, আদর্শের পশ্চাতে বাস্তব চিরদিনই এইরূপ মানবের মনে লুকোচুরি খেলে থাকে। আমি তা'তে এতটুকুও দুঃখিত হই নি—বরং সুখী হ'য়ে ছিলাম। কারণ আমি দেখেছি, বিশুদ্ধ আদর্শে মানুষ যেমন শুষ্ক নীরস হৃদয়হীন হ'য়ে যায়, তেম্নি অবিমিশ্র বাস্তব মানুষকে অবিবেচক দুর্ব্বল পঙ্গু ক'রে ফ্যালে। প্রকৃত পক্ষে, আদর্শ ও বাস্তবের সংগ্রামে মনুষ্য হৃদয়ে যে তথাকথিত হলাহল নিঃসৃত হয়, তাহাই দেবাদিদেব মহাদেবের অমৃত—যে সে জিনিষকে অমৃত ব'লে প্রাণভ'রে পান ক'রতে পেরেছে, সে-ই স্বর্গ দেখেছে কিম্বা স্বর্গ কা'কে বলে বুঝেছে।

স্বর্গ অন্য কোথায়ো আছে কিনা ঠিক জানিনে, তবে আমার এই

হৃদয়ের ভিতর আমি যে মাঝে মাঝে এক রকমের আনন্দ অনুভব করি, তা' যে অপার্থিব তা'তে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই—এমন কি, তা' যে স্বর্গীয় নয় সে কথা ব'লবারও আমি কোন প্রমাণ অনুসন্ধান ক'রে পাই নি। এই জন্যই সেদিন সে সময়ে সেই হাওয়া গাড়ীর উপর বাস্তবের তাড়নায় হৃদয় শতধা হ'য়ে ভেঙ্গে বারিবিন্দুতে পরিণত হ'লেও, আদর্শের প্রহেলিকায় সেই ভগ্ন হৃদয়ই আবার স্রোতস্বতীর মত উচ্ছ্বাসে আবেগে হেলে দুলে নেচে গ'লে ঝ'রে প'ড়ছিল। কে জানে তখন আমার এক চক্ষু দিয়ে দুঃখের বারি এবং অন্য চক্ষু দিয়ে আনন্দাশ্রু নির্গত হ'চ্ছিল কিনা! সাহস ক'রে কে ব'লবে যে তখন আমার দু' চক্ষু দিয়ে একই সময়ে দুঃখ ও আনন্দের সম্মিলিত আনন্দধারা আমার গণ্ড ব'য়ে ঝ'রে প'ড়ে নি!

কিন্তু ব'লছিলাম কি যে—আমাদের হাওয়া গাড়ীখানি একে একে রসারোড, এলগীন রোড ও ওয়েলেসলি রোড ইত্যাদি পার হ'য়ে, শেষে এগার নম্বর ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারে এসে উপস্থিত হ'য়েছিল। সেখানে কংগ্রেস আফিসের চাপরাসী মতিলাল ব'লেছিল, আলমারী ও বাক্স ইত্যাদির চাবি ভেঙ্গে আমাদের প্রায় সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে পুলিস ইতিমধ্যে তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র ম'শায়ের বাড়ীর দিকে চ'লে গেছে। তা'কে জিজ্ঞেস ক'রে একথাও অবগত হ'য়েছিলাম যে, পুলিস তাকে আমার গ্রেপ্তারি পরওয়ানা দেখায় নি এবং আমার গ্রেপ্তার সম্বন্ধে কোন কথা বলেনি। কে একজন এ সময় ব'লেছিল, আমি যখন এগার নম্বরে রাত্রি যাপন করি নি, তখন আমার নামের 'ওয়ারেণ্ট' সেখানে রাত্রে আসবে কেন?—হয়তো আমার বাসায় সেটাকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। তা'ও হ'তে পারে ব'লে ক্ষণকালের জন্য মনে হ'য়েছিল বটে, কিন্তু একথা সত্য নয় যে সে ধারণাকে আমি অনেকক্ষণ আমার হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলাম

কে যেন ভিতর থেকে আমাকে এ সময় ব'ল্‌তে সুরু ক'রেছিল যে সে রাত্রে আমাকে আর কেউ গ্রেপ্তার ক'রবে না, কারণ কংগ্রেস আফিসের সকল কাগজ পত্র অনুসন্ধান ক'রে আমি কি অপরাধ ক'রেছি সেটা ঠিক্ না হ'লে আমাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভবপর নয়। এরূপ অবস্থায় প'ড়লে সকলের মন যেমন হয়, আমারও মনটা ঠিক সেই রকম হ'য়েছিল। ঝড় কেটেছে অথচ আকাশ পরিষ্কার হয় নি—মেঘের অবস্থা দেখে মনে হয় যে আবার ঝড় এলেও আস্‌তে পারে, আমার মনের অবস্থা অনেকটা সেই রকম আকার ধারণ ক'রেছিল।

যা' হোক্, এর পর আর পরওয়ানার পেছনে অনুসরণ না ক'রে, আমার পেছনে পরওয়ানাকে অনুসরণ ক'রবার অবাধ অধিকার দিয়েছিলাম এবং অদূরে বন্ধুবর চন্দ্র ম'শায়ের বাড়ীতে পুলিস কি ক'রছে দেখবার জন্য সে দিকে গিয়েছিলাম। সেখানে সুভাষ বাবু ও নির্ম্মল বাবু প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'য়েছিল এবং পুলিসকেও মধ্য কলিকাতা কংগ্রেস আফিস খানাতল্লাসির জন্য সেখানে অপেক্ষা ক'রতে দেখেছিলাম। তারপর উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস আফিস ও বড়বাজার কংগ্রেস আফিসে গিয়ে জ্ঞাত হ'য়েছিলাম, খানাতল্লাসি ক'রে সে দু' যায়গা থেকে পুলিস ইতিমধ্যে চ'লে গিয়েছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক খেলাফৎ আফিসে গিয়েও দেখেছিলাম, পুলিস তখনও খেলাফৎ আফিস খানাতল্লাসি ক'রছে। রাত্রি প্রায় সাড়ে তিনটের সময় দেশবন্ধু ম'শায়ের বাড়ীতে ফিরে এসে দেখেছিলাম, তিনি সপরিবারে তখনো জেগে আছেন।

আমাকে এতক্ষণ পুলিসে গ্রেপ্তার করে নি শুনে, তিনি আনন্দ প্রকাশ ক'রেছিলেন। শেষে রাত্রি প্রায় চারটের সময় বাসায় ফিরে এসে বাসার সমুখে একটীও সার্জ্জেণ্ট কিম্বা লালপাগড়ীকে দেখ্‌তে না পেয়ে বুঝেছিলাম, সেবারকার যাত্রা সত্যই নিষ্ফল হ'লো। এই নিষ্ফল যাত্রা

ভবিষ্যতের পক্ষে শুভ কিম্বা অশুভ সে কথা চিন্তা ক'রতে ক'রতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই চির বিরামদায়িনী নিদ্রাদেবীর কোলে ঢ'লে প'ড়েছিলাম।

(২)

পরদিন ১৯শে নভেম্বর বেলা দশটার সময় বোম্বাই মেলে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ ম'শায়ের আমেদাবাদ যাবার কথা ছিল, সেই কারণে বিছানা থেকে উঠেই তাঁর ওখানে গিয়েছিলাম। সেখানে বাংলা গভর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছা সেবক সম্বন্ধে ১৮ই নভেম্বর তারিখের সুবিখ্যাত ঘোষণা পত্রখানি সংবাদ পত্রে প'ড়ে অবগত হ'য়েছিলাম, এদেশের রাজপুরুষগণের সিংহাসন এতদিনে সত্য সত্যই ট'লেছে। আমাদের এখন কর্ত্তব্য কি, সেই কথা আলোচনা ক'রবার জন্য ক্রমে কলিকাতার অনেক সুপরিচিত হিন্দু ও মুসলমান অসহযোগী, দাশ ম'শায়ের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'য়েছিলেন।

দাশ ম'শায় সকলকে বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়েছিলেন—তিনি কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির একটী সভায় যোগদান ক'রবার জন্য সেদিন বেলা দশটার সময় আমেদাবাদ রওনা হবেন, আমাদের এই ঘোষণা পত্র সম্বন্ধে কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির অভিমত কি তা' জেনে তিনি সাত দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন, এবং তিনি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত এই ঘোষণা পত্র সম্বন্ধে কেউ যেন এখানে কিছু না করেন। তিনি একথাও সকলকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, আমাদিগকে এসম্বন্ধে কিছু না কিছু নিশ্চয়ই ক'রতে হবে; কিন্তু সেকাজ সকলে একত্র ভাবে চারদিক থেকে একসঙ্গে ক'রলে যত সুবিধা হবার সম্ভাবনা আছে, তা' পৃথক পৃথক ভাবে পৃথক পৃথক স্থানে ক'রলে তত সুবিধা হবার একেবারে কোন সম্ভাবনা নেই। দাশ ম'শায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির

সভাপতি ছিলেন ব'লে, আমি তদীয় সম্পাদক তাঁর অভিপ্রায় ভাল ক'রে বুঝে নিয়েছিলাম। পরে তিনি আমেদাবাদ যাবার জন্য ষ্টেশনে রওনা হ'লেন দেখে, আমি আমার বাসায় ফিরে এসেছিলাম।

তখনও স্নানাহারের সময় উপস্থিত হয় নি। গত রাত্রের যাবতীয় ঘটনা ও সে দিনকার প্রকাশিত বাংলা গভর্ণমেণ্টের ঘোষণা পত্রখানি পর্য্যালোচনা ক'রতে ক'রতে মনে হ'লো, এখন যে কোন মুহূর্ত্তে আমার গ্রেপ্তার হ'তে পারে—এমন কি, সেদিন রাত্রেই আমাকে যে কেন গ্রেপ্তার করবে না তার কোনও কারণ অনুসন্ধান ক'রে পেলাম না। সুতরাং স্বরাজ-আশ্রমে যাবার পূর্ব্বে দয়াময়ের দয়ায় সময় পেয়েছি দেখে, আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে একখানি উইল সম্পাদন ক'রবার ইচ্ছা হ'লো। আমার নীচের আফিস ঘর সে সময় নির্জ্জন ছিল ব'লে, দরজা বন্ধ ক'রে তা'তেই সে জন্য যায়গা ক'রে নিলাম।

শুনেছি এ সংসারে এমন অনেক লোক আছে, যারা শীঘ্র ম'রে যাবার ভয়ে উইল সম্পাদন ক'রতে চায় না; আমার কিন্তু তেমন কোন ভয় বা ভাবনা পরিলক্ষিত হ'লো না। আমার কেবল এই কথা মনে হ'তে লাগ্‌লো—আমি তো আমার অজ্ঞাতসারে কা'রো প্রতি কোনও অবিচার বা অন্যায় ক'রছি না? কত কর্ত্তব্যের কথা—কত স্নেহের বারতা—কত যুগযুগান্তরের ব্যথা মনের উপর দিয়ে ভেসে গেল। কত সামাজিক নিষ্ঠুরতা—কত স্বার্থের উৎপীড়ন—কত শিক্ষার অসম্পূর্ণতা আমার হৃদয়ের মধ্যে জীবন্ত হ'য়ে জেগে উঠ্‌লো। দেখ্‌লাম, ভ্রমর কৃষ্ণ কয়লার খনিতে উজ্জ্বল হীরক খণ্ড ফুটে র'য়েছে এবং আমাকে আমার কর্ত্তব্য প্রতিপালনের জন্য ইঙ্গিতে আহ্বান ক'রছে। বুঝলাম, এই ঘোর কলিতে রক্ত ও স্নেহের বন্ধনের মত কঠিন বন্ধন রামায়ণের যুগেও এদেশে ছিল কি না সন্দেহ। স্পষ্টই অনুভব ক'রলাম—এবং অনুভব ক'রে ঘৃণা ও লজ্জায়

ম’রে গেলাম—যে, উত্তেজনার বশবর্ত্তী হ’য়ে সামান্য স্বার্থ রক্ষার জন্য অর্ব্বাচীনের মত গত জীবনে আমি কত গুরুজনের সঙ্গে কত কুব্যবহার ক’রেছি।

আজ স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে ও সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে উইল সম্পাদনের সময়, জীবনের পরপারের দিকে দৃষ্টি রেখে বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ক’রতে ক’রতে, সত্যই বিগত জীবনের কত কাহিনী কুল কুল নাদিনী গঙ্গার মত তরঙ্গ ভঙ্গে আমার স্মৃতি সাগরকে উদ্বেলিত ক’রে তুলেছিল। আমি জান্‌তাম না যে, ইহকালের বাস্তব জীবনের প্রান্ত দেশে দাঁড়িয়ে পরকালের অশরীরী অপার্থিব বস্তু সমূহের দিকে দৃষ্টিপাত ক’রতে গেলে, মানবাত্মা আপনার দুঃখের সুখে ও সুখের দুঃখে এমন অভিভূত হ’য়ে পড়ে। ফলে, স্থাবর সম্পত্তি সমূহের চৌহদ্দি পরিমাণ ও তালিকা ইত্যাদি বাদ দিয়ে, যে উইলের পাণ্ডুলিপি তৈয়ের ক’রতে মাত্র কয়েক মিনিট লাগবে ব’লে মনে ক’রেছিলাম, সেই কাজে প্রায় দু’ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হ’য়েছিল।

যখন কোন প্রকারে উইলের খসড়াখানি প্রায় শেষ ক’রেছি, তখন বড় বাজারের একজন ভদ্রলোক এসে আমার সঙ্গে দেখা ক’রতে চেয়েছিলেন। ঘড়ির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক’রে বুঝেছিলাম, এইমাত্র বারটা বেজে গিয়েছে। উইলের খসড়াখানি সরিয়ে রেখে আফিস ঘরের দরজা খুলে দিলে আগন্তুক ভদ্রলোকটী সংবাদ দিলেন—সেদিন বেলা চারটের সময় ‘সার্ভেণ্ট’ আফিসে একটী সভা হবে এবং সেখানে উপস্থিত হবার জন্য আমাকে সকলে অনুরোধ ক’রেছেন। আমি সম্মতি জানালে ভদ্রলোকটী তৎক্ষণাৎ চ’লে গিয়েছিলেন এবং আমিও উইলের খসড়াখানি সম্পূর্ণ ক’রে স্নানাহারের জন্য গাত্রোত্থান ক’রেছিলাম।

বেলা প্রায় আড়াইটার সময় কংগ্রেস আফিসে গিয়ে অবগত হ’য়েছিলাম, চারটের সময় ‘সার্ভেণ্ট’ আফিসে সভায় যোগদান ক’রবার

জন্য সেখানেও সংবাদ এসেছে। আফিসের অত্যাবশ্যকীয় কাজগুলি আফিসের কর্ম্মী বন্ধুগণের সহযোগে যথাসম্ভব শীঘ্র শেষ ক'রে, 'সার্ভেণ্ট' আফিসে চারটের কিছু পরে উপস্থিত হ'য়ে ছিলাম। দেখেছিলাম—সেখানে কলিকাতার যে সকল গণ্য মান্য অসহযোগী হিন্দুমুসলমান উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সংখ্যা ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হবে। সভার উদ্দেশ্য এই বুঝেছিলাম যে, স্বেচ্ছাসেবক সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের ঘোষণা পত্রের সমালোচনা করা এবং সে বিষয়ে আমাদের অর্থাৎ কংগ্রেসের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা। কিছুক্ষণ আলোচনা হবার পর সন্ধ্যা হ'য়ে গেলে, তার পরদিন সকালে সেই খানেই সেই সভার আবার অধিবেশন হবে স্থির হ'য়ে সেদিনকারমত সভা ভেঙ্গে গিয়েছিল। তার পরদিন সকালে সভায় যোগদান ক'রে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ ম'শায়ের এ সম্বন্ধে অভিমত কি, তা' বিশেষ ভাবে সকলকে জানিয়েছিলাম, এবং তাঁর অবর্ত্তমানে ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বিনা অধিবেশনে কংগ্রেসের নামে কোনও কাজ হ'তে পারে না ব'লে আমি আপত্তি তুলেছিলাম।

বলা বাহুল্য যে, আমি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদকরূপেই এমন কাজ ক'রেছিলাম; কারণ তা'ই আমার কর্ত্তব্য ব'লে আমি তখন সরল অন্তঃকরণে বিশ্বাস ক'রতাম। নানান্ তর্ক বিতর্ক ও বহুবিধ পুষ্প বৃষ্টির পর, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কিছুই করা হবে না ব'লে স্থির হ'য়েছিল। কিন্তু প্রধানতঃ তৎক্ষণাৎ সঙ্গে সঙ্গে কিছু না ক'রলে চঞ্চল জনমত শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যাবার আশঙ্কায়, অনেকে ব্যক্তিগত ভাবে গভর্ণমেণ্টের ঘোষণা পত্রের প্রতিবাদ স্বরূপ প্রকাশ্যভাবে একটী জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক সম্প্রদায় গঠন ক'রবেন স্থির ক'রেছিলেন। সেই দিন অপরাহ্নে হ্যালীডে পার্কে সে সম্বন্ধে এক সাধারণ সভারও অধিবেশন হ'য়েছিল। শুনেছি

এবং সংবাদ পত্রেও প'ড়েছি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কোনও কর্ম্মচারীকে উদ্দেশ্য ক'রে সেই সাধারণ সভাতেও নানাপ্রকারের পুষ্প বৃষ্টি হ'য়েছিল।

যা' হোক্, কলিকাতার এই অবস্থা দেখে সে দিন কিম্বা তার পরদিন ২১শে নভেম্বর তারিখে বাংলার প্রত্যেক জেলা কংগ্রেস কমিটির নিকট এই লিখে পাঠিয়েছিলাম যে, তাঁ'রা যেন গভর্ণমেণ্টের ঘোষণা পত্রের দরুণ দুঃখে ম্রিয়মাণ কিম্বা উত্তেজনায় আত্মহারা হ'যে না উঠেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এ সংবাদও সর্ব্বত্র দেওয়া হ'য়েছিল যে, পরে ২৭ শে নভেম্বর তারিখে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনার জন্য কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির এক বৈঠক ব'সবে—সভ্যগণের উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয়। দেশবন্ধু ম'শায় যা'তে সকল কাজ পরিত্যাগ ক'রে ২৬ শে নভেম্বরের পূর্ব্বে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেজন্য ২১শে নভেম্বর তারিখে একজন কর্ম্মীকে তাঁর কাছেও আমেদাবাদে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

সেই দিন সকাল বেলা কলিকাতার পুলিস কমিশনার ম'শায় তাঁর প্রসিদ্ধ ঘোষণাপত্রের দ্বারা তিন মাসের জন্য কলিকাতায় সভা সমিতি বন্ধ ক'রে দেওয়ায়, কলিকাতায় আবার এক উত্তেজনার সৃষ্টি হ'য়েছিল। কংগ্রেস আফিসে এসে কেউ কেউ ব'লেছিলেন, আমাদিগের বক্তৃতা ক'রবার অধিকার কেড়ে নিয়ে পুলিস কমিশনার ম'শায় অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য ক'রেছেন, কেহ কেহ হেসে একথাও ব'ল্‌তে কুণ্ঠিত হ'ন্ নি যে, আমরা দিন কয়েক গলাবাজি বন্ধ ক'র্‌লে হ'য়তো কর্ম্মের দিকে আমাদের দৃষ্টি একটু বেশী ক'রে আকৃষ্ট হবে। কংগ্রেস সাধারণের সম্পত্তি, সেজন্য তার সম্পাদক আমাকেও বোধ হয় অনেকে অনেক সময় সাধারণের সম্পত্তি ব'লে মনে ক'রতেন এবং মন খুলে সকল কথা ব'লতেন।

অদৃষ্টের ফেরে আমি কিন্তু সকলকে সকল সময় আমার প্রকৃত অভিমত কি, তা' জান্তে দিতে পারতাম না। কেউ কেউ সেজন্য আমার উপর যেমন ক্ষুণ্ণ হ'তেন, আবার তেম্নি কেউ কেউ ব'লতেন যে আমি সত্য সত্যই আমার ব্যক্তিগত অভিমত কা'কেও প্রকাশ্যে ব'লতে পারি না। তবে আমার স্বাধীন অভিমত প্রকাশ ক'রবার অধিকার থাকুক্ বা নাই থাকুক্, একথা বোধ হয় সকলে স্বীকার ক'রবেন যে বৃথা কথা কাটাকাটির সৃষ্টি না ক'রে আমি ভালই ক'রতাম। কারণ আমাদের এম্নি দুর্ভাগ্য যে আমাদের মতে মতে মিল না হ'লে, আমাদের অনেক সময় হৃদয়ে হৃদয়ে গরমিল হয় —এমন কি, শত্রুতা পর্য্যন্ত হ'তে দেখেছি।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমেদাবাদ থেকে বোম্বাই দিয়ে দাশ ম'শায় কলিকাতা ফিরে আসেন এবং ২৭শে নভেম্বর এগার নম্বরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির পূর্ব্ব কথিত বৈঠক বসে। এই বৈঠকে যে চারটী প্রস্তাব প্রায় সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হ'য়েছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ এখানে লিখবো না; কারণ বিচারপর্ব্বে সেগুলির বিস্তারিত বিবরণ বিশেষ ভাবে আবশ্যক হবে। সংক্ষেপে এখানে এই বলা যেতে পারে যে, বাংলার তৎকালীন কঠিন সমস্যার দিনে দেশবন্ধু দাশ ম'শায়ের উপর বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সকল কার্য্যভার অর্পিত হ'য়েছিল, এবং তিনিও সেই কার্য্যের গুরুভার আনন্দের সহিত গ্রহণ ক'রেছিলেন। কত গভীর আনন্দ ও কত গভীর স্বার্থত্যাগের সঙ্গে তিনি এই কার্য্যের ভিতর আপনাকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন, তার কিঞ্চিৎ আভাস এই বইতে ক্রমে প্রকাশ পাবে।

ইতিমধ্যে স্রোতের ভূণ আবার অনুভব ক'রতে আরম্ভ করে যে, স্রোতের গতিটা যেন দিনে দিনে স্বরাজ আশ্রমের দিকে অধিক থেকে অধিকতর হ'চ্ছে। মধ্যে কয়েকদিন এ ভাবটা একটু ক'মে

গিয়েছিল, কিন্তু ২৭শে নভেম্বরের বৈঠকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি যখন কংগ্রেসের কার্য্য ও স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ পূর্ব্বের মত চ'লবে ব'লে সিদ্ধান্ত করেন, তখনই আবার ১৮ই নভেম্বর রাত্রের অনুভূতি স্পষ্টতর হ'য়ে উঠেছিল। তারপর ৩০শে নভেম্বর যখন বাংলার ও শিক্ষিত বাঙ্গালী-মাত্রেরই পরিচিত শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ম'শায় তাঁর বাসভূমি বীরভূম জেলায় গ্রেপ্তার হ'য়ে কলিকাতায় আনিত হ'য়েছেন শুন্‌তে পাই, তখন স্বরাজ আশ্রমের অচেনা ও অজানা মূর্ত্তি চোখের সমুখে কত চির-পরিচিতের মত উদ্ভাসিত হ'য়ে র'য়েছে দেখেছিলাম।

এই সময় একদিন সত্যই মনে হ'য়েছিল, এ অভিযান তো বিদেশ-যাত্রার অভিযান নয়—এ যে গৃহ প্রত্যাগমনের অভিযান। এতদিন নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'য়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ক'রেছি, আজ পরবাসভূমে নিজবাসী হ'য়ে জীবন যাপন ক'রবার সুযোগ পাবো! এতদিন আমার হৃদয়ের ভিতর যে মহামানবটি লুকিয়ে থেকে, আমার ঐশ্বর্য্য ও বিষয়-বিভবের দীনতা ও দারিদ্র্যের ভারে দিনে দিনে আরো বেশী ক'রে লুকিয়ে যাচ্ছিলেন, আজ যে সেই মহামানবটী মাথা তুলে সংসার-সুখের ভগ্ন স্তূপের দিকে অবাধে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'র্‌তে পারবেন! এতদিনে আমার যাত্রার দিনে প্রত্যাগমন এবং বিসর্জ্জনের দিনে প্রতিষ্ঠা ব'লে আমার মনে হ'য়েছিল। এতদিনে আমি বুঝ্‌তে পেরেছিলাম, প্রকৃত স্বরাজ সত্যই আত্মার বস্তু এবং সেই প্রকৃত স্বরাজ লাভ হ'বার যাঁর সম্ভাবনা হ'য়েছে, তাঁর কাছে রাজনীতি কখনই সর্ব্বোচ্চ আদর্শ হ'তে পারে না। তবে রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় তপস্যাকে কেহ যদি একটি নিকৃষ্ট আদর্শ ব'লে আখ্যা প্রদান ক'রতে চান্, তা' হ'লে তাঁর সঙ্গেও বিরোধ ক'র্‌বো। কারণ বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর এমন অবস্থা উপস্থিত হ'য়েছে যে, যে সকল জাতি পরাধীন আছেন, তাঁরা তাঁদের আত্মাকে

পর্য্যন্ত আপন আপন জাতিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা ক'রে গঠন ক'র্‌তে পারছেন না। এই সময়েই একদিন 'ডাক এসেছে—আমি যাচ্ছি' ইত্যাদি লিখে একজন বন্ধুর কাছে একখানা কাগজ রেখে দিয়েছিলাম। শুনেছি, আমার গ্রেপ্তারের পর সেই লেখাটা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হ'য়েছিল।

কিন্তু ব'লছিলাম কি যে—বাঙ্গালায় কংগ্রেসের যাবতীয় কার্য্য দেশবন্ধু ম'শায়ের উপর ন্যস্ত হওয়ায়, তিনি সেই কার্য্যে প্রাণ মন সর্ব্বস্ব ঢেলে দিতে প্রস্তুত হ'য়েছিলেন। তাঁর পূর্ব্বের ব্যবসায় পরিত্যাগ এবং সাদা কথায় তার অর্থ কি, তা' এখানে ব'লবো না। তাঁর এখনকার স্বেচ্ছাসেবক হওয়া এবং দেশবাসী জনসাধারণ ও স্কুল কলেজের ছাত্র সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর আত্ম-নিবেদনের কথাও, এখানে উল্লেখ না ক'র্‌লে চলে। এখানে ব'লবো কেবল তাঁর মানব-প্রীতি ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানের কথা, যার কাছে আমার মতে তাঁর অন্য অনেক গুণাবলী ম্লান ও নিষ্প্রভ হ'য়ে যায়। যখন কলিকাতায় কাতারে কাতারে স্বেচ্ছাসেবক বেরোয় নি, অর্থাৎ পয়লা কিংবা দোসরা ডিসেম্বর তারিখে, তিনি আমাকে ব'লেছিলেন—অন্যের সন্তানকে পুলিসের হাতে সমর্পণ ক'র্‌বার পূর্ব্বে, তাঁর সন্তানকেই সেজন্য প্রস্তুত হ'তে হবে। শ্রীমান্ চিররঞ্জন যে তাঁর একমাত্র পুত্র, তা' আমি বহুদিন থেকেই জান্‌তাম। সে কারণেও বটে এবং তিনি নিজে গ্রেপ্তার হ'লে শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর কাছে তাঁকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কেউ থাকবে না ব'ল্লে, তিনি ব'লেছিলেন—তাঁকেও হয়তো শীঘ্র একদিন যেতে হবে, সুতরাং তার ভাবনা ভাববার এখন আবশ্যক নেই!

আমি কিন্তু ৪ঠা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত শ্রীমান্ চিররঞ্জনের স্বেচ্ছাসেবক রূপে কলিকাতার রাস্তায় বেরোবার পক্ষে প্রতিবন্ধক হ'য়েছিলাম। শ্রীমান্ চিররঞ্জন স্বেচ্ছা প্রণোদিত হ'য়েই সহরে বে'র হবেন ব'লে প্রত্যেক দিন আমাদিগকে জিদ্ ক'র্‌তেন। ৪ঠা ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আমার জ্বর হওয়ায়

আমি আর ১০ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আমার বাড়ী ছেড়ে এক মিনিটের জন্ত কোথাও যাতায়াত ক'র্‌তে পারি নি। তবে বাড়ীতে বিছানায় প'ড়ে প'ড়ে জ্বরে ভুগ্‌তে ভুগ্‌তে সকল সংবাদই কোন না কোন সময়ে পেতাম। ৫ই ডিসেম্বর সোমবার ক'জন স্বেচ্ছাসেবক বেরিয়েছিলেন এবং তাঁদের ক'জনকে পুলিস গ্রেপ্তার ক'রেছে, তা' ৬ই ডিসেম্বর সকালে অবগত হ'য়েছিলাম, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এ সংবাদও পেয়েছিলাম যে, শ্রীমান্ চিররঞ্জনকে আর আট্‌কে রাখা যাচ্ছে না—তিনি আজ নিশ্চয়ই স্বেচ্ছাসেবকরূপে বেরুবেন।

আমি আমার জ্বরের উপরেই কয়েক দিনের জন্য অপেক্ষা ক'রতে অনুরোধ ক'রে তাঁকে একখানি পত্র দিয়েছিলাম। কিন্তু বেলা যখন প্রায় বারটা এবং আমার গায়ে যখন ১০৫ ডিগ্রী জ্বর, তখন এগার নম্বর থেকে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ম'শায়ের একখানি পত্র পেয়েছিলাম। তাতে তিনি লিখেছিলেন—শ্রীমান্ চিররঞ্জন কারু কথা না শুনে, স্বেচ্ছাসেবকরূপে আজ সহরে বে'রবার জন্ত বদ্ধপরিকর হ'য়েছেন এবং সেজন্ত আমার একবার এগার নম্বরে যাওয়া একান্ত আবশ্যক। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, আমি সে অবস্থায় কংগ্রেস আফিসে তখন যেতে পারি নি।

সেদিন সন্ধ্যার সময় যখন শুনেছিলাম শ্রীমান্ চিররঞ্জনকে পুলিস ধ'রে নিয়ে গিয়েছে, তখন তাঁর পিতার আত্ম-বলিদানের কথা চিন্তা ক'র্‌তে ক'র্‌তে বিস্ময়ে বিনয়ে ভক্তিতে এতটুকু হ'য়ে গিয়েছিলাম। আবার একমাত্র পুত্রের অভাবে তাঁর স্নেহময়ী সন্তানবৎসলা মায়ের মনের অবস্থা কিরূপ হ'য়ে থাক্‌বে, সে কথা কল্পনা ক'রতে গিয়ে অনুভব ক'রেছিলাম—আমার মত নিঃসন্তান ব্যক্তিরও শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ছে।

কিন্তু তার পরদিন ৭ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় যে সংবাদ অবগত হ'য়েছিলাম,

তা'তে ক্ষণকালের জন্য আমাকে বাস্তবিক জ্ঞানহারার মত হ'তে হ'য়েছিল। দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মশা'য়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে পুলিস ধ'রে নিয়ে গিয়েছে শুন্‌লে, কোন্ বাঙ্গালী জ্ঞানহারা না হ'য়ে থাক্‌তে পারে? শ্রীমান্ চিররঞ্জনের গর্ভধারিণী শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে গভর্ণমেণ্ট এবং পুলিসের অজানা বন্দোবস্তের মধ্যে কিছুদিন দিনাতিপাত ক'র্‌তে হবে শুন্‌লে, কোন্ ভারতবাসীর হৃদয় আশঙ্কা ও ক্ষোভে উদ্বেলিত হ'য়ে না উঠে? আজ সহধর্ম্মিণী বাসন্তী দেবী অপেক্ষা গর্ভধারিণী বাসন্তী দেবীর মূর্ত্তিই প্রস্ফুটিত পদ্মের মত আমার মানস সরোবরে অধিকতর পরিষ্কার রূপে ফুটে উঠেছিল। মনে হ'য়েছিল—আজ মা বঙ্গজননী স্বয়ং তাঁর সন্তানের গ্রেপ্তারে বিচলিতা হ'য়ে মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে সন্তানের অনুসন্ধানে আলুথালু বেশে কারাগারের দিকে ছুটেছেন! মনে হ'য়েছিল—নারী জগন্মাতা যে যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বরী, সে যজ্ঞ কি আর কখনো বৃথায় যেতে পারে?

ছুটে গিয়ে আজ একবার চিত্তরঞ্জনের পায়ে লুটিয়ে প'ড়তে ইচ্ছা হ'য়েছিল। কারণ হৃদয়ের হৃদয়ে বেশ অনুভব ক'রছিলাম—পতিপ্রাণা স্ত্রী, পিতৃভক্ত পুত্র ও অতুল বিষয় বৈভব বিসর্জ্জন দিয়ে একমাত্র তিনিই আজ বাংলার নবযুগের অদ্বিতীয় গুরু এবং নেতারূপে বাঙ্গালীর বরণীয় এবং পূজনীয় হ'য়েছেন। কিন্তু তখনো শরীরে জ্বর ছিল ব'লে, আমার সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত ক'রতে পারি নি। রাত্রে কখন ঘুমিয়ে প'ড়েছিলাম মনে পড়ে না। মনে পড়ে কেবল ঘুমিয়ে প'ড়বার পূর্ব্বে নানান্ চিন্তায় হৃদয় মন অবসাদে পরিপূর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল। অবসাদেরও বিশেষ কোন অপরাধ দেখি নি, কারণ মাতৃপূজার প্রথম অধ্যায়েই মাতৃরূপা বাসন্তী দেবীকে বিসর্জ্জন দিয়ে কোন্ পূজারীর হৃদয় অবসাদে ভ'রে না উঠে? বিশেষতঃ, তার জের কতদূর গড়াতে পারে তাই তখন সবচেয়ে বেশী

ভাবনার কথা হ'য়েছিল। মনের মধ্যে এ প্রশ্নও উঠেছিল—এমন অচিন্তনীয় ও অভূতপূর্ব্ব দৃশ্যের মধ্যে, বাঙ্গালী সর্ব্বদা ধৈর্য্য ধ'রে নিরুপদ্রব থাকৃতে পারবে তো? সকল সময় সব রকমে নিরুপদ্রব থাকৃতে না পারলে আমাদের সকল আশা ও সকল আযোজন যে সমূলে বিনষ্ট হবে, তা' অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান ক'রবার সময় থেকেই বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত ছিলাম।

সুতরাং তার পরদিন ৮ই ডিসেম্বর সকালে যখন শুনেছিলাম—শ্রীমতী বাসন্তী দেবী প্রভৃতিকে ৭ই ডিসেম্বর রাত্রি আন্দাজ বারটার সময় ছেড়ে দিয়েছে, তখন আনন্দে অধীর হ'য়ে উঠেছিলাম। হিসাব ক'রে যখন দেখেছিলাম যে, মা জননীগণকে তা'রা আট ঘণ্টার বেশী আট্‌কে রাখ্‌তে পারে নি, তখনই বুঝেছিলাম—তাদের ভাবের ঘরের ভাবুক এতদিনে তাদের নিজের দেয়ালেই সিঁদ কাট্‌তে সুরু ক'রেছে। এ ঘটনা এ দুনিয়ায় যে আজ নূতন নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। কত রাজা কত রাণী—কত মন্ত্রী কত ধনী—কত জ্ঞানী কত গুণী এর পূর্ব্বে কত বার এই রকমে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হ'য়েছেন, তাতে কারাগারের কখনো কিছু হয় নি; কিন্তু যে দিন কোনো ভাবোচ্ছ্বাস কিংবা আদর্শ তরঙ্গকে গ্রেপ্তার ক'রে আটকান হ'য়েছে, সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে সে কারাগারের কোন না কোন জায়গা ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে প'ড়ে গেছে এবং সেই ভগ্নপথে সে জাতির জনসাধারণ নির্ব্বিঘ্নে ও নিঃসঙ্কোচে প্রবেশ অধিকার লাভ ক'রেছেন। শ্রীমতী বাসন্তী দেবী প্রভৃতির কাছে বাঙ্গালী জাতি ও তাদের ইতিহাস এজন্য চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকৃবে।

আটুই ডিসেম্বর অন্য কোনও উল্লেখ যোগ্য ঘটনা ঘটে নি, কেবল আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বর ম'শায় আজও অনুগ্রহ ক'রে প্রায় ১০৪ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠেছিলেন। ৯ই ডিসেম্বর সমস্ত দিন জ্বর না আসায়

সন্ধ্যার পর বিছানায় ব'সে একটু গল্প ক'র্ছি, এমন সময় কে এসে সংবাদ দিলে, নীচে দেশবন্ধু ম'শায় ও শ্রীমতী বাসন্তী দেবী কি জানি কেন আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছেন। যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি তাঁদের কাছে উপস্থিত হ'লে, তাঁরা আমার শরীরের অবস্থা বিস্তৃতভাবে অবগত হ'য়ে, অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমাকে ব'লে গিয়েছিলেন—তাঁরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হ'য়েছেন, সে দিন রাত্রেই আমাকে পুলিস গ্রেপ্তার ক'রবে।

ভগবানের দয়া হ'লে, তিনি এম্নি ক'রেই তাঁর সন্তান সন্ততিকে পরীক্ষা করেন। আমার দিন যে দিনে দিনে এই রকম ঘনিয়ে আস্ছে, তা' আমি এতকাল আমার বাড়ীর কাউকে জান্তে দি নি। আজ আমার শরীরের সেই অবস্থার উপর, স্বয়ং দেশবন্ধু ও তাঁর সহধর্ম্মিনী এসে যখন বাসার সকলের শ্রুতিগোচরে এই সংবাদ দিয়ে গেলেন, তখন বাসার ঝি চাকর পর্য্যন্ত হাহাকার ক'রে কেঁদে উঠ্লো। আমি জান্তাম, এই রকম ঘটনা এমন অবস্থায় ঘট্‌বেই ঘট্‌বে; সেই জন্য আমি নিতান্ত নিষ্ঠুর ও নির্ম্মমের মত কাউকে কোন কথা জান্তে না দিয়ে গোপনে গোপনে এতদিন প্রস্তুত হ'চ্ছিলাম। আজ প্রকাশ্যের তীব্রালোকে হৃদয় তন্ত্রীতে যখন হঠাৎ ঘাত প্রতিঘাতের করুণ সুর বেজে উঠ্লো, তখন আমার সকল দৃঢ়তা ও সকল শক্তি ছিন্ন বল্লরীর মত শতধা হ'য়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে গেল। গোপনের অন্ধকারে নয়নাশ্রু বিধৌত হ'য়ে মঙ্গলময় ভগবানের কাছে সকলের মঙ্গলের জন্য যে বহুবার করুণা ভিক্ষা করি নি, এমন নয়; তবে তা'তে চাক্ষুষ ও প্রত্যক্ষ ঘাত প্রতিঘাতের এই উদ্দাম প্রচণ্ড উত্তেজনা ছিল না। তা'তে ছিল কেবল রক্তগঙ্গার কুলু কুলু নাদ ও ধীর নীরব প্রস্রবণ।

আজ মনে হ'তে লাগ্‌লো, আমার বহু যত্নের ভিক্ষার ঝুলি বুঝি বা শেষে এ কাঙ্গালীর কাঁধ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পথিমধ্যে কোথায়ো প'ড়ে

যায়। রক্ত ও মাংস! তোমাদিগকে সহস্র বার ভক্তিভরে নমস্কার করি। তোমরা না ক'রতে পার, এ পৃথিবীতে এমন কাজ নেই। তোমরা গৃহীকে সন্ন্যাসী ক'রেছ, এবং সন্ন্যাসীকেও গৃহী সাজিয়েছ। তোমরা সৃষ্টি রক্ষার যেমন সহায় হ'য়েছ, তেমি সৃষ্টি বিনাশেরও তোমরা সাহায্য কম কর নি। মাতৃ হৃদয়ে মাতৃস্নেহের উৎস খুলে দিয়ে, বিশ্বজগতকে তোমরাই চিরদিন নব-বৃন্দাবন সাজিয়ে রেখেছ; তোমরাই আবার রাজ্যলোভী কত পুত্র নরাধমকে তাদের জন্মদাতা পিতার হন্তারক সাজাতে কুণ্ঠিত হও নি। তোমরা পতি-পত্নীর প্রেম সৃষ্টি ক'রেছ, ভায়ে ভায়ে স্নেহ ভালবাসায় বেঁধেছ। তোমরা দিবা রাত্রি যেমন গ'ড়ছ, তেমি প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতিপলে তোমাদের ভাঙ্গবার শক্তিও সমানে সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে আজ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী র'য়েছে। তোমরা সে দিন ক্ষণকালের জন্য সত্যই আমাকে ভাবিত ক'রে তুলেছিলে; কিন্তু তোমাদিগকে আমার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, শেষ পর্য্যন্ত তোমরা তোমাদের এই শরীরলীলাভূমিতে গ'ড়েছ বৈ কিছু ভাঙ্গ নি।

সে দিন কতটা হৃদয়হীন—কতটা পাষাণ হ'তে পেরেছিলাম, এখন সে কথা ভাব্‌লে অবাক্ হ'তে হয়। কারাগারের এই বিজন কুটীরে ব'সে যতদিন যতবার সে ঘটনা স্মরণ ক'রেছি, ততদিন ততবার দু'চোখ ব'য়ে অকাতরে নয়নের জল ঝ'রে প'ড়েছে—শত চেষ্টাতেও তার গতিরোধ ক'রতে পারি নি। বস্তুতঃ, এ পৃথিবীতে যতদিন এই নশ্বর দেহ নিয়ে আমি বেঁচে থাক্‌বো, ততদিন সে ঘটনা আমার রক্তের শিরায় শিরায় ও মাংসের পেশীতে পেশীতে সোনার অক্ষরে ছাপা থাক্‌বে।

কিন্তু ব'লছিলাম কি যে—ভগবানের অপার করুণায় আমি শেষে এ পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হ'য়েছিলাম। এমন কি, গভীর অন্ধকারের উজ্জ্বল ছায়ায়, গাঢ় নিদ্রার করুণস্পন্দন যখন ধীরে ধীরে প্রকৃতি-দেবীকে কোমল

আলিঙ্গনে সমাহিত ক'রছিল, তখন দেখেছি—আমার ভিতরের চিরজাগ্রত পুরুষদেবতাটী, কঠিন প্রাণের কঠিন প্রতিজ্ঞায়, কঠিনতর হ'তে কঠিনতম হ'চ্ছেন। অর্দ্ধ জাগরণে ও অর্দ্ধ নিদ্রায় ৯ই ডিসেম্বরের সুদীর্ঘ রাত্রি কিন্তু ক্রমে শেষ হ'য়ে গিয়েছিল. ব'লতে দুঃখ হয়—স্বরাজের মোহন বেণুরব আমার শ্যামের কুঞ্জে সে রাত্রে কেউ শুনে নি। ১০ই ডিসেম্বর প্রাতে গাত্রোত্থান ক'রেই কুইনাইন 'ইন্‌জেকস্থান্' নেবার বন্দোবস্ত ক'রেছিলাম, কেননা মানসিক যন্ত্রণার সম্ভাবনার সঙ্গে শারীরিক যন্ত্রণার সংমিশ্রণ হ'তে দেওয়া, বুদ্ধিমানের কাজ নয় ব'লে উপলব্ধি হ'য়েছিল।

বেলা আন্দাজ ৯টার সময় ডাক্তার বাবু এসে প্রায় ১৫ গ্রেণ কুইনাইন একেবারে 'ইন্‌জেক্ট্' ক'রেছিলেন এবং কচি মাছের ঝোল দিয়ে দু'টী ভাত খেতেও অনুমতি দিয়েছিলেন। এতে যে আমি যথেষ্ট সুখী হ'য়েছিলাম, তা'তে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই; কারণ আমি বুঝেছিলাম যে, জেলে আসবার জন্য এম্নি ক'রে গ'ড়ে পিটে তৈরি না হ'লে আমার আর তখন অন্য কোন উপায় ছিল না। মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল—গত রাত্রে যখন আমাকে ধরে নি, তখন আজ কোন না কোন সময়ে আমাকে ধ'রবেই, সেইজন্য আমার যতশীঘ্র সম্ভব প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। জেলে এসে জ্বর আবার ফিরবে কি না এবং ফিরলে কি আকারে ফিরবে, সে সকল কথা সে দিন চিন্তা ক'রতে সময় পাই নি। সে দিন ধ'রে নিয়ে যেতে এলে, যেন জ্বর হ'য়েছে ব'লে নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে আমাকে পুলিস আমার ঘরের মধ্যেই ঘৃণা ক'রে ফেলে না দিয়ে যায়, কেবল সেই দিকেই লক্ষ্য রেখেছিলাম।

খাবার পর বিছানায় শুয়ে খবরের কাগজ প'ড়তে প'ড়তে বেশ একটু তন্দ্রা এসেছিল। গত রাত্রির উৎকণ্ঠার জন্য কেউ যদি সেটাকে নিদ্রা ব'লতে চান্, তা'তে আমি আপত্তি ক'রবো না। কিন্তু এই দিবা

নিদ্রার শেষের দিকে যে দৃশ্য দেখে চ'ম্‌কে উঠেছিলাম, আজও সে দৃশ্য বিস্মৃত হ'তে পারি নি। হঠাৎ আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম—একরাশি অন্ধকারের মধ্যে এক ঘনকৃষ্ণ কুণ্ডলাকার মানুষের মুখ আমার বুকের উপর চেপে প'ড়বার চেষ্টা ক'রছে এবং আমি তাকে সাধ্য মত বাধা দিচ্ছি। শেষে আমি সে মূর্ত্তিটাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিবার জন্য যেই পা তুলেছি, অমনি আমার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং আমি তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠে ব'সেছিলাম।

এব ঘণ্টা খানিক পরে দেশবন্ধু ম'শায়ের ওখানে যাবার জন্য মনটা আপনা থেকে উতলা হ'য়ে উঠেছিল, এবং শরীরটা দুর্ব্বল ছিল ব'লে হাওয়া গাড়ীতে বাতাস লাগবার ভয়ে, একখানা ভাড়াটে পাল্কী গাড়ী আন্‌বার জন্য একজনকে বরাত ক'রেছিলাম। গাড়ীখানা এলে সিঁড়ি বেয়ে বাড়ী ছেড়ে বহু পুরাতন অথচ চির-নবীন বাঁধন সকল ছিঁড়ে যখন গাড়ীতে এসে ব'সেছিলাম, তখন বাস্তবিক মুহূর্ত্তের জন্য এ সন্দেহ হ'য়েছিল যে—হয়ত নিতান্ত নিকট ভবিষ্যতে, সে দিন দিবা ভাগেই বা, আমার শ্যামের বাঁশরীতে, আমার কালিন্দীর কালো জল কাঁপিয়ে, আমার রাখাল বালকের সরল মন মজিয়ে, আমার মথুরা নগরে, আমাদেরই মধুর মিলনের মধুর সঙ্গীত হঠাৎ বেজে উঠ্‌বে।

(৩)

বেলা আন্দাজ চারটের সময় দেশবন্ধু ম'শায়ের ওখানে পৌঁছে সকলের মুখেই শুনেছিলাম, তিনিও যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছেন; কারণ তিনি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সংবাদ পেয়েছিলেন, শীঘ্রই তাঁকে ধ'রতে আসবে। দেখেছিলাম—বঙ্গেশ্বর লর্ড রোণাল্ডশের প্রাইভেট সেক্রেটারী গুর্লে সাহেবের সঙ্গে সম্প্রতি তাঁর যে চিঠি লেখালেখি হ'য়েছিল, তাড়াতাড়ি

ক'রে সে সকল চিঠির নকল করা হ'চ্ছে। শুনেছিলাম—প্রত্যেক দু' মিনিটে টেলিফোঁতে কলিকাতার নানান্ লোক জিজ্ঞেস ক'রছেন, দাশ ম'শায়কে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গিয়েছে কি না। দাশ ম'শায় পরিবার পরিবেষ্টিত হ'য়ে উপরের যে ঘরে ব'সেছিলেন, আমিও ক্রমে সেই ঘরে গিয়ে তাঁদের পাশে একখানি চেয়ারে উপবেশন করি। কারো মুখে এতটুকু ভাবনা কিম্বা উদ্বেগের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় নি। দাশ ম'শায়কে তাঁর সংবাদ দাতার বিবরণ জিজ্ঞেস করায় তিনি ব'লেছিলেন - সে বিশ্বাসী লোক, তার দু' একটা কথা পূর্ব্বে ফ'লেছে। তিনি আরও ব'লেছিলেন—সে দিন অপরাহ্নে গুর্লে সাহেবের প্রেরিত একখানি কমিউনিকের কিঞ্চিৎ প্রতিবাদ ক'রতে তিনি সত্যের খাতিরে বাধ্য হওয়ায়, তাঁর গ্রেপ্তারের সময়টা এত নিকটতর হ'যে গিয়েছে—হয়ত বা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রতে আস্‌বে।

আমরা এই রকম নানা কথায় আন্দাজ মিনিট পনর কাটিয়েছি, এমন সময় কে একজন দৌড়ে এসে সংবাদ দিলে—নীচে চার পাচ খানা 'ট্যাক্সি' চড়ে কয়েকজন পুলিস কমিশনার ও অনেকগুলি সার্জ্জেণ্ট এসেছে। আমি তৎক্ষণাৎ নীচে গিয়ে দেখি, দু'জন খাকিপরা পুলিস সাহেব ইতিমধ্যে দেশবন্ধু ম'শায়ের ভিতর বারান্দায় পদার্পণ ক'রেছেন। 'মিঃ দাস' উপরে আছেন—শীঘ্রই আস্‌ছেন ব'লে, আমি তাঁদিগকে দেশবন্ধু ম'শায়ের আফিস ঘরে নিয়ে গিয়ে বসতে বলি। তাঁরাও বিনা আপত্তিতে আমার সঙ্গে তাঁর আফিস ঘরে গিয়ে বসেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দু'একজন ক'রে অনেকগুলি লোক সে ঘর ঘিরে ফ্যালে। যে দু'জন খাকিপরা পুলিস সাহেব সে ঘরে ব'সেছিলেন, তাঁদের একজনকে পরে মিঃ কীড্ ব'লে চিনেছি। আর একজনের নাম আজ পর্য্যন্ত জান্তে পারি নি।

মিঃ কীড্ প্রভৃতির সঙ্গে দাশ ম'শায়ের আফিস ঘরে আন্দাজ দু'তিন মিনিট ব'সবার পর, আমার একবার দেশবন্ধু ম'শায়ের কাছে উপরে যাবার ইচ্ছা হয়। আমি এই আস্ছি ব'লে, প্রথমে সে ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে যাই। কিন্তু পথে দাশ ম'শায়ের 'বাথ্‌রুম্' বা নাইবার ঘরের পাশে হঠাৎ আমার মনে হয় যে—হয়ত এঁরা আমাকেও অনুসন্ধান ক'র্‌ছেন। আমি কাল বিলম্ব না ক'রে ফিরে গিয়ে মিঃ কীড্‌কে জিজ্ঞেস করি—আমার সঙ্গে তাঁদের কোনও আবশ্যক আছে কি না। তিনি হেসে আমার নাম জিজ্ঞেস ক'রলে, আমিও হেসে আমার নাম কি তাঁকে ব'লেছিলাম। তিনি তদুত্তরে গম্ভীর হ'য়ে আমাকে জানতে দিয়েছিলেন—আমাকেও তাঁদের আবশ্যক আছে এবং আমাকে তারপর তিনি তাঁর সমুখের একখানি চেয়ারে ব'স্‌তে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা ক'রেছিলেন।

চেয়ারখানায় ব'সে প'ড়ে এতদিনে আমি সম্যক্ উপলব্ধি ক'রেছিলাম, আমার ব্রত উদ্‌যাপনের সুযোগ এবারে সত্যই উপস্থিত হ'য়েছে। বুকে হাত দিয়ে দেখেছিলাম,- আমার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রছে না; নাকের নিশ্বাসে কান পেতে শুনেছিলাম, আমার নিশ্বাস জোরেও প'ড়ছে না কিম্বা গরমও হয় নি। একজন বন্ধু এসে এই সময় আমার কা'কেও কিছু ব'লবার আছে কি না জিজ্ঞেস ক'রলে, তাঁকে সংক্ষেপে 'না' ব'লেই উত্তর দিয়েছিলাম। পোষাক পরিচ্ছদের দিকে দৃষ্টি পড়ায় একটু লজ্জিত হ'তে হ'য়েছিল; কারণ জ্বরের উপর ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে একখানা গরম শাল গায় দিয়ে মোজা পায়ে অনেক দিনের পর একদিনের জন্য চটিজুতো প'রে সেই দিন দাশ ম'শায়ের ওখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু শাল গায় দিয়ে জুতো মোজা প'রে ত আর স্বরাজ আশ্রমে যাওয়া যায় না? প্রথমে উপস্থিত সকলের অজ্ঞাতসারে জুতো ও মোজা খুলে দাশ ম'শায়ের

আফিস টেবিলের নীচে আস্তে আস্তে ফেলে দিয়েছিলাম, এবং পরে বন্ধুবর যতীন্দ্রমোহনের আত্মীয় রমেশ বাবুর কাছ থেকে তাঁর নূতন পট্টুখানি নিয়ে আমার শালখানি তাঁকে অর্পণ ক'রেছিলাম।

ইতিমধ্যে উপর থেকে দাশ ম'শায় চা খাবার জন্য আমাকে ডাক্‌ছেন ব'লে সংবাদ এলে, মিঃ কীড্ আমাকে উপরে যেতে নিষেধ ক'রেছিলেন কিন্তু ব'লেছিলেন, আমার জন্য সেখানে চা এনে দেওয়া হোক্। উপরে সংবাদ পৌছ্‌তে না পৌছ্‌তে, শ্রীমতী কমলাদেবী দয়া ক'রে এক পেয়ালা চা ও কিছু ফল নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হ'য়েছিলেন। প্রায় আট বৎসরের পর আজ এক পেয়ালা চা খেয়ে যে কিঞ্চিৎ পরিমাণেও তৃপ্তি লাভ করি নি, এ কথা কিছুতেই ব'লতে পারবো না।

আমার যখন চা খাওয়া প্রায় শেষ হ'য়েছে, তখন মিঃ কীডের বন্ধুপ্রবর ব'লেছিলেন যে আর অপেক্ষা করা চলে না এবং সেই কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দ্বিতলের সিঁড়ির দিকে অন্তর্হিত হ'য়েছিলেন। মিনিট দু'য়ের মধ্যে শুন্‌তে পাই—আম বাগান কাঁপিয়ে নয়, গঙ্গার জল নাচিয়ে নয়—হৃদয় মন প্রাণ মাতিয়ে পুরনারীগণ শঙ্খধ্বনি ক'র্‌তে ক'র্‌তে দাশ ম'শায়কে বিদায় দিবার জন্য তাঁকে সঙ্গে নিয়ে উপর থেকে নেমে আস্‌ছেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দৃশ্য আর কখনো কেউ দেখেছে কি না জানি না, আমি স্বীকার ক'র্‌ছি—আমি আর কখনো এমন দৃশ্য আমার জীবনে কোথায়ো দেখি নি। বাহু শক্তিতে দুর্ব্বল যাঁরা, তাঁরা আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য স্বেচ্ছায় সানন্দে সপরিবারে কারাগারের দিকে ছুটেছেন—এ দৃশ্য যে স্বর্গীয়, অপার্থিব, অপরিসীম বৈরাগ্য ও করুণায় পরিপূর্ণ, এর তুলনা কি সকল সময় সকল যায়গায় পাওয়া যায়! এখনো মনে পড়ে আমার, পরম পূজনীয়া শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর সেই মূর্ত্তি। তাঁর একমাত্র পুত্র

সবে চার দিন পূর্ব্বে সম্মুখ সমরে জয় লাভ ক'রে কারাগার বিজয়ী হ'য়েছিলেন, আজ আবার চারদিন না যেতে যেতেই তাঁর রামচন্দ্রের মত স্বামী জননী জন্মভূমির আদেশে সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে বনগমন ক'রছেন—গৌরবে ও আত্মপ্রসাদে তাঁর ভিতরের আদর্শ নারীটি বর্ষণোন্মুখ আকাশের গায় ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের মত প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠছিলেন দেখেছি! সে দৃশ্য ও মূর্ত্তি যে দেখে নি, তা'কে ভাষায় বর্ণনা ক'রে সে কথা বুঝাতে পারবো না।

দেশবন্ধু ম'শায় তাঁদের নীচের বারান্দায় এলে, আমাকে এনে তাঁর পেছনে দাঁড় করিয়ে দিতে দিতে শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু ম'শায় তখন সেখানে আছেন কি না, মিঃ কীড্ আমাকে জিজ্ঞেস ক'রেছিলেন। সুভাষ বাবু অবশ্য তখন সেখানে ছিলেন না—থাক্‌লে তিনি নিজে এসেই তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রতেন - আমি মিঃ কীড্‌কে সেই সংবাদ দিয়েছিলাম। তারপর মুহূর্ত্তের মধ্যে পুলিস কর্ম্মচারীরা আমাদের দু'জনকে বসারোডে এনে উপস্থিত ক'রেছিলেন এবং দু'খানি 'ট্যাক্সিতে' দু'জনকে ব'সিয়ে 'ড্রাইভার' বা চালকগণকে জলদী গাড়ী চালাবার জন্য হুকুম দিয়েছিলেন। পুলিস কর্ম্মচারীদের কারো মুখে আর একটিও কথা শুনি নি—তাঁদের ভাব গতিক দেখে স্পষ্টই প্রতীয়মান হ'য়েছিল, তাঁরা আমাদিগকে তাড়াতাড়ি ক'রে ছোঁ মেরে সেখান থেকে নিয়ে পালাবার জন্য ব্যগ্র ও উদ্বিগ্ন আছেন।

কিন্তু তাড়তাড়ি ক'রলে হবে কি? স্বর্গে যেমন তারায় তারায় পলকের মধ্যে আত্ম-পরিচয় হয়, মর্ত্তেও সেই রকম হৃদয়ে হৃদয়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে হৃদয় বিনিময় হ'য়ে থাকে। সেইজন্য ইতিমধ্যেই দেশবন্ধু ম'শায়ের বাড়ীর সমুখে সহস্রাধিক লোক কোত্থেকে এসে সমবেত হ'য়েছিল। তিনি 'ট্যাক্সিতে' পদার্পণ ক'রবার পূর্ব্বেই কেউ বা তাঁর পায়ের ধূলি নিয়েছিল, কেউ বা বন্দেমাতরম্ ও দেশবন্ধুর জয় বলে চীৎকার

ক'রেছিল, কেউ বা কেঁদে স্বীয় হৃদয়ের সকল আবেগ নয়নের পথে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। গাড়ী ছাড়বার অব্যবহিত পূর্ব্বে এমন কি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নিশীথ চন্দ্র সেন ম'শায়ের মুখের ভাব দেখে মনে হ'য়েছিল, বুঝিবা আকাশ ফেটে সেইখানেই সেই মুহূর্ত্তে বৃষ্টি বাদলের সূচনা হয়! ভাই সাতকড়ি পতি রায়ও এই সময় আমার সঙ্গে দেখা ক'রেছিলেন—মনে আছে তাঁর চোখ দু'টী তখন ছল্ ছল্ ক'রছিল। গাড়ী যখন চল্‌তে সুরু ক'রেছে, তখন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দাস ম'শায়ও কোত্থেকে ছুটে এসে আমাকে নমস্কার জানিয়ে তিনি যে আমাকে স্নেহ করেন তার পরিচয় দিয়েছিলেন।

কয়েকজন পুলিস কর্ম্মচারী পরিবেষ্টিত হ'য়ে, দেশবন্ধু ম'শায়ের গাড়ীখানি হঠাৎ কোন্ দিকে চ'লে গিয়েছিল দেখ্‌তে পাই নি। তাঁর বাড়ীর সমুখে কিন্তু আমার গাড়ীটা তাঁর গাড়ীর পেছনেই ছিল। কয়েক সেকেণ্ড পূর্ব্বে আমার গাড়ীর পেছনে যে ক'খানা 'ট্যাক্সি' দেখেছিলাম, সে গুলিকেও ক্রমে কোথায় হারিয়ে ফেলেছিলাম। শেষে আমার 'একাকিনী বিরহিণী' গাড়ীখানি কয়েকজন পুলিসের লোকসহ রসা রোড ও চৌরঙ্গীর পথে লালবাজারের দিকে ছুট্‌তে আরম্ভ ক'রেছিল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে হল্ এণ্ড্ এণ্ডার্সনের দোকান পার হ'য়ে ময়দানের পথে পরে পরে গভর্ণমেণ্ট হাউস ও লালদিঘী ইত্যাদির পাশ দিয়ে, লালবাজারের সনাতন পুলিস আফিসে গিয়ে উপস্থিত হ'য়েছিলাম। মিঃ ফিসার নামক কোনও পুলিস কর্ম্মচারীর একটা ঘরে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে হুকুম হ'য়েছিল। সেখানে গিয়ে দেখেছিলাম—বঙ্গীয় প্রাদেশিক খেলাফৎ কমিটির সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও কলিকাতা খেলাফৎ কমিটির সভাপতি মৌলানা আব্দুর রৌউফ ম'শায়রা সেখানে দু'খানি চেয়ারে ব'সে আছেন, এবং সমুখে

একটী টেবিলের পাশে একখানা চেয়ারে ব'সে একজন সাহেব পুলিস কর্ম্মচারী কি জানি কি লিখ্‌ছেন।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের পাশে আরো দু'খানি চেয়ার প'ড়েছিল। আমি সে ঘরে ঢুকা মাত্র সেই সাহেব পুলিস কর্ম্মচারীটী আমাকে তার একখানি চেয়ারে ব'স্‌বার জন্য ইঙ্গিত ক'রেছিলেন। সব দেখে শুনে বুঝ্‌তে পেরেছিলাম—দাশ ম'শায় তখনো সেখানে এসে পৌছেন নি। মৌলানা আব্দুর রৌউফ সাহেব ব'লেছিলেন তাঁকে এত তাড়াতাড়ি ক'রে ধ'রে নিয়ে এসেছিল যে, তিনি এমন কি তাঁর টুপি পর্য্যন্ত আন্‌তে সময় পান নি। মৌলানা আজাদ সাহেব ব'লেছিলেন, তাঁকেও যথেষ্ট তাড়াতাড়ি ক'রে ধ'রে নিয়ে এসেছিল, তবে তাঁর মাথায় টুপি এবং গায়ে গরম কাপড় দেখেছিলাম। দাশ ম'শায়কেও ধ'রে নিয়ে আস্‌ছে ব'লে আমিই তাঁ'দিগকে প্রথম সংবাদ দিয়েছিলাম। আমাদের যখন এই রকম কথাবার্ত্তা হ'চ্ছে, সেই সময় দেশবন্ধু ম'শায়কে সঙ্গে ক'রে এনে একজন সাহেব সার্জ্জেণ্ট আমার পাশের খালি চেয়ারটীতে তাঁকে ব'সতে ব'লেছিল। ঈশ্বরকে মনে মনে হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলাম যে, তিনি এতাদৃশ ভক্ত সন্ন্যাসী ও ফকির তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে এ দীন তৃণের তীর্থযাত্রায় এমন সুবন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছিলেন।

আমাকে লালবাজারে মোটের উপর আন্দাজ দশ বার মিনিট বসিয়ে রেখেছিল। তারপর আমাদের সকলকে বাহিরে এনে, দাশ ও আজাদ ম'শায়কে একখানি 'ট্যাক্সিতে' এবং আব্দুর রৌউফ ম'শায় ও আমাকে আর একখানি 'ট্যাক্সিতে' উঠিয়ে, কয়েকজন সশস্ত্র সাহেব পুলিস কর্ম্মচারী প্রেসিডেন্সি জেলের দিকে উধাও হ'য়েছিলেন। এবারে দু'খানি গাড়ীই এক সঙ্গে ছুটে চ'লেছিল। পুলিস কর্ম্মচারীদের গলায় দড়ি

এবং কোমরে লোহার নুড়ি পরিচালনা ক'রবার যন্ত্র ও সাজ সরঞ্জাম দেখে, মনে মনে একটু হেসেছিলাম। কেননা আমাদের এই আন্দোলনকে তারা যে এতটুকু পরিমাণেও বুঝ্তে পেরেছিল, এমন মনে হ'য়েছিল না। ক্রমে লালদিঘী, গভর্ণমেণ্ট হাউস, রেড্ রোড্, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল্ হল্, ভবানীপুর রোড্ এবং থ্যাকারে রোড্ পার হ'য়ে, প্রেসিডেন্সি জেলের সম্মুখে এসে আমাদের রথ দু'খানি ধীরে ধীরে দাঁড়িয়েছিল।

সে দৃশ্য এ জীবনে কখনো ভুল্তে পারবো কি না সন্দেহ। পশ্চাতে বনান্তরালে অজগরের মত, বৃক্ষান্তরালে ইংরাজের লৌহ বিনির্ম্মিত একাধিক কামান মুক্তি-বিহ্বল হরিণের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। সম্মুখে প্রেসিডেন্সি জেলের বিশাল সিংহ দরজার পরপারে তার বিরাট গহ্বর দুনিয়ার ভালমন্দ সকল জিনিষই গিলে ফেল্বার জন্য মুখব্যাদন ক'রে র'য়েছে মনে হ'য়েছিল এবং এই দুই জিনিষের তীব্র ও জ্বালাময়ী সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে বাংলার উদ্ভ্রান্ত সন্ন্যাসী ও ফকির চতুষ্টয় বিশ্ব বিধাতার অপরূপ লীলা অবলোকন ক'র্তে ক'র্তে পুলকে শিউরে উঠ্ছিলেন দেখেছিলাম।

কোথায় গিয়েছিল আমার সাতদিনের প্রবল ম্যালেরিয়া জ্বর এবং কোথায় গিয়েছিল সে কারণে আমার শরীরের দুর্ব্বলতা। সাতদিনের পর সে দিন যে প্রথম ভাত দু'টো পেটে প'ড়েছিল, সে কথাও তখন অপূর্ব্ব ঘটনাবলীর বিচিত্র সংমিশ্রণে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হ'য়েছিলাম।

কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বভূতে বিরাজিত জ্ঞানময় দেবাদিদেব মহাদেব অবগত আছেন, বিস্মৃত হ'তে পারি নি কেবল চরণ দু' খানি আমার গর্ভধারিণী পরম দুঃখিনী স্নেহময়ী জননীর। ইতিপূর্ব্বে ১৮ই নভেম্বর রাত্রে যে ঘটনা ঘ'টেছিল, আজ দেখ্লাম আমার অন্তরের অন্তরে সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হ'চ্ছে। আজ আমার যাত্রা পর্ব্বের শেষ দিনের শেষ সময়ে, পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ, সকল দিক্ সৌরভে আকুল ক'রে, আমার

মাতৃ চরণ কমল আমার হৃদয় কাননে সত্যই হঠাৎ ফুটে উঠেছিল। ক্ষণিকের তরে মানব সুলভ দুর্ব্বলতায় কথঞ্চিৎ বিচলিত হ'লেও, শেষে জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত ক'রে উপলব্ধি ক'রতে সক্ষম হ'য়েছিলাম, আমার গর্ভধারিণী কাঙ্গালিনী মাতা ঠাকুরাণীর চরণাবয়বের সঙ্গে আমার স্বর্গাদপী গরীয়সী জননী জন্মভূমির চরণশ্রীর কোনও পার্থক্য ছিল না। সুতরাং ঠেলাঠেলি ও টানাটানি, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও মঙ্গলামঙ্গল, কোন ভাবনাই আর ভাববার আবশ্যক বোধ করি নি। আজ শুধু একে দুই ও দু'যে এক—এই এক সাধনা ক'রতে ক'রতে সমূহ অমিলন মহামিলনে এবং সমস্ত অসামঞ্জস্য বিপুল সামঞ্জস্যে পরিণত হ'য়েছিল। গুণী জ্ঞানী মহাজনগণের কাছে আমার এই নিতান্ত সাদা কথা কয়টা হয়ত ভাল লাগ্‌বে না, কিন্তু আমার জীবনে যা' ঘ'টেছে তাই আমি লিখ্‌ছি। আদর্শকে বাস্তবে এবং অনন্তকে সান্তে পরিণত ক'রতে, এমন মহৌষধি আমি তো আর কিছু দেখি নি।

সন্ধ্যা ছ'টার পূর্ব্বেই স্রোতের তৃণ স্রোতে ভাস্‌তে ভাস্‌তে এবারে নির্ভুলে স্বরাজ আশ্রমের পুণ্যতীর্থে তীর্থযাত্রীরূপে আশ্রয় লাভ ক'রেছিল। ভগবানের হাতে তৈরি যে তৃণ, মানুষের আইন অগ্রাহ্য ক'রে ভগবানের আইনের স্রোতে নাচ্‌তে নাচ্‌তে সে যখন যেখানে যায়, সে-তো সে স্থানটীকে তখনকার মত তার স্বরাজ আশ্রম কিংবা তীর্থক্ষেত্র ব'লবেই এবং মনে মনে অনুভব ক'রবেও সেই রকম ভাব। তুমি আমি অবিশ্বাসী সকলে, দুনিয়ার এই অবিশ্বাসে ঘেরা চিড়িয়াখানায় ব'সে তার সঙ্গে একমত হ'তে না পারি, কিন্তু তার তা'তে একেবারেই কিছু যায় আসে না। সে যে বিশ্বাসী।

বিচার পর্ব

'All that I wish to say is that inspite of the verdict of the Jury, I maintain that I am innocent. There are higher Powers that rule the destinies of things : and it may be the will of the Providence that the cause which I represent may prosper more by my sufferings than by my remaining free.'

—Bal Gangadhar Tilak—

(১)

প্রেসিডেন্সি জেলের পূর্ব্বমুখী দু'টা প্রবেশ দ্বার আছে। একটী প্রকাণ্ড—প্রায় আট দশ হাত চওড়া, অন্যটী এতটুকু—দু'হাতও প্রস্থ হবে না। বড়টী দিয়ে সচরাচর গরুর গাড়ী ইত্যাদি যাতায়াত করে এবং ছোটটী দিয়ে কর্ম্মচারী ও কয়েদীগণকে গতিবিধি ক'রতে হয়। লাল বাজারের সশস্ত্র পুলিস কর্ম্মচারিগণ আমাদিগকে এই ছোট দরজাটী দিয়ে জেলের ভিতর নিয়ে গিয়েছিল এবং পার্শ্ববর্ত্তী জেল আফিসের চার খানি চেয়ারে আমাদের চারজনকে উপবেশন ক'রবার অধিকার দিয়েছিল। জেলের 'সুপার' থেকে আরম্ভ ক'রে জেলার এবং নায়েব জেলার প্রভৃতি প্রায় সকলকেই যে যাঁর যায়গায় উপস্থিত দেখে অনুমান ক'রেছিলাম, গভর্ণমেণ্টের বিশেষ হুকুমে আমাদিগকে অসময়ে জেলের ভিতর ঢুকিয়ে নেবার জন্য তাঁরা সে সময়েও সেখানে হাজিরি দিতেছিলেন। 'রেস কোর্স' বা ঘোড় দৌড়ের মাঠের এত কাছে যাঁদের বাস, তাঁরা এর পূর্ব্বে ডিসেম্বর মাসের কোন শনিবারে এমন ভাবে সন্ধ্যা ছ'টা পর্য্যন্ত আফিসে উপস্থিত ছিলেন কিনা, তার ইতিহাস আমি অবগত নই।

মিনিট দু'য়ের মধ্যে দাশ ম'শায়কে জেলের 'সুপার' কর্ণেল হ্যামিণ্টন্ সাহেবের কাছে ডেকে নিয়ে যাওয়া হ'য়েছিল। মিনিট তিনের মধ্যে তিনি ফিরে আস্‌তে না আস্‌তে, আমরা সকলেই গাত্রোত্থান ক'রবার হুকুম পেয়েছিলাম। জেলের ভিতর ঢুকবার জন্যও দক্ষিণ ও পশ্চিম মুখী ছোট বড় দু'টী দরজা আছে। একজন সিপাই দক্ষিণ মুখী ছোট দরজাটী খুলে আমাদিগকে আকার ইঙ্গিতে তার ভিতর প্রবেশ ক'রতে অনুরোধ করে। এতক্ষণে আমবা প্রেসিডেন্সি জেলের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হ'য়েছিলাম। চারিদিকের নিস্তব্ধতা উপলব্ধি ক'রে বুঝেছিলাম, কয়েদীগণকে ইতিমধ্যে তাদের শয়নাগারে বন্ধ করা হ'য়েছে। দু'একটা বৈদ্যুতিক বাতি এখানে ওখানে জ্বল্‌ছিল, তাদেরই অনুগ্রহে আমাদিগকে জেলের ভিতরের দক্ষিণ মুখী ছোট দরজা থেকে প্রথমে প্রায় দু'শ' হাত দক্ষিণমুখে নিয়ে যাওয়া হ'য়েছিল। জেলের কোন্ কোন্ কর্ম্মচারী তখন আমাদিগকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তা' এখন স্মরণ হ'চ্ছে না। দু'শ' হাতের ভিতর আরো দু'টী লোহার দরজা পার হ'লে, পূর্ব্বমুখে প্রায় একশ' হাত গিয়ে একটা পাকা পাঁচিলের গায় একটী কাঠের দরজার সমুখে আমরা উপস্থিত হ'য়েছিলাম। দরজাটী ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। কর্ম্মচারীদিগের কারু আহ্বানে একজন সুসজ্জিত গুর্খা সৈনিক এসে সেটা খুলে দিলে, আমরা ভিতরে প্রবেশ ক'রে দেখেছিলাম—শ্রীমান্ চিররঞ্জনকে জনৈক সাহেব 'ওয়াডার' বা প্রহরী ঠিক সেই সময় একটী 'সেল' বা 'ডিগ্রিতে' ঢুকিয়ে তার চাবি বন্ধ ক'রে দিচ্ছে। 'সেল' বা 'ডিগ্রি' কাকে বলে, একটু পরে ব'ল্‌বো।

আরো দেখেছিলাম—শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার ম'শায় ইতিমধ্যে একটী 'সেলে' আবদ্ধ হ'য়েছেন এবং বড় বাজারের শ্রীযুক্ত পদম্‌রাজ জৈন ও শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বর্ম্মন ম'শায়রা 'সেলে' আবদ্ধ হবার

জন্য তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে প্রস্তুত হ'চ্ছেন। এ কথা বোধহয় কা'কেও খুলে ব'লতে হবে না যে, সে সময় সেই অবস্থায় হঠাৎ আমাদিগকে—বিশেষতঃ দেশবন্ধু ম'শায়কে—সেখানে দেখে, তাঁরা সকলে বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হ'য়েছিলেন। সাহেব প্রহরীর উদ্যত কবল থেকে কোনও প্রকারে ক্ষণকালের জন্য নিষ্কৃতি লাভ ক'রে শ্রীমান্ চিররঞ্জন তাঁর পিতার কাছে ছুটে গেলে, তাঁর কোমলহৃদয় স্নেহপ্রবণ পিতা তাঁর একমাত্র পুত্রকে আজ চার দিনের পর বুকের কাছে পেয়ে, একটী ছোট্ট স্নেহমাখা চুম্বনে শ্রীমানের গণ্ডস্থল রঞ্জিত ক'রে দিয়েছিলেন।

শ্রীমানের ৪ নম্বর 'সেলে' বাড়ী থেকে আনা একটা বিছানা ছিল ব'লে, দেশবন্ধু ম'শায়কে সেই ৪ নম্বর 'সেলে' যায়গা দেওয়া হ'য়েছিল। মৌলানা আজাদ ৫ নম্বর 'সেলে' এবং মৌলানা আব্দুর রৌউফ ১০ নম্বরে স্থান নিয়েছিলেন। শ্রীমান্ চিররঞ্জন ৬ নম্বর 'সেলে' এবং আমি ৭ নম্বর 'সেলে' আশ্রয় নিয়েছিলাম। শ্রীযুক্ত বর্ম্মন্, জৈন ও সরকার ম'শায় একাদিক্রমে ১, ২ ও ৩ নম্বর 'সেলে' এবং দু'জন মুসলমান বন্ধু ৮ ও ৯ নম্বর 'সেলে' পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুযায়ী স্থান পেয়েছিলেন।

যেখানে একটী দ্বিতল গৃহে এই দশটী 'সেল' বিরাজিত ছিল, তাকে 'ইউরোপীয়ান্ ইয়ার্ড' বলে। এই 'ইয়ার্ডটী' প্রেসিডেন্সি জেলের পূর্ব্ব উত্তর কোণে অবস্থিত। এর চারদিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, উত্তর পশ্চিম কোণে স্নানাগার ও পাইখানা এবং এর দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে একটা পাকা রান্নাঘর আছে। যে দ্বিতল গৃহের উল্লেখ ক'রছি, তার নিম্নতলের পাঁচটী 'সেলকে' ১ থেকে ৫ নম্বর 'সেল' এবং তার দ্বিতলের পাঁচটী 'সেলকে' ৬ থেকে ১০ নম্বর 'সেল' বলা হয়। সুতরাং শ্রীযুক্ত বর্ম্মন্, জৈন, সরকার, দাশ ও আজাদ ম'শায়রা নিম্নতলের পাঁচটী 'সেলে' এবং শ্রীমান্ চিররঞ্জন, আমি, দু'জন মুসলমান বন্ধু ও মৌলানা আব্দুর রৌউফ দ্বিতলের পাঁচটী 'সেলে' সে রাত্রের মত

আবদ্ধ হ'য়েছিলাম। দ্বিতল গৃহটী দক্ষিণ মুখী, তার উচ্চ নিম্ন দুই তলেই দু'টী চলন সই বারান্দা আছে। তার সমুখের প্রাঙ্গনটী পরিমাণে এক বিঘার চেয়ে কিছু বেশী হ'তে পারে।

আমরা যাকে কামরা বা কুঠরী বলি, জেলের ভাষায় তাকেই 'সেল' বা 'ডিগ্রি' বলে। প্রভেদ এই যে, সেল বা ডিগ্রিতে কামরার মত চারদিকে দরজা জানালা নেই। যে সেলগুলির কথা ব'লছি, তাদের উত্তর দেয়ালে ছাদের প্রায় এক বিঘৎ নীচে, ভিতরের মেজে থেকে প্রায় দেড় মানুষ উপরে, এক একটী দু'হাত লম্বা ও পাঁচ পোয়া চওড়া জানালা এবং দক্ষিণ দিকে মেজের উপর সাড়ে চার হাত দীর্ঘ ও দু'হাত প্রস্থ এক একটী দরজা আছে। এতদ্ব্যতীত সেলগুলিতে বায়ু প্রবেশের অন্য কোন ব্যবস্থা বা উপায় নেই। এদিকে অথচ সেলগুলির পরিমাণ লম্বায় বার ফুট এবং প্রস্থে দশ ফুট মাত্র ছিল। দশটী সেলই আকারে প্রকারে এবং সাজ সরঞ্জামে একই রকম দেখেছিলাম, অবশ্য সে রাত্রে নয়। এমন কি, সকল সেলের কড়ি বর্গা পর্য্যন্ত একই মাপের এবং একই রংয়ের ব'লে চট্ ক'রে চোখে প'ড়েছিল।

সাজ সরঞ্জামের সাদৃশ্যের কথা বিশ্লেষণ ক'রে না ব'ল্লেও চলে। একখানি ৬ ফুট লম্বা ও আড়াই ফুট চওড়া লোহার খাট, তা'র উপরে শত কয়েদীর পদরজ মাখা একখানি চটের গদি, ছারপোকা ভরা দু'খানা পুরাতন ছেঁড়া কম্বল, একটা কেরোসীন কাঠের ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তি টেবিল, একটা টুল, একটা সোরাই বা কুঁজো, একটা পেয়ালা এবং রাত্রে মলমূত্র উভয় পরিত্যাগের জন্য লোহার একটা গোলাকার সামগ্রী সর্ব্বদাই সকল সেলে বিরাজিত থাকে। এ ছাড়া নীচের পাঁচটী সেলে পাঁচটা বৈদ্যুতিক আলো ছিল এবং উপরের পাঁচটী সেলের দরজায় পাঁচটা ভাঙ্গা আভাঙ্গা হ্যারিকেন সন্ধ্যার সময় টাঙ্গিয়ে দিত।

'ইউরোপীয়ান্ ইয়ার্ডে' প্রবেশ ক'রবার সুরু থেকে আন্দাজ পাঁচ মিনিটের মধ্যেই, দোতালার ৭ নম্বর সেলে আমায় ঢুকিয়ে দিয়ে বাহির থেকে সেটাকে একটা লোহার হুড়কো ও তালাচাবি দিয়ে বন্ধ ক'রে দিয়েছিল কপাট বিহীন ভীমকায় সেই লৌহ দরজার ভিতর একলাটী ব'সে, প্রথমে তখনকার সাথের সাথী সকলকে ভাল ক'রে দেখে নিয়েছিলাম। লোহার খাটটীতে কোন প্রকারে শীতকালটায় যে শরীর রক্ষা হ'তে পারবে, সে সম্বন্ধে বিশেষ কোনো সন্দেহ হ'য়েছিল না; তবে শীতের পর তার উপর শুয়ে নিয়মানুসারে সময় মত ঘুম আসবে কি না, সে সম্বন্ধে আমাব গুরুতর সংশয় উপস্থিত হ'য়েছিল। পরপদলাঞ্ছিত চটের গদিটীকে একেবারে বাদ দিব স্থির ক'রেছিলাম, কিন্তু লোহার খাটটীতে 'স্প্রীং' না থাকায় কেবল দু'খানি ছেঁড়া কম্বলে কার্য্যোদ্ধার হবার সম্ভাবনা ছিল না দেখে, সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করি নি। মশক সম্প্রদায়ের চব্বিশ প্রহরী সঙ্কীর্ত্তনের নমুনা শুনে, বিনা মশারীতে কিরূপে রাত্রি অতিবাহিত হবে, সেই কথাই অহরহ মনে প'ড়ছিল। কোন কিছু প'ড়ে কিম্বা লিখে রাত্রি কাটাবার পক্ষে ভীষণ অসুবিধা দেখেছিলাম — আলোকের অভাব। যে হ্যারিকেনটী আমার পিঞ্জরের বহির্ভাগে ঝুল্‌ছিল, তার ভাঙ্গা চিম্‌নিটী কাগজ দিয়ে জুড়ে দেওয়া হ'য়েছিল ব'লে, কাগজের আড়ালে তার আভা কতকটা নিষ্প্রভ অনুভব ক'রেছিলাম—অন্ততঃপক্ষে, ঘরের মধ্যে তার আলোকে লেখাপড়া ক'রবার একেবারেই কোন সম্ভাবনা ছিল না ব'ল্লে অত্যুক্তি হবে না। হ্যারিকেনটীকে ঘরের মধ্যে আন্‌তে তখন যেমন বারণ ছিল, তেম্নি পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় তাকে ঘবের ভিতর নেবার কোন উপায়ও দেখেছিলাম না। কুঁজোটীতে এক কুঁজো জল ছিল বটে, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ সে দিন শীতকালের সারারাত্রি নিরাহারে নিশিপালনের সুবন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে কুঁজোর দিকে আমার

নজর দেবার আবশ্যকতাও নষ্ট ক'রে দিয়েছিলেন। আমার তা'তে বিশেষ কোনও অসুবিধা হয় নি, কারণ পূর্ব্বেই ব'লেছি—সাতদিনের জ্বরের পর সে দিন সকালেই আমি চাট্টি পথ্য ক'রেছিলাম। তার উপর আমার মনের অবস্থা সে রাত্রে এমন ছিল যে, আমি ডাক্তার হ'লে আমি নিজেই আমার লঙ্ঘনের ব্যবস্থা ক'রতাম।

রাত্রি যখন আন্দাজ ৯টা, তখন কে একজন এসে আমার পিঁজরার কপাট খুলে আমার পরিচিত দু'খানি লেপ, একখানি বিছানা চাদর, একটা মশারী ও দু'টা বালিশ আমার সমুখে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। বুঝেছিলাম—আমার গ্রেপ্তারের সংবাদ অবশেষে আমার বাসাতেও পৌঁছেছে, তা' না হ'লে আমার বাসা থেকে এই সামগ্রীগুলি কি ক'রে সেখানে আস্‌বে? একে একে সকল জিনিষগুলি পরীক্ষা ক'রে অনুমান ক'রেছিলাম, আমার নীচের ঘর থেকে আমার আবাল্যের বন্ধু গোপীনাথ সেগুলি আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। জেলের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতাগণ সেগুলিকে সে রাত্রেই যে আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন, সে জন্য মনে মনে তাঁ'দিগকে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম।

কিন্তু যে জিনিষটির বিশেষ অভাব আমি হাড়ে হাড়ে অনুভব ক'রছিলাম, সেই মশারী খানি হাতের কাছে পেয়েও তা'কে টাঙ্গাবার কোনও সুবিধা ক'রতে পেরেছিলাম না। প্রথমতঃ, লোহার খাটে মশারী টাঙ্গাবার 'পোষ্ট' বা খুঁটি সে ঘরে খুঁজে পাই নি। দ্বিতীয়তঃ, মশারী টাঙ্গাবার দড়ি মশারীতে কিম্বা সে পিঁজরার অন্য কোথায়ো ছিল না। তৃতীয়তঃ, মশারী টাঙ্গাবার জন্য দেয়ালের গায়ে কোন পেরেক না থাকায়, সে সম্বন্ধে সকল 'রিসার্চ্চ' ও গবেষণা পরিত্যাগ ক'রতে বাধ্য হ'য়েছিলাম। ফলে, মশা তাড়াতে তাড়াতে একে একে দশটা, এগারটা, বারটা, একটা, দু'টো এবং তিনটে বেজে গিয়েছিল—কান পেতে সকল শুনে

শুণে দেখেছিলাম। কলিকাতায় এ অঞ্চলে এতগুলি বড় বড় ঘড়ি প্রায় এক সঙ্গে একযোগে আজ কত বৎসর ধ'রে এইরূপে বেজে আস্‌ছে, জান্তাম না। সে রাত্রে আবিষ্কার ক'রেছিলাম, এ অঞ্চলে অন্ততঃ সাতটা বড় বড় ঘড়ি বহুকাল থেকে সময় রক্ষা ক'রে আস্‌ছে। সুপ্ত নিশীথের গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে বারটার সময় যখন চুরাশিটা রং বেরংয়ের মিঠে কড়া সুর প্রায় একসঙ্গে বেজে উঠেছিল, তখন কিঞ্চিৎ অবাক্ হ'য়ে আপনাকে আপনি জিজ্ঞেস ক'রেছিলাম—এ অঞ্চলে এতদিন বাস ক'রেও এর পূর্ব্বে কোন দিন সেগুলিকে এরূপ ভাবে শুনি নি কেন? তবে দু'তিনটি রাগিণীকে পুরাতন বন্ধুর কণ্ঠস্বর ব'লেই স্পষ্ট চিন্‌তে পেরেছিলাম এবং চিন্‌তে পেরে মনে হ'য়েছিল, আমার বাসা আমার নূতন মালীর নূতন কুঞ্জ থেকে সোজাসুজি এক মাইল হবে কি না সন্দেহ।

এত কাছে থেকেও মানুষ এত দূরে বাস ক'রতে পারে, একথা আজ যত পরিষ্কার ভাবে হৃদয়ঙ্গম হ'য়েছিল, তেমনটী আর ইহজীবনে কখনো হয় নি। হাঙ্গর কুমীর ভরা যোজন ব্যাপী ভাগীরথীর একমাত্র খেয়াঘাটে দাঁড়িয়ে যে দূরত্ব কখনো অনুভব করি নি—সীমাহীন অন্তহীন তরঙ্গ বিক্ষোভিত সমুদ্রের পরপারে ছ' হাজার মাইল দূরে থেকেও সুদীর্ঘ তিন বৎসরের জন্য যে নিকটত্ব ঘুচে ছিল না, আজ এক মাইলের ভিতর একদিনেই সেই নিকটত্ব এক বিরাট দূরত্বে পরিণত হ'য়ে হিমালয়ের মত আমার চোখের সমুখে ফুটে উঠেছিল। কোন কথা লুকোবার জন্য যখন এই কারাকাহিনী লিখ্‌ছি না, তখন এই সময় গভীর নিশীথে আমার নির্জ্জন পিঞ্জরে কি ঘটনা ঘ'টেছিল, সে কথা সকলকে খুলেই ব'লবো।

আমি সত্যই বালকের মত কেঁদে বালিশ ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। প্রথমে মরা গঙ্গায় অষ্টমীর জোয়ারের মত দু'টী একটি ছোট ছোট বীচিমালা ভেসে আস্‌ছে দেখেছিলাম, কিন্তু ক্রমে ভরা ভাদরের পূরা গাঙ্গে

পূর্ণিমা বা আমাবস্যার প্লাবনের মত শত সহস্র তরঙ্গরাজি আমার ক্ষুদ্র পরিখা-ঘেরা হৃদয়-সরোবরকে নাচিয়ে ডুবিয়ে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছিল। অবশেষে আর যখন ক্ষমতা ছিল না—শরীর অবশ এবং অনুভূতি শিথিল হ'য়ে এসেছিল, তখন কি জানি কখন ঘুমিয়ে প'ড়েছিলাম।

ঘুম ভাঙ্গলে দেখেছিলাম, পিঞ্জরের অপরূপ গঠনের কৃপায় ডিসেম্বর মাসে পট্টুর গরমেই সর্ব্বাঙ্গে তিক্ তিক্ ক'রে ঘাম দেখাদিয়েছে; এবং মশার দৌরাত্ম্যে ঘুমের ঘোরে কখন মুখের উপরেও পট্টু চাপা দেওয়ায়, প্রায় হাঁপাতে আরম্ভ ক'রেছি। অতএব সর্ব্বাগ্রে শরীর থেকে পট্টু সরিয়ে দরজার দিকে মুখ ক'রে বিছানার উপর উঠে ব'সেছিলাম। অনুমান হ'য়েছিল, তখন পাঁচটা বেজে গিয়েছে; কারণ অদূরে জেলের একটা চট্ কলের বারান্দাতে কতকগুলি পায়রা তখন ডাকাডাকি ক'রতে সুরু ক'রেছে শুনেছিলাম। আমার পিঁজরার ভিতর থেকেই চট্ কলের এই বারান্দাটি দেখা যেতো। আন্দাজ পনর মিনিটের মধ্যে ছ'টা বাজ্‌লে, গত সন্ধ্যার সেই সাহেব প্রহরীটি এসে আমাদের সকলের পিঁজরা খুলে দিয়েছিল। একজন বন্ধুকে তাড়াতাড়ি লোটা হাতে আমার সেলের সমুখ দিয়ে পাইখানার দিকে চ'লে যেতে দেখে আমার স্মরণ হ'য়েছিল, সৌভাগ্যক্রমে গত রাত্রে আমার লোটাহাতে তাড়াতাড়ি ক'রে কোথাও যাবার আবশ্যক হয় নি। আবশ্যক হ'লে সে রাত্রের ব্যবস্থানুসারে আমার শয়ন গৃহেই কার্য্য শেষ ক'রে তারই সুবাসের ভিতর আমাকে রাত্রি যাপন ক'রতে হ'তো—একথা জেলে আসবার প্রথম এক মাসের মধ্যে যখন স্মরণ হ'য়েছে, তখনি রোমাঞ্চিত হ'য়েছি।

কিন্তু ব'লছিলাম কি যে—১১ই ডিসেম্বর ভোরে আমার কুঞ্জ থেকে বেরিয়েই আমাদের আশ্রমের বনহীন কাননে পোষমানা এক হরিণ দম্পতি অবলোকন ক'রেছিলাম। পরে অনুসন্ধানে অবগত হ'য়েছিলাম, কোনও

উর্দ্ধতন জেল কর্ম্মচারী স্থানাভাবে সে গুলিকে জেলের এই বিজন পল্লীতে রেখে দিয়েছিলেন—সে গুলি জেলের সম্পত্তি নয় কিম্বা সে গুলিকে সেখানকার কয়েদীদিগের নয়ন-মনের সুখ-সম্পদ্ বৃদ্ধির জন্যও সেখানে কেউ ছেড়ে দেয় নি। আজ রবিবার ব'লে জেলের সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারের কাজ বন্ধ ছিল। কেবল কাজ বন্ধ ছিল না তিন শ্রেণীর লোকের—যারা রান্না ক'রতো, যারা তা'দিগকে যোগিয়ে দিত এবং যা'দিগকে হাড়ী ব'লতো। আমাদের আশ্রমে সেইজন্য আসগর রসুইকার, রহিম যোগাড়ে ও কার্ত্তিক হাড়ীর কাজ সে দিন পূর্ব্বের মতই চ'লছিল।

একটু পরে সকলে যে যাঁর কুঞ্জ থেকে রাত্রি যাপনের পরে বে'র হ'লে আমরা কয়েক জন দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমাদের পাঁচিলের ওপারে সাধারণ কয়েদীগণ কি ক'রছে দেখ্তে গিয়েছিলাম। তাদের কেউ কেউ লোহার থালা মাজ্ছিল এবং কেউ কেউ বা তাদের শীতকালের কম্বলের কোট ধুয়ে এখানে ওখানে শুকৃতে দিচ্ছিল। যারা এদিক্ ওদিক্ ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তা'দের কেউ কেউ আমাদের মত এতগুলি ভদ্রলোককে একসঙ্গে এক যায়গায় দেখে প্রথমে বিড়ি, তারপর সিগারেট এবং শেষে সিগার আবশ্যক আছে কি না সেলাম ক'রে আমাদিগকে জিজ্ঞেস ক'রেছিল। আমরা একে একে কোনটাই খাই না ব'লে, তা'দিগকে যেন একটু অপ্রতিভ হ'তে দেখেছিলাম—যেন এ কি রকম ভদ্রলোক, সেইরূপ ভাব। জেলের ভিতর এই সকল জিনিষ এবং আরো কত কি, কিরূপে জেল সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে আবহমান কাল সরবরাহ হ'য়ে আস্ছে, তা' এখন ব'লবো না।

বেলা আন্দাজ সাতটার সময় একজন নায়েব জে'লার এসে সংবাদ দিয়েছিলেন, শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার সরকার ও শ্রীমান্ চিররঞ্জন দাশ ম'শায়কে তৎক্ষণাৎ সেণ্ট্র্যাল জেলে যেতে হবে। হেমন্ত বাবু ও চিররঞ্জন

বাবু আগে থেকেই এই সংবাদের জন্য অপেক্ষা ক'রছিলেন, কারণ একথা বোধহয় কাউকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না যে ইতিমধ্যেই তাঁ'দের বিচার শেষ হ'য়ে গিয়েছিল। প্রেসিডেন্সি জেলের নাকি এই নিয়ম যে যাঁ'দের বিচার শেষ হ'য়ে যায়, তাঁ'দিগকে যাঁ'দের বিচার শেষ হয় নি তাঁ'দের সঙ্গে একত্র থাকতে দেয় না। বিশেষতঃ, জেলে তো আমরা কেউ কারু সঙ্গে যুক্তি তর্ক ক'রবার অধিকার কামনা করি নি; কাজে-কাজে হেমন্ত বাবু ও চিররঞ্জন বাবুকে আমাদিগের আশ্রম থেকে মুহূর্ত্তের মধ্যে সেণ্ট্র্যাল জেলে নিয়ে চ'লে গিয়েছিল। ক্রমে ক্রমে দু'তিন ঘণ্টার মধ্যে দু'জন মুসলমান বন্ধুকে এবং বড় বাজারের শ্রীযুক্ত পদম্‌রাজ জৈন ও শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বর্ম্মণ ম'শায়কেও আমরা হারিয়েছিলাম।

কিন্তু এঁ'দের পরিবর্ত্তে পেয়েছিলাম—বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু ও পণ্ডিত অম্বিকা প্রসাদ বাজপৈ ম'শায়কে। পণ্ডিত অম্বিকা প্রসাদ বাজপৈ ম'শায় 'স্বতন্ত্র' সংবাদ পত্রের সম্পাদক ছিলেন এবং বন্ধুবর সুভাষ চন্দ্রের পরিচয় দিবার আবশ্যক নেই। ইনিই গত বৎসর ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষায় পারদর্শীতার সহিত উত্তীর্ণ হ'য়ে, সে চাকরী অবহেলায় পরিত্যাগ ক'রেছিলেন। পণ্ডিত ম'শায়কে গত সন্ধ্যায় গ্রেপ্তার ক'রে এনে সেই জেলের 'দশ ডিগ্রিতে' রেখেছিল। সুভাষ বাবুর অনুসন্ধান চ'লছে শুনে, তিনি কংগ্রেস আফিস থেকে লালবাজারে টেলিফোঁ করায়, পুলিস এসে গত রাত্রি আন্দাজ আটটার সময় তাঁ'কে সেখানে ধ'রে ছিল এবং তিনিও গত রাত্রি আন্দাজ ন'টার সময় 'দশ ডিগ্রিতে' স্থান পেয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে আসগর রসুইকার দু'খানি টোষ্টকরা পাঁউরুটী, কিছু মাখম, দু'টী ডিম সিদ্ধ এবং এক পেয়ালা চা আমার টেবিলের উপর রেখে দিয়ে গিয়েছিল। দ্রব্যগুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে স্মরণ হ'য়েছিল, কয়েক-

বিচার পর্ব্ব

দিন জ্বরের পর সবে গত দিবস দু'টী পথ্য ক'রেছিলাম; কিন্তু এত ঘটনার পরেও আজ শরীরের অবস্থা বেশ ভাল দেখে, করুণাময় ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানাতে জানাতে, সেগুলির সদ্ব্যবহার ক'রতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ হ'য়েছিল না। প্রায় একুশ ঘণ্টাকাল একরকম অনাহারে থেকে গরম গরম দু'খানি টোষ্ট্ ও দু'টী ডিম সিদ্ধ দেখ্‌লে, কেউ বোধহয় তার সদ্ব্যবহার ক'রতে কস্মিন্‌কালে কুণ্ঠিত হয় নি। নির্দ্দয় বিধি এই চির-প্রজ্বলিত রাবণের চিতাটীকে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত না ক'রলে, এ পৃথিবীর কোন সমস্যাই কোন দিন মীমাংসিত হবে ব'লে বিশ্বাস হয় না। যা' হোক্, পেটে কিছু প'ড়লে ঘটের কর্ম্মশক্তির বিকাশ হয়; আমিও আমার নূতন মঠের বাকী কতকগুলি অচেনা ও অজানা জিনিষকে চিন্‌তে এবং জান্তে চেষ্টা ক'রেছিলাম।

আমাদের আশ্রমের লাগাও পূর্ব্বে যে দীর্ঘ পাচিল পরিলক্ষিত হ'য়েছিল, সাহেব প্রহরী প্রভৃতিকে জিজ্ঞেস ক'রে অবগত হ'য়েছিলাম, তাকেই প্রেসিডেন্সি জেলের বিখ্যাত 'চুয়াল্লিশ ডিগ্রি' বলে। এই চুয়াল্লিশ ডিগ্রিতেই' না কি বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের যুগে অনেক বড় বড় কর্ম্মী এবং নেতাকে তাঁ'দের বিচারের পূর্ব্বে এবং পরেও বন্দী ক'রে রাখা হ'তো। এতে চুয়াল্লিশটী সেল আছে ব'লে, এর নাম হ'য়েছে 'চুয়াল্লিশ ডিগ্রি'। শুন্‌লাম—এর সেলগুলিতে বায়ু সঞ্চালনের যেমন বিশেষ কোনও বন্দোবস্ত নেই, তেম্নি এর ভিতর দিনের বেলায় সকল সময় পরিষ্কার ভাবে আলো পাওয়া যায় না। আমাদের দক্ষিণ পাঁচিলের বাহিরে একটী নাতিক্ষুদ্র মাঠ দেখেছিলাম, তাতে জেলের কতকগুলি বেহারী গরু ও মহিষ ছেড়ে দেওয়া হ'য়েছিল। আমাদের 'ইয়ার্ডের' পশ্চিম দক্ষিণ কোণে পূর্ব্ব কথিত চট্ কল ও তার উপর দিয়ে অদূরে জেলের হাঁসপাতাল এবং 'ফিমেল ইয়ার্ড' বা স্ত্রীলোক কয়েদীদের থাক্‌বার স্থান দেখ্‌তে পেয়েছিলাম।

পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে আরো কিছু দূরে ঝাউ গাছগুলির ভিতর দিয়ে আলিপুর সেণ্ট্র্যাল জেলও দেখা যাচ্ছিল। পশ্চিমে সাধারণ কয়েদীগণের খাবার জন্য দু'টী প্রকাণ্ড টিনের আটচালা এবং তারপর আরও একটী চটের কল দেখেছিলাম। আমাদের স্নানাগারে দু'টী জলের কল এবং পাইখানায় দু'টী 'কমোড্' ছিল।

সে দিন সকালে আসগর রসুইকারকে ব'লে দিয়েছিলাম, আমি জেলের খাওয়াই খাবো। কিন্তু বেলা আন্দাজ সাড়ে দশটার সময় বাড়ী থেকে রোগীর পথ্যের মত কিছু আহার্য্য আসায়, অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত সেগুলি আহার ক'রেছিলাম। জেলের কোন কর্ম্মচারী এই সময় সংবাদ দিয়েছিলেন—যতদিন না আমাদের বিচার শেষ হবে, ততদিন আমরা আমাদের বাড়ী থেকে দু'বেলাই খাবার আনাতে পারবো। আমাদের কারু কারু খাবার সে জন্য দু'বেলাই বিচারের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁদের বাড়ী থেকে আস্‌তো। আমিও আমার বাড়ী থেকে প্রায় পাঁচ সপ্তাহ যাবৎ দু'বেলা খাবার আনাতাম, কিন্তু শেষের প্রায় একমাস রাত্রে বাড়ী থেকে কোন কিছু না আনিয়ে জেলের খাবারেই রাত্রি যাপন ক'রতে অভ্যাস সুরু ক'রেছিলাম।

সে দিন বিকেলে আমার বাসা থেকে আমার খদ্দরের বিছানা ও চাদর ইত্যাদি আমার স্বরাজ আশ্রমে পৌছেছিল। লোহার খাটগুলিতে খুঁটির অভাবে আমরা সকলেই গতরাত্রে তেমন সুবিধা ক'রতে পারি নি শুনে, জেলের 'সুপার' দশটী সেলের জন্য দশটী মশারী এবং দশটী খাটের জন্য চল্লিশটী লোহাব খুঁটী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দাশ ম'শায়ের মশারীর আবশ্যক ছিল না, কারণ শ্রীমান্ চিররঞ্জনের সময় থেকেই তাঁর সেলে তাঁর বাড়ীর একটী মশারী ছিল। আমার বাড়ীর মশারীটী প্রস্থে আমার খাটের দ্বিগুণ হ'য়েছিল ব'লে, আমি কিন্তু জেলের একটী মশারী

নিয়েছিলাম। যাঁদের মশারী একেবারে ছিল না, তাঁরা তো এক একটী পে'য়েছিলেনই।

বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত সে দিন আমাদিগকে কোন হাকিমের কাছে না নিয়ে যাওয়ার কোন কারণ খুঁজে পেয়েছিলাম না। কেতাবে বোধহয় প'ড়েছিলাম, গ্রেপ্তারি আসামীকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পুলিস না কি কোন না কোন হাকিমের কাছে উপস্থিত ক'রতে বাধ্য। ১০ই পাঁচটা থেকে ১১ই পাঁচটা পর্য্যন্ত হিসাবে যে চব্বিশ ঘণ্টা হয়, তা' সম্যক্ রূপে উপলব্ধি ক'রেছিলাম। সে দিন রবিবার ব'লে স্মরণ হওয়ায় মনে হ'য়েছিল, বোধহয় কোন কোন আইন কোন কোন যায়গায় রবিবারে অপ্রচলিত থাকে। তবে নানান্ কারণে কিন্তু এ সকল চিন্তাকে তখন হৃদয়ে অধিকক্ষণ স্থান দিতে পারি নি। সন্ধ্যা সমাগমে যোগাড়ে রহিমকে কুঁজোতে জল দিতে ব'লেছিলাম, এবং পাইখানায় গিয়ে সমাগত রাত্রির জন্য যথাসম্ভব নিশ্চিন্ত হ'য়েছিলাম। এর কিঞ্চিদধিক দশ মিনিটের মধ্যে সাহেব প্রহরীটী এসে আমাকে আবার রাত্রের মত পিঞ্জরাবদ্ধ ক'রেছিল, এবং তার পেছনে জনৈক গুর্খা সৈন্য তালাটা নেড়ে চেড়ে দেখে গিয়েছিল— সেটা প্রকৃত পক্ষে বন্ধ হ'য়েছে কি না। সে রাত্রে আর এমন কোন নূতন ঘটনা ঘটে নি, এখানে যার উল্লেখ করা যেতে পারে।

(২)

তার পরদিন বেলা আন্দাজ এগার-বারটার সময় হঠাৎ মিঃ কীড্ আমাদের 'ইয়ার্ডে' এসে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন এবং আমাদিগকে সংবাদ দিয়েছিলেন—আমাদের চার জনের অর্থাৎ দাশ, আজাদ ও বসু ম'শায়দের এবং আমার মোকদ্দমা আগামী কল্য পর্য্যন্ত মুলতবি হ'য়েছে। আমাদি-গকে কোনও হাকিমের কাছে না নিয়ে গিয়ে আমাদের অজ্ঞাতসারে কে

এমন ক'রলে জিজ্ঞেস করায় তিনি ব'লেছিলেন, পুলিসেই আমাদিগকে এই ভাবে 'রিমাণ্ড্' ক'রেছে। কতদিন আমাদিগকে কোনো হাকিমের কাছে না নিয়ে গিয়ে পুলিস এইভাবে দিন ফেল্‌বে জিজ্ঞেস ক'রলে, তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, পনর দিন পর্য্যন্ত এমন হ'তে পারে।

এখন, দাশ ম'শায়ের সেলের সমুখেই আমাদের এই কথাবার্ত্তা হ'চ্ছিল। সেখানে দাশ ম'শায়, আমি এবং আরো দু'একজন উপস্থিত ছিলাম। মিঃ কীডের সকল কথা শুনে দাশ ম'শায় জিজ্ঞেস ক'রেছিলেন—তাঁর আইন ব্যবসায় পরিত্যাগের পর আইনের কিছু পরিবর্ত্তন ঘ'টেছে কি না; কিন্তু আমার যতদূর স্মরণ হয়, মিঃ কীড্ এ প্রশ্নের কোন উত্তর দেন্ নি। ইত্যবসরে মিঃ কীড্‌কে আমি প্রশ্ন করি যে, আমাকে কি অপরাধের জন্য কোন্ ধারায় গ্রেপ্তার করা হ'য়েছে; কারণ তখন পর্য্যন্ত আমি কোন 'ওয়ারেণ্ট্' বা পরওয়ানা দেখি নি এবং কি অপরাধের জন্য আমাকে গ্রেপ্তার করা হ'যেছে, সে কথাও কেউ আমাকে বলে নি। আমিও পুলিসের কোন কর্ত্তৃপক্ষকে এর পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে কোন সংবাদ জিজ্ঞেস করি নি, কারণ মনে ক'রেছিলাম—তাঁরা নিশ্চয়ই একটা কোন গুরুতর ধারার ভিতব আমাকে ফেলে থাক্‌বেন। আজ কিন্তু মিঃ কীডের মুখে পলিসেই আমাকে পনর দিন পর্য্যন্ত 'রিমাণ্ড্' ক'রতে পারে শুনে মনে হ'য়েছিল, এখনো পর্য্যন্ত আমাব তদন্ত শেষ হয় নি এবং হয়ত অপরাধও নির্ণীত হ'তে বাকী আছে। এই সকল কারণে মিঃ কীড্‌কে, অর্থাৎ যিনি আমাকে দাশ ম'শায়ের বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার ক'রে এনেছিলেন তাঁকে, কাছে পেয়ে উল্লিখিত সংবাদগুলি তাঁর মুখ থেকে শুন্‌তে আমার ইচ্ছা হ'য়েছিল।

মিঃ কীডের উত্তর শুনে আমি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠেছিলাম। মিঃ কীড্ ব'লেছিলেন, আমাদের সকলকে 'ক্রীমিন্যাল্ প্রোসিডিয়োর কোড' বা ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৫৪ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হ'য়েছে।

সৌভাগ্যক্রমে কিম্বা দুর্ভাগ্যক্রমে জানি না, আগে থেকেই জান্তাম—এই ধারায় যে কেবল গরু হারালেই পাওয়া যায় এমন নয়, এ ধারার অনুকম্পায় সন্দেহ ক'রে গভীর রাত্রে যা'কে তা'কে চোর এবং এমন কি ডাকাত ব'লেও মাঝে মাঝে ধরা হ'য়ে থাকে। দেশবন্ধু ম'শায় প্রভৃতি আমরা সকলে কোন্ দলে প'ড়েছিলাম ঠিক ক'রতে না পেরে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠেছিলাম।

মিঃ কীড্ কিন্তু অন্য যে একটী সংবাদ দিয়ে আমাদিগকে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত ক'রেছিলেন, সেটী এই যে সে দিন সোমবার আমাদের চারজনের বিরুদ্ধে ১৯০৮ সালের 'ক্রীমিন্যাল্ ল য়্যামেণ্ডমেণ্ট্ য়্যাক্টের' ১৭ (২) ধারার অপরাধের জন্য এক অভিযোগ উপস্থিত করা হ'য়েছে। ১৭ (২) ধারার অপরাধটা যে বে-আইনি সভা সমিতি পরিচালনা করা, স্থূল ভাবে তা' জানাছিল বটে; কিন্তু সে অপরাধের জন্য কেমন এবং কত দণ্ড হ'তে পারে, তা' তখন সঠিক অবগত ছিলাম না। এই ঘটনার পাঁচ ছ' দিন পরে বাড়ী থেকে আইন খানা আনিয়ে জ্ঞাত হ'য়েছিলাম, এ অপরাধের জন্য আইনে উর্দ্ধ সংখ্যা তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। মিঃ কীড্‌কে এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞেস ক'রতে সময় হয় নি, কারণ তিনি আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েই আমাদিগের 'ইয়ার্ড' থেকে অন্তর্হিত হ'য়েছিলেন।

সে দিন বিকেল পাঁচটার সময় এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘ'টেছিল। স্মরণ থাক্‌বে, সেই দিন দুপুর বেলা মিঃ কীড্ ব'লে গিয়েছিলেন, আমাদের মোকদ্দমা তার পরদিন পর্য্যন্ত মুলতবি হ'য়েছে। কিন্তু সে দিন বেলা পাঁচটার সময় একজন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ খাঁ ও তাঁর সঙ্গে কয়েকজন আমলা ফয়লা এসে আমাদিগের সেলের সমুখে উপস্থিত হ'য়েছিলেন, এবং কি একখানা কাগজে ২৩শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দিন প'ড়লো

লিখে আমাদিগকে ব'লে দিয়েছিলেন—আমাদের মোকদ্দমা ২৩শে তারিখে হবে। তারপর বোধহয় তিনিই আমাদিগের সকলকে একে একে জিজ্ঞেস ক'রেছিলেন—আমরা কেউ জামিনে খালাস হ'তে চাই কি না। আমরা কিন্তু সকলেই একবাক্যে 'না' ব'ল্লে, তাঁরা তাঁদের কাগজ পত্র ও দোয়াত কলম ইত্যাদি নিয়ে ধীরে ধীরে সে স্থান থেকে প্রস্থান ক'রেছিলেন; এবং আমাদের কারু বুঝ্‌তে বাকী ছিল না যে, দাশ ম'শায়ের 'আইন পরিবর্ত্তনের' ওষুধে এক্ষেত্রে রোগীর এমন অবস্থা ঘ'টেছিল। যা' হোক্, আসামীকে হাকিমের কাছে হাজির না ক'রে, হাকিমকে আসামীর কাছে এমন ভাবে হাজির করা এই প্রথম দেখেছিলাম।

২৩শে ডিসেম্বর অর্থে আমাদের সকলকে একেবারে বার দিনের ধাক্কা সাম্‌লাতে হ'য়েছিল। এই বার দিনের ভিতর এমন কয়েকটী ঘটনা ঘ'টেছিল যে, তার উল্লেখ না ক'রলে আমার এই কারাকাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কিন্তু চিন্তা ক'রে দেখ্‌লাম, এই বিচার পর্ব্বে এর পর কেবল আমার বিচারের কথাগুলিই লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত। কারণ অন্যান্য কথার মধ্যে বিচারের কথাগুলি যেমন পরিস্ফুট হবে না, তেম্নি অন্যান্য কথাগুলিরও বিচারের কথার মধ্যে ভাল মানাবার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং এখন কেবল তারিখ ধ'রে বিচারের কাহিনীগুলিই বর্ণনা ক'রবো, এবং অন্য যে সকল উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১২ই ডিসেম্বর থেকে আমার বিচারের শেষ দিনের মধ্যে ঘ'টেছে ও যে সকল ঘটনা এখন বাদ দিয়ে যাচ্ছি, সেগুলি এই পর্ব্বের শেষ ভাগে বর্ণিত হবে।

২৩শে ডিসেম্বর কোর্টে যেতে হবে মনে ক'রে,সকাল সকাল স্নানাহারের বন্দোবস্ত ক'রেছিলাম; কিন্তু বেলা প্রায় চারটে পর্য্যন্ত কারু কোন সংবাদ পেয়েছিলাম না। চারটের সময় একজন সহকারী জেলার বাবু এসে আমাদিগকে জেলের আফিসে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং প্রেসিডেন্সি

ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ খাঁকে সে দিন আবার জেলের আফিসে আমাদের সমুখে উপস্থিত করা হ'য়েছিল। আজো তিনি কেবল আমাদের মোকদ্দমার দিন ফেলে দিতে সেখানে হাজির হ'য়েছিলেন এবং আমাদিগকে ব'লেছিলেন —৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত আমাদের মোকদ্দমা পুনরায় মুলতবি হ'লো। যতদুর মনে পড়ে, ৫ই জানুয়ারীর পূর্ব্বেই মৌলানা আজাদ সাহেবকে আমাদের মোকদ্দমা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে, তাঁর নামে দণ্ডবিধি আইনের ১২৪এ ধারার অপরাধের জন্য এক নূতন অভিযোগ উত্থাপন করা হ'য়েছিল; এবং ৫ই তারিখে কেবল দাশ ও বসু ম'শায়রা এবং আমি আমাদের মোকদ্দমার জন্য একখানি বন্ধ 'লরী' বা বড় হাওয়া গাড়ীতে চ'ড়ে বাঁকশাল ষ্ট্রীটে পুলিস আদালতে এসে সত্যই উপস্থিত হ'য়েছিলাম।

বন্ধ 'লরীর' সঙ্গে মোট ক'জন রিভলভারধারী সাহেব সার্জ্জেণ্ট ছিল ব'ল্‌তে পারি না, তবে একজনও কালা আদমী ছিল না দেখেছি এবং বন্ধ 'লরীর' ভিতর আমাদের পাশে দু'জন অস্ত্রবাহী গোরা সার্জ্জেণ্ট ব'সে—ছিল, তা'ও বেশ স্মরণ হ'চ্ছে। আমাদিগকে চীফ্ বা প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতেই নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার সমুখের সিঁড়ি দিয়ে নয়—পেছনের সিঁড়ি দিয়ে। তথাপি দাশ ম'শায়কে দেখ্‌বার জন্য আদালত গৃহের অলিগলিতেও জোড়া আঁখির ছড়াছড়ি দেখেছিলাম। আমাদিগকে প্রথমে আদালত গৃহের দোতালার দক্ষিণ দিকে যে সুবিস্তৃত বারান্দা আছে, তা'তে একখানা ঠেস্‌দেওয়া বেঞ্চের উপর একখানা টেবিলের পাশে ব'স্‌তে দিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে কলিকাতার প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সুইন্‌হো আদালতে উপস্থিত হ'লে, শুধু দেশবন্ধু ম'শায়কে তাঁর সমুখে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আমাদের দৃষ্টি ও শ্রুতির অগোচরে তাঁর বিচার চ'লতে থাকে। এই তারিখেই আমাদের তিনজনের একটী মোকদ্দমাকে তিনটে পৃথক পৃথক মোকদ্দমায় পরিণত করা হ'য়েছিল।

সে দিন দেশবন্ধু ম'শায় এবং বোধহয় সুভাষ বাবুর মোকদ্দমার আংশিক ভাবে শুনানি হ'য়ে পৃথক পৃথক দিনে তাঁদের মোকদ্দমার দিন প'ড়েছিল। আমার মোকদ্দমা কিন্তু সে দিন সমগ্রভাবে একবারেই আরম্ভ করা হয় নি, কেবল আমাকে ডেকে নিয়ে ব'লে দেওয়া হ'য়েছিল যে ৯ই জানুয়ারী তারিখে আমার কেসের শুনানি হবে।

৯ই জানুয়ারীতে 'পি' 'পি' 'অর্থাৎ 'পাব্লিক্ প্রসিকিউটার' অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টের উকীল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত তারকনাথ সাধু ম'শায়, আমার মোকদ্দমার 'ওপ্‌নিং' বা মুখবন্ধটী অতি সংক্ষেপেই শেষ ক'রেছিলেন। তিনি ব'লেছিলেন—আমার বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্টের কেবল এই অভিযোগ যে আমি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির ২৭শে নভেম্বরের গৃহীত চারটী প্রস্তাব ছাপাবার জন্য সংবাদ পত্রে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, এবং সেগুলি ১লা ডিসেম্বরের 'অমৃত বাজার পত্রিকা' এবং 'সার্ভেণ্টে' প্রকাশিত হ'য়েছিল। 'পত্রিকা' আফিসে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত মর্ম্মের একখানি ইংরেজী নোটিশও তিনি আদালতকে প'ড়ে শুনিয়েছিলেন :—

বিজ্ঞাপন

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি

গত ২৭শে নভেম্বর রবিবার ১১ নম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির যে বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত চারিটী প্রস্তাব, প্রথম দুইটী একের অসম্মতিতে এবং শেষের দুইটী সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে, গৃহীত হইয়াছিল :—

প্রথম প্রস্তাব

এই কমিটীর অভিমত এই যে গভর্ণমেণ্টের ঘোষণাপত্রে বাংলার কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণের বিরুদ্ধে, সাধারণের উপর এবং গভর্ণমেণ্টের

কোন কোন বিভাগের কর্ম্মচারিগণের উপব ভয় প্রদর্শন এবং আইনভঙ্গ ইত্যাদির যে দোষাবোপ কবা হইযাছে, তাহা ভিত্তিহীন। এই কমিটী বলিতেছেন যে, এই সকল স্বেচ্ছাসেবকগণ সর্ব্বদা শান্তিতে ও নিরুপদ্রবে কার্য্য করিযাছেন এবং সেই হেতু এই কমিটী নির্দ্ধারণ করিতেছেন যে কংগ্রেসের কার্য্য পূর্ব্ববৎ চলিবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

যে হেতু এই কমিটীর মতানুসারে স-কাউন্সিল গভর্ণর ও কলিকাতার পুলিস কমিশনারেব প্রকাশিত নূতন ঘোষণাপত্রগুলি অন্যায়, অবিচাব প্রসূত এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি ও তৎসঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনের সমূহ কার্য্যতৎপবতা বন্ধ কবিবাব অভিপ্রায়ে ঘোষিত হইয়াছে, সেই হেতু এই কমিটী সাধাবণকে শান্তিতে ও নিরুপদ্রব ভাবে কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনার জন্য কংগ্রেসেব সেচ্ছাসেবক হইতে আহ্বান করিতেছেন।

অমৃত বাজার পত্রিকা সম্পাদক—
ঐ বিজ্ঞাপনী প্রস্তুতির কর্ত্তা
আশবার বিখ্যাত পত্রিকার
আপনাদের বাড়ীতে ভক্তব।
বি, এন, শাসমল

তৃতীয় প্রস্তাব

এই কমিটীর অভিমত এই যে কলিকাতায় এবং মফঃস্বলে যে সকল সভা ও শোভাযাত্রা এতদিন শান্তিতে পবিচালিত হইয়া আসিতেছিল, সেগুলিকে বিনাকাবণে ও অন্যায্য ভাবে বন্ধ করিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কংগ্রেসের শত্রুপক্ষের দ্বারা উত্তেজনা প্রদানের সম্ভাবনা থাকায় এবং যেহেতু যতদিন না সর্ব্বসাধারণ সেই সকল উত্তেজনা ও প্ররোচনাকে অতিক্রম করিতে না শিখিবে ততদিন কোন সভা হওয়া উচিত নহে, সেইহেতু এই কমিটী স্থির করিলেন যে, যে সকল স্থানে এইরূপ হুকুম দিয়া সভা ও শোভাযাত্রা বন্ধ করা হইয়াছে, সেই সকল স্থান এই

কমিটী কিম্বা তাহার দ্বারা নিযুক্ত কোনও ব্যক্তির মতানুসারে যতদিন না সম্পূর্ণরূপে সংযত ও নিরুপদ্রব হইয়াছে, ততদিন সে সকল স্থানে সভা ও শোভাযাত্রা বন্ধ রহিল।

চতুর্থ প্রস্তাব

স্থির হইল যে এই প্রদেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত জটিল বিধায়, এই কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত সি, আর, দাশ ম'শায়কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক খেলাফৎ কমিটীর সহিত যুক্তি করিয়া এই কমিটীর তরফে কংগ্রেসের যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করিবার সমূহ ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

বি, এন, শাসমল

সম্পাদক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি।

রায় বাহাদুর ম'শায় বিজ্ঞাপনখানা পড়া শেষ ক'রলে, বিচারকের হুকুমে সেটা আমার কাছে আনা হ'য়েছিল। আমিও সেটা আদ্যন্ত দেখে ফিরিয়ে দিলে, গভর্ণমেণ্টের উকীল ম'শায় আমার বিরুদ্ধে সাক্ষীর জবান বন্দী করাতে সুরু ক'রেছিলেন। প্রথম সাত জন সাক্ষী 'অমৃত বাজার পত্রিকা' ও 'সার্ভেণ্ট্' আফিসে যে ১০ই ডিসেম্বর রাত্রে খানাতল্লাসি হ'য়েছিল এবং 'পত্রিকা' আফিসে অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে যে উল্লিখিত বিজ্ঞাপনখানি পাওয়া গিয়েছিল, মোটের উপর কেবল সেই মর্ম্মেই জবান-বন্দী দিয়েছিলেন। অবশ্য ১লা ডিসেম্বরের দু'একখানি 'পত্রিকা' এবং 'সার্ভেণ্ট্' সংবাদপত্র যে প্রমাণ করা হ'য়েছিল না, এমন নয়।

আট নম্বরের সাক্ষী স্বয়ং মিঃ সুইনহোর দপ্তর খানা থেকে, আমি যে তাঁকে গ্রেহাম বনাম লাহিড়ীর মোকদ্দমায় ১৯২১ সালের ২১শে জুলাই তারিখে একখানি পত্র লিখেছিলাম, সেইখানা আদালতে দাখিল

ক'রেছিলেন। কি উদ্দেশ্যে এরূপ করা হ'য়েছিল, তা' বোধহয় কা'কেও খুলে ব'লে দিতে হবে না। পূর্ব্বেই ব'লেছি, আমার বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্টের অভিযোগ কি ছিল। আমি যে বিজ্ঞাপনখানা সংবাদপত্রে ছাপাবার জন্য পাঠিয়েছিলাম, তা' কেবল দু' উপায়ে প্রমাণ হ'তে পারতো। প্রথমতঃ, এমন যদি কোনও লোক পাওয়া যেতো, যে শপথ ক'রে ব'লতো, সে আমাকে বিজ্ঞাপনখানা লিখে সংবাদ পত্রে পাঠিয়ে দিতে দেখেছে, তা' হ'লে আর কোন গোলমালই থাকতো না। কিন্তু এমন কোন সাক্ষী গভর্ণমেণ্ট সংগ্রহ ক'রতে পারেন নি। সুতরাং, দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞাপনের যে অংশগুলি হাতে লেখা ছিল, সেগুলি যে আমার হাতের লেখা, তা'ই প্রমাণ ক'রবার জন্য গভর্ণমেণ্টের উকীল ম'শায় বদ্ধ পরিকর হ'য়েছিলেন।

এখন, হাতের লেখা প্রমাণ ক'রবার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় হ'চ্ছে এই যে, একজন লোক এসে ব'লবে যে সে আমার হাতের লেখা চিনে এবং বিজ্ঞাপনের হাতে লেখা অংশগুলি আমারই হাতের লেখা বটে। কিন্তু সে তারিখে যে এমন কোন সাক্ষী আদালতে উপস্থিত ছিল না, তা' একটু পরে দেখাচ্ছি। ৯ই জানুয়ারীর আট নম্বরের সাক্ষীটি কেবল মাত্র আমার হাতের লেখা উল্লেখে একখানা পত্র আদালতে উপস্থিত ক'রেছিলেন; কিন্তু সে পত্র যে বাস্তবিক আমারই হাতের লেখা তা' তিনি বলেন নি, কারণ তা' তিনি জানতেন না। সে দিনের শেষ সাক্ষী একজন শ্বেতকায় সার্জ্জেণ্টকে দিয়ে প্রথমে এই প্রমাণ ক'রবার চেষ্টা হ'চ্ছে ব'লে আমি অনুমান ক'রেছিলাম যে, সে গ্রেহাম বনাম লাহিড়ীর মোকদ্দমায় আমার উপর এক সমন জারি ক'রেছিল এবং সেই সমনের পিঠে তা'রই সমুখে আমি আমার নাম দস্তখত ক'রে দিয়েছিলাম। কিন্তু একথা আমাকে আজ স্পষ্ট ক'রে স্বীকার ক'রতেই হবে, সার্জ্জেণ্টটা শেষ পর্য্যন্ত

সত্য কথা ব'লেছিল এবং এতদিন পরে সে আমাকে সনাক্ত ক'রতে অনিচ্ছা প্রকাশ ক'রে সে তার সততার পরিচয় দিয়েছিল। সুতরাং সে দিন কেবল বিজ্ঞাপনের হাতের লেখা অংশগুলি এবং হাতের লেখা একখানা পত্র ও একখানা সমনের পিঠের হাতের লেখা, আদালতে তস্‌দিক করা হ'য়েছিল; কিন্তু সেগুলি বাস্তবিক কার হাতের লেখা, তা' সে দিন কেউ বলে নি। এখানে ব'লে রাখি, বিজ্ঞাপনের প্রায় নিরানব্বই ভাগ টাইপের অক্ষরে লেখা ছিল; বিজ্ঞাপনের পাশে 'অমৃত বাজার পত্রিকাকে' যে বিজ্ঞাপনটী ছাপবার জন্য অনুরোধ ও তার নীচের দস্তখত এবং বিজ্ঞাপনের সর্ব্বনিম্নভাগে যে আর একটী দস্তখত দেখা গিয়েছিল, কেবল সেইগুলিই টাইপের অক্ষরে লেখা ছিল না। অর্থাৎ সমস্ত বিজ্ঞাপনটীতে গভর্ণমেণ্টের উকীল ম'শায় কেবল দু'টী দস্তখত এবং আন্দাজ দেড় ছত্র হাতের লেখা পেয়েছিলেন। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারটীকে ৯ই জানুয়ারীতেও অর্থাৎ আমাকে গ্রেপ্তার ক'রবার ঠিক একমাস পরেও, গভর্ণমেণ্ট আদালতে প্রমাণ ক'রতে পেরেছিলেন না এবং সে জন্য রায় বাহাদুর ম'শায় আবার ১৬ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত দিন নিতে বাধ্য হ'য়েছিলেন।

১৬ই জানুয়ারীতে কেবল যাওয়া আসাই সার হ'য়েছিল, কারণ তারক বাবু সে দিন একজন সাক্ষীরও জবানবন্দী না করিয়ে পুনরায় ২০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মোহলত নিয়েছিলেন। ২০শে জানুয়ারীতেও আবার সেই ঘটনা ঘ'টেছিল এবং এবারে দিন প'ড়েছিল ২৪শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত। ২৪শে জানুয়ারীতে প্রথম মেদিনীপুর ডাক বাঙ্গলার খানসামাকে দিয়ে তার ডাক বাঙ্গলার বই থেকে, আমার কয়েকটা দস্তখত ও কিছু হাতের লেখা প্রমাণ করাবার চেষ্টা হ'য়েছিল। খানসামার কথাবার্ত্তায় মনে ক'রেছিলাম, সেও সেগুলি প্রমাণ ক'রবার জন্য অসম্মত ছিল না

কিন্তু সে ইংরেজী জানে না ব'লে প্রকাশ পাওয়ায় তার জবানবন্দী শেষ পর্য্যন্ত কারু কোন কাজে লাগে নি। তারপর একজন সাহেবকে দিয়ে মেদিনীপুর ডাক বাঙ্গলার বই থেকে তাঁর হাতের লেখা কতকটা কেন যে আমার এই মোকদ্দমায় প্রমাণ করা হ'য়েছিল, তা' ভগবান তারকনাথ জানেন।

যা' হোক্, ২৪শে তারিখে শেষ যে সাক্ষীর জবানবন্দী হ'য়েছিল, তাঁর নাম মিঃ ক্রুষ্টার—যিনি গভর্ণমেণ্টের বিরোধীয় হস্তলিপির পরীক্ষক ব'লে সারা আর্য্যাবর্ত্তে সুপরিচিত। তিনি অবশ্য ব্যক্তিগত ভাবে আমার হাতের লেখা জান্তেন না, সেইজন্য তিনি শুধু 'এক্স্‌পার্ট্' বা হাতের লেখার পরীক্ষকরূপে আমার মোকদ্দমায় জবানবন্দী দিয়েছিলেন এবং ব'লেছিলেন—সেই সর্ব্বনেশে বিজ্ঞাপনটার পাশের 'বি, এন, শাসমল' দস্তখতটা যে হাতের লেখা, মেদিনীপুর ডাক বাঙ্গলায় যে বই থাকে সে বইর কয়েকটা 'বি, এন, শাসমল' দস্তখতও সেই হাতের লেখা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত ব'লতে হ'চ্ছে, রায় বাহাদুর ম'শায় এই সাক্ষীটিকে কতকগুলি আবশ্যকীয় কথা জিজ্ঞেস করা উচিত ব'লে মনে করেন নি।

প্রথমতঃ, মিঃ ক্রুষ্টার যে সকল দস্তখত সম্বন্ধে জবানবন্দী দিয়েছিলেন, সে সকল দস্তখতের ফোটগ্রাফ তিনি নিয়েছিলেন কি না তা' আজপর্য্যন্ত কেউ জানে না। অথচ একথা আইন ব্যবসায়ী মা'ত্রেই অবগত আছেন যে, বিনা ফোটগ্রাফে কোনও 'এক্স্‌পার্টের' মতামতের উপর নিঃসন্দেহে বিশ্বাস স্থাপন করা কোন মতেই উচিত নয়। সময়াভাব হয়েছিল ব'লে আপত্তি তুলবারও কোন কারণ দেখি না কারণ আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ ক'রবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ ১০ই ডিসেম্বর থেকে ২৪শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ঠিক দেড় মাস সময় নিয়েছিলেন। বিশেষতঃ, ২০শে জানুয়ারীতে দেশবন্ধু ম'শায়ের মোকদ্দমায় জবানবন্দী দিয়ে, আমার মোকদ্দমার জন্য মিঃ

ক্রুষ্টারকে যে ২৪শে পর্য্যন্ত কলিকাতায় অবস্থান ক'রতে হ'য়েছিল, তা' রায় বাহাদুর ম'শায় বিশেষ ভাবে পরিজ্ঞাত ছিলেন। তবুও কেন যে দস্তখতগুলির ফোটগ্রাফ তোলা হয় নি, তা' আমি না জান্‌লেও যাদের জানা উচিত তাঁরা জানেন আশা করি। দ্বিতীয়তঃ, ১৯২১ সালের ২১শে জুলাই তারিখে মিঃ সুইনহোকে আমি যে পত্র লিখেছিলাম, মিঃ ক্রুষ্টারকে সেটা যে কেন দেখান হয় নি, তা' ব'ল্‌তে পারি না। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি যতদূর বুঝ্‌তে পেরেছি, এই পত্রখানির লেখার সঙ্গে বিজ্ঞাপনের লেখার সামঞ্জস্য দেখাবার জন্যই, এই পত্রখানিকে আমার মোকদ্দমার নথির সামিল করা হ'য়েছিল। কিন্তু শেষে গভর্ণমেণ্টের 'হ্যাণ্ডরাইটীং এক্স্‌পার্টকে' কেন যে এ পত্রখানি দেখান হ'লো না, তা' রায় বাহাদুর ম'শায়ই ব'লতে পারেন। তৃতীয়তঃ, একজন শ্বেতকায় সার্জ্জেণ্টকে দিয়ে একখানা সমনের পিঠের খানিকটা লেখাকে আমার লেখা ব'লে প্রমাণ ক'রবার যে চেষ্টা হ'য়েছিল, সেটাও মিঃ ক্রুষ্টারকে কেউ দেখান্ নি। চতুর্থতঃ, 'অমৃত বাজার পত্রিকাকে' অনুরোধ ক'রে বিজ্ঞাপনের পাশে যে দেড় ছত্র হাতের লেখা ছিল, গভর্ণমেণ্টের উকীল ম'শায় তা'ও মিঃ ক্রুষ্টারকে দেখাতে ভুলে গিয়েছিলেন। পঞ্চমতঃ, বিজ্ঞাপনের শেষ ভাগে আমার নামের যে দস্তখতটী ছিল, সে দিন ওর প্রতিও কারু দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি। ফলতঃ, বিজ্ঞাপনের কোন লেখাই আমার হাতের লেখা ব'লে সে দিনও প্রমাণ না হওয়ায়, একেবারে পনর দিনের পর ৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আমার মোকদ্দমার দিন প'ড়েছিল।

৭ই তারিখে বেলা প্রায় বারটার সময় সুইনহো সাহেবের দোতালার বারান্দায় পৌঁছলে শুনেছিলাম, ব্যারিষ্টার মিঃ বি, কে, লাহিড়ী এবং আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী শাসমল ম'শায়কে আমার হাতের লেখা প্রমাণ ক'রবার জন্য পাশের একটী ঘরে এনে বসিয়ে রাখা

হ'য়েছে এবং শীঘ্রই আমার মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আদালতের কে একজন এসে ব'লে গিয়েছিলেন, দু'টোর জলযোগের পর সুইনহো সাহেব আমার মোকদ্দমা ধ'রবেন। এর প্রায় ঘণ্টাখানিক পরে আর একজন কে এসে আমাকে সংবাদ দিয়েছিল, মেদিনীপুর থেকে বাবু পি, এন, মুখার্জ্জি ব'লে একজন পুলিস কর্ম্মচারী আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবার জন্য এই মাত্র পৌঁছেছেন।

যা' হোক্, সুইনহো সাহেবের জলযোগের পর, মেদিনীপুরের পুলিস কর্ম্মচারী বাবু পি, এন, মুখার্জ্জিকেই সাক্ষীর বাক্সে দেখ্‌তে পাই। তিনি শপথ ক'রে ব'লেছিলেন—প্রায় ন' মাস পূর্ব্বে তিনি কাঁথিতে ডেপুটী পুলিস 'সুপার' কিম্বা নায়েব পুলিস সাহেব ছিলেন এবং বিগত ন' মাস ধ'রে তিনি মেদিনীপুর জেলার অন্য জায়গায় সেই কাজই ক'রে আস্‌ছেন। তিনি আরো ব'লেছিলেন, তিনি আমাকে পনর কুড়ি বার লিখ্‌তে দেখেছেন এবং সেই জন্য তিনি আমার হাতের লেখা চিনেন। বিজ্ঞাপনের সমূহ হাতের লেখা মায় দু'টি দস্তখত আমার লেখা ব'লেই তিনি আদালতকে জানিয়েছিলেন, তবে বিজ্ঞাপনের শেষের দস্ত-খতটী সম্বন্ধে তিনি ততটা নিশ্চিন্ত ছিলেন না—এ কথাও তিনি স্বীকার ক'রেছিলেন। রায় বাহাদুর ম'শায় পরে পরে পূর্ব্বকথিত সমনের পিঠের হাতের লেখা এবং মেদিনীপুর ডাক বাঙ্গলায় যে বই থাকে তার কয়েকটা দস্তখত ও লেখা তাঁকে দেখিয়েছিলেন; তিনি প্রত্যুত্তরে ব'লেছিলেন, সেগুলি সমস্তই আমার হস্তলিপি।

আমি কিন্তু লক্ষ্য ক'রে দেখেছিলাম, মিঃ সুইনহোকে আমি যে ১৯২১এর ২১শে জুলাই তারিখে একখানি পত্র নিজের হাতে লিখেছিলাম, এই সাক্ষীকেও কি জানি কেন গভর্ণমেণ্টের উকীল ম'শায় সেটা দেখান আবশ্যক বোধ করেন নি। শুধু এই নয়, তিনি এই সাক্ষীর জবানবন্দীর

পর আদালতকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি আর মিঃ লাহিড়ী এবং আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের জবানবন্দী করাবেন না। তাঁরা যে এই সময়ে মিঃ সুইনহোর এজলাসেই ব'সেছিলেন, তা' অনেকে দেখেছেন। এর পর একখানি টাইপ্ করা 'চার্জ্জ্ শীট্' আমার কাছে উপস্থিত করা হ'য়েছিল। এতে আমার নাম পর্যান্ত আগে থেকে টাইপ্ করা ছিল দেখেছিলাম এবং আরো দেখেছিলাম যে, এই চার্জ্জের সঙ্গে দাশ ম'শায়, মৌলানা আব্দুর রৌউফ ও পণ্ডিত বাজপৈ প্রভৃতির চার্জ্জের কোনও পার্থক্য ছিল না। সেই ক্রিমিন্যাল্ ল য়্যামেণ্ডমেণ্ট্ য়্যাক্টের ১৭ (১) ও (২) ধারার অপরাধের জন্য সকলকেই এক ভাষায় চার্জ্জ্ করা হ'য়েছিল। প্রভেদ ছিল কেবল তারিখের, কেননা অন্য সকলকে অন্য তারিখের অপরাধের জন্য চার্জ্জ ক'রে, আমাকে ২৭শে নভেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বরের অপরাধের জন্য চার্জ্জ্ ক'রেছিলেন।

'চার্জ্জ্ শীট্' পড়া শেষ হ'লে মিঃ সুইন্‌হো আমাকে প্রশ্ন ক'রেছিলেন, আমি মুখার্জ্জিকে কোনও কথা জিজ্ঞেস ক'রতে চাই কি না। তখনও মুখার্জ্জি ম'শায় সাক্ষীর বাক্সে অধিষ্ঠান ক'রছিলেন। আমি প্রত্যুত্তরে তাঁকে ব'লেছিলাম—

'I decline to have anything to do with the evidence of this witness for two reasons—firstly, because I am a non-co operator and I can not therefore take part in these proceedings ; secondly, because I find the prosecution has stooped so low as to fabricate false evidence against me through the mouth of this witness and for that reason I consider it disgraceful to have anything to do with it'.

অর্থাৎ আমি তাঁকে মোটামুটি এই ব'লেছিলাম যে, দু'টা কারণে আমি এই সাক্ষীর জবানবন্দীর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক দেখাতে ইচ্ছা করি না। প্রথমতঃ, আমি অসহযোগী এবং সেই জন্য এ মোকদ্দমার কোনও ব্যাপারের সঙ্গে আমি সহযোগ ক'রতে অক্ষম। দ্বিতীয়তঃ, আমি দেখ্‌ছি এ মোকদ্দমায় বাদীপক্ষ আমার বিরুদ্ধে এই সাক্ষীর মুখ দিয়ে মিথ্যা সৃষ্টি ক'রতেও কুণ্ঠিত হ'ন্‌ নি এবং সে কারণে এ সাক্ষীর জবানবন্দীর সঙ্গে কোন সংস্রব রাখাকে আমি ঘৃণার কাজ বলে মনে করি। মিঃ সুইনহো আমার কথাগুলি বোধহয় এই সাক্ষীর জবানবন্দীর নীচে লিখে নিয়েছিলেন, এবং শেষে চার্জ্জের উত্তরে আমি কোনও মৌখিক জবাব দিতে চাই না কিন্তু দু'তিন দিনের মধ্যে একখানা লিখিত জবাব পাঠিয়ে দিব ব'লে, রায়ের জন্য ১৪ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত আমার মোকদ্দমা মুলতবি হ'য়েছিল।

দু'তিন দিন পরে কিন্তু আমি মিঃ সুইনহোকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম, আমি কোনও লিখিত জবাব দাখিল ক'রব না; কারণ কংগ্রেস লিখিত জবাব দাখিল ক'রবার অধিকার দিয়ে থাকলেও, কংগ্রেস কাউকে তার মোকদ্দমায় কোন প্রকার আত্মপক্ষ সমর্থন ক'রতে হুকুম দেন নি। আমি আমার লিখিত জবাব প্রস্তুত করতে গিয়ে উপলব্ধি ক'রেছিলাম যে, কোন না কোন প্রকারে আত্মপক্ষ সমর্থন না ক'রে লিখিত জবাব প্রস্তুত করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ব্যাপার এবং সেইজন্যই আমি কোনও লিখিত জবাব দাখিল ক'রব না ব'লে শেষে স্থির ক'রেছিলাম। লিখিত জবাব দাখিল ক'রলে আমাকে কেন যে আত্মপক্ষ সমর্থন ক'রতে হ'তো, তা' পরে ব'লবো।

এখন, এই যে আমার মোকদ্দমায় বাদী পক্ষ আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা সৃষ্টি ক'রতেও কুণ্ঠিত হন্‌ নি ব'লে আমি মিঃ সুইনহোকে ব'লেছিলাম,

সে সম্বন্ধে দু'একটা কথা এখানে ব'লবো। ১ম, এটা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যখন এমন শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ পুলিস কর্ম্মচারী মেদিনীপুরে উপস্থিত ছিলেন, তখন মেদিনীপুর ডাক বাঙ্গলার ইংরেজী-অনভিজ্ঞ একজন খানসামাকে প্রথমে মেদিনীপুর থেকে এখানে আনান হ'য়েছিল কেন? একথা কেউ ব'লতে পারবেন না যে, প্রমোদ বাবুর সঙ্গে মেদিনীপুরের ঊর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারীদের গত ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে অহরহ দেখা হয় নি। কারণ আমি শুনেছি, এই দু'মাসে মেদিনীপুরে যত রাজনৈতিক মোকদ্দমা দায়ের হ'য়েছিল, তার প্রায় সকলগুলিতেই প্রমোদবাবু গভর্ণমেণ্টের পক্ষে হাজির হ'য়েছিলেন। ২য়, এটাও কম বিস্ময়ের কথা নয় যে, যখন অবশেষে এই সাক্ষীকে আদালতে উপস্থিত করা হ'যেছিল, তখন তিনি বিনা সমনে সে দিন সকালের মাদ্রাজ কিম্বা বোম্বাই মেলে মেদিনীপুর থেকে কলিকাতায় এসেছিলেন,—যে কারণে কলিকাতায় পৌঁছতে বিলম্ব হওয়ায় আদালতকে জলযোগের পর পর্য্যন্ত আমার মোকদ্দমা মুলতবি রাখ্‌তে বোধহয় বাধ্য হ'তে হ'য়েছিল। শুনেছি, তাঁকে সে দিন আনবার জন্য টেলিগ্রাফ করা হয় এবং সে টেলিগ্রাফে মিঃ সুইনহোর নাম ছিল না। ৩য়, ব্যারিষ্টার মিঃ লাহিড়ী এবং আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর তাঁ'দেরই সমনে সে দিন ঠিক সেই সময়ে আদালতে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও, তাঁ'দিগকে বাদ দিয়ে একজন পুলিশ কর্ম্মচারীর জবানবন্দী করান কতদূর শোভনীয় হ'য়েছিল, তা' নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝ্‌তে পারবেন। বিশেষতঃ, আমি যখন মিঃ সুইনহোর প্রশ্নের উত্তরে তাঁকে জান্তে দিয়েছিলাম—বাদী পক্ষ মিথ্যা সৃষ্টি ক'রেছেন, তখনও মিঃ লাহিড়ী ও আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর আদালতে উপস্থিত থাকায় এবং তখনও গভর্ণমেণ্টের উকীল ম'শায় তাঁদের জবানবন্দী না করায়, দৃশ্য সত্যই বড় অপ্রীতিকর হ'য়েছিল। ৪র্থ, আমি আজ সাত আট বৎসর ধ'রে কলিকাতায় বসবাস ক'রে কলিকাতা হাইকোর্টেই

ব্যারিষ্টারি ক'রছিলাম, প্রমোদ বাবু আমাকে লিখ্‌তে দেখেছিলেন কোথায় ?

যখন ব্যারিষ্টারি ক'রতাম, তখন মক্কেল টাকা দিয়ে না নিয়ে গেলে বৎসরে একবারও কখনো কাঁথি গিয়েছি কি না সন্দেহ। ব্যারিষ্টারি পরিত্যাগের পর ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত আমি কলিকাতাতেই বাস ক'রতাম, এবং তারপর কাঁথি ও তমলুকের মফঃস্বলেই মাসে গড়ে ২৫ দিন ক'রে ঘুরে বেড়িয়েছি। সুতরাং তিনি যে আমাকে লিখ্‌তে দেখেছিলেন কোথায়, তা' আমি কল্পনাতেও আন্‌তে পার্‌ছি না। বলা বাহুল্য যে, আমি আমার জীবনে কখনো তাঁর বাড়ীতে যাই নি এবং তিনিও কখনো আমার বাড়ীতে এসেছেন ব'লে আমার স্মরণ হয় না। আমিও কখনো আমার জীবনে তাঁকে বা তাঁর বাড়ীর কাউকে কোন দিন পত্রাদি লিখি নি, তিনিও কখনো আমাকে কোন পত্র দিয়েছেন ব'লে তিনি ব'লতে পারেন না। ব'লতে কি, তাঁর সঙ্গে মোট পনর কুড়ি বার আমার সাক্ষাৎ হ'য়েছে কি না সন্দেহ, পনর কুড়ি বার আমাকে লিখ্‌তে দেখা তো দূরের কথা। যতদূর স্মরণ হয়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বটব্যাল ম'শায়ের বাড়ীতে তিন চার বার, প্রসিদ্ধ উকীল শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় ম'শায়ের ওখানে পাঁচ ছ'বার, মেদিনীপুরের ডাক বাঙ্গলায় একবার, কাঁথির অসহযোগ সভায় দু'একবার এবং পথে ঘাটে এখানে ওখানে বড়জোর চার পাঁচ বার তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'য়েছে। এমন অবস্থায় তিনি আমাকে কখনও লিখ্‌তে দেখে ছিলেন কি না, তা' যিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনিই নির্দ্ধারণ ক'রবেন।

তবে একথা আমি আজ স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার ক'রছি, বিজ্ঞাপনখানার পাশে যে হাতের লেখা ও দস্তখত ছিল, তা' আমারই হাতের লেখা বটে; কিন্তু বিজ্ঞাপনখানার শেষভাগে যে দস্তখতটী ছিল, সেটা আমার হাতের

লেখা কিনা আমার সন্দেহ হয়। যা' হোক্, সে দস্তখতটীরও সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার ব'লেই আমি আজ স্বীকার ক'রে নিচ্ছি, কারণ আমারই অনুমতিতে আমারই আফিস থেকে সকল বিজ্ঞাপনগুলিই এক সময়ে সংবাদ পত্রে পাঠান হ'য়েছিল। আমি একখানি বিজ্ঞাপনে যা' কিছু নিজের হাতে লিখে দিয়েছিলাম, আমার আফিসের কর্ম্মী বন্ধুগণ কেবল সংবাদপত্রের নাম আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন ক'রে অন্য সকল কথা ও আমার দস্তখতগুলি অন্য সকল বিজ্ঞাপনে নকল ক'রে দিয়েছিলেন। যতদূর সম্ভব পাতা গাঁথবার সময় আমার হাতের লেখা সংযুক্ত প্রথম পাতার সঙ্গে, কোনও কর্ম্মীর হাতের লেখা সংযুক্ত একটা দ্বিতীয় পাতা ভুলে গাঁথা হ'য়ে গিয়েছিল।

কিন্তু ব'লছিলাম কি যে—ধর্ম্মাধিকরণে কোনও কারণে সত্যকে মিথ্যার দ্বারা প্রতিষ্ঠা ক'রবার চেষ্টা করা কারু উচিত নয়—বিশেষতঃ, আসামী যেখানে যে কারণেই হোক্ আত্মপক্ষ সমর্থন ক'রতে অনিচ্ছা প্রকাশ ক'রেছে। একথা ইংলণ্ডের আইন ব্যবসায়ীদের কাছেই আমরা বাল্যকালে শিখেছিলাম, কিন্তু ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতির ভারতশাসন সময়েই এ ঘটনা আজ আমার চোখের সমুখে আমারই মোকদ্দমায় ঘ'টলো দেখ্‌লাম। তবে একথা একেবারেই ব'লছি না যে সে জন্য আমি বিস্মিত হ'য়েছি, কারণ এর চেয়ে অধিকতর বিস্ময়কর ব্যাপার আমার এই মোকদ্দমাতেই ঘ'টেছে।

আমি স্বীকার ক'রে নিলাম, সংবাদপত্রে আমিই বিজ্ঞাপনখানি পাঠিয়েছিলাম; তা' হ'লেই কি ক্রিমিন্যাল্ ল য়্যামেণ্ডমেণ্ট্ য়্যাক্টের ১৭ (১) ও (২) ধারার অপরাধে আমি অপরাধী হ'তে পারি? পূর্ব্বেই ব'লেছি, আমি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক ছিলাম; সুতরাং সেই সমিতির ২৭শে নভেম্বর তারিখের গৃহীত প্রস্তাবগুলি সংবাদপত্রে আমি না পাঠালে পাঠাবে কে? একথাও বোধহয় কাউকে স্মরণ

করিয়ে দিতে হবে না যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিকে বে-আইনি সমিতি ব'লে গভর্ণমেণ্ট একাল পর্য্যন্ত ঘোষণা করেন নি। শুধু তা'ই নয়, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে ২৭শে নভেম্বর তারিখে এই সমিতির যে অধিবেশন হ'য়েছিল, তার জন্যও আজ পর্য্যন্ত কেউ কারু উপর হস্তক্ষেপ ক'রেছে ব'লে জানি না। এমন কি, এ সভায় উপস্থিত থেকে যাঁরা বিজ্ঞাপন-লিখিত চারটী প্রস্তাব মঞ্জুর ক'রেছিলেন, তাঁদের কাউকেও সে কাজের জন্য গভর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত পাকড়াও করেন নি; কেবল আমি সমিতির সম্পাদকরূপে সেগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশ ক'রবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ব'লেই, যত অপরাধ হ'য়েছিল আমার!

প্রস্তাবগুলির মধ্যেও যদি ১৭ (১) ও (২) ধারার অপরাধের কোন কথা থাক্‌তো, তা' হ'লেও না হয় বুঝ্‌তাম, কিন্তু সে গুলির মধ্যেও কোন অপরাধের কোন চিহ্ন মাত্র ছিল না। গভর্ণমেণ্টের ঘোষণা পত্র ভিত্তিহীন এবং কংগ্রেসের কাজ পূর্ব্বের মত চ'ল্‌বে ব'ল্লে, কিম্বা স-কাউন্সিল গভর্ণর ও কলিকাতার পুলিস কমিশনার অনেক অন্যায় কার্য্য ক'রেছেন এবং সেই জন্য শান্তিতে ও নিরুপদ্রবভাবে কংগ্রেসের কাজ পরিচালনার জন্য সকলের স্বেচ্ছাসেবক হওয়া উচিত ব'ল্লে, আজ পর্য্যন্ত এদেশে কেউ কখনো দণ্ডনীয় হয় নি। এ ঘটনাও এর পূর্ব্বে আর কখনো এদেশে ঘটে নি যে, গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে একমত হ'য়ে সভা ও শোভযাত্রা বন্ধ ক'রলে কিম্বা কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির উপর দেশের গুরুতর সময়ে কংগ্রেসের সকল কাজের ভার অর্পণ ক'রলে, ক্রিমিন্যাল্ ল য়্যামেণ্ডমেণ্ট্ য়্যাক্টের ১৭ (১) ও (২) ধারার অপরাধে লোকে জেলে যেতে পারে। কিন্তু আমার মোকদ্দমায় এর বেশী অন্য কিছুই ঘটে নি। রায় বাহাদুর ম'শায়কে সে জন্য একদিন আমি আদালতের জ্ঞাতসারে জিজ্ঞেস ক'রেছিলাম যে, চারটে প্রস্তাবের কোন্ প্রস্তাবটী আইন বিরুদ্ধ হ'য়েছে? তিনি প্রত্যুত্তরে

আমাকে ব'লেছিলেন, সকলগুলি প্রস্তাবের সমবেত ফল আইন বিরুদ্ধ হ'য়েছিল! অথচ ২৭শে নভেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বরের মধ্যে আমি ১৭ (১) ও (২) ধারায় অপরাধে অপরাধী হ'য়েছি ব'লে, বোধহয় তাঁরই যুক্তিতে আমার চার্জ্জশীটে সেই দু' তারিখের উল্লেখ দেখেছিলাম। গভর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন, এই দু' তারিখের মধ্যে কলিকাতায় আদৌ কোন স্বেচ্ছাসেবক বেরোয়নি; এবং এ কথাও বোধহয় কর্তৃপক্ষের অগোচর ছিল না যে, ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে ১০ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত, অর্থাৎ কলিকাতায় স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হ'তে যে সময় সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ হয় সেই সময়, আমি জ্বরে শয্যাগত ছিলাম। আমার বিরুদ্ধে এমন কোন প্রমাণই দেওয়া হয় নি যে, আমি একজন স্বেচ্ছাসেবক কিম্বা কোনও স্বেচ্ছাসেবক সমিতি কিম্বা অন্য কোনও বে-আইনি সমিতির সভ্য ছিলাম কিম্বা তা' কোন প্রকারে পরিচালনা ক'রেছি। আমার বিরুদ্ধে এই একমাত্র অভিযোগ ছিল যে, আমি বিজ্ঞাপনের লিখিত চারটী প্রস্তাব খবরের কাগজে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, এবং আমার বিরুদ্ধে প্রমাণও ছিল কেবল সেই এক অভিযোগের পোষকতায়—অর্থাৎ প্রমোদ বাবুর উক্তি।

তথাপি ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মিঃ সুইনহো আমাকে ক্রিমিন্যাল্ ল য়্যামেণ্ডমেণ্ট্ য়্যাক্টের ১৭ (১) ও (২) ধারার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত ক'রে, ছ'মাসের জন্য বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ডের হুকুম দিয়েছিলেন। এই তারিখেই আমার দণ্ডাজ্ঞা প্রচারের ঠিক দু' মিনিট পূর্ব্বে দেশবন্ধু ম'শায়কেও ছ'মাসের জন্য বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'য়েছিল। আমরা রায় শুন্‌বার জন্য দু'জন একসঙ্গে এক বন্ধ হাওয়া গাড়ীতে কোর্টে গিয়েছিলাম এবং একসঙ্গে এক রায় শুনে দু'জনে এক বন্ধ হাওয়া গাড়ীতেই প্রেসিডেন্সি জেলে ফিরে এসেছিলাম।

আমার এম্নি সৌভাগ্য যে, গ্রেপ্তার হবার দিন যেমন আমি সাত দিন জ্বরের পর সে দিন প্রথম কিছু পথ্য ক'রেছিলাম, তেম্নি আজ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবার দিনেও চার দিন জ্বরের পর প্রথম কিছু পথ্য ক'রে আমাকে আদালতে যেতে হ'য়েছিল। সৌভাগ্য ব'ল্লাম এই জন্য যে, শরীর সম্পূর্ণরূপে পূতঃ না হ'লে বিধাতার কোন যজ্ঞেই তাকে উৎসর্গ করা যেতে পারে না—তা'তে যজ্ঞানুষ্ঠানেরই অপবিত্রতা সংসাধিত হ'য়। আমার উপর যজ্ঞেশ্বরের বিশেষ করুণা আমি আজ হৃদয়ের পরতে পরতে অনুভব ক'রেছিলাম, কেননা তিনিই আজি আমাকে তাঁর অপরিসীম করুণায় জ্বর ও উপবাসের দরুণ শারীরিক দুর্ব্বলতা দিয়ে আহুতির জন্য পবিত্র ও অনাবিল ক'রে নিয়েছিলেন। বিচারকের দণ্ডাজ্ঞা শুনে সেই জন্যই বুঝি জন-বহুল আদালত গৃহে আজ আমার হাসবার শক্তি কোথা থেকে ভেসে এসে ছিল এবং সেই জন্যই বুঝি লজ্জার খাতিরে গোপনে বিচারক থেকে আরম্ভ ক'রে সাক্ষী ও এমন কি রায় বাহাদুরের মঙ্গলের জন্যও ভগবানের কাছে নির্ম্মল হৃদয়ে প্রার্থনা ক'র্তে সক্ষম হ'য়েছিলাম।

(৩)

আশাকরি, এখন আর কাউকে খুলে ব'লে দিতে হবে না, কেন আমি লিখিত জবাব দাখিল করি নি। লিখিত জবাবে সকল কথা খুলে লিখ্‌তে হ'লে আমাকে নিশ্চয়ই লিখ্‌তে হ'তো যে, বিজ্ঞাপনখানা আমিই প্রকাশের জন্য সংবাদ পত্রে পাঠিয়েছি ব'লে স্বীকার ক'রে নিলেও, আইন অনুসারে ক্রিমিন্যাল্ ল য়্যামেণ্ডমেণ্ট্ য়্যাক্টের ১৭ (১) ও (২) ধারার অপরাধে আমি অপরাধী হ'তে পারি নে। প্রমোদ বাবুর জবানবন্দী বা প্রমাণ সম্বন্ধেও আমার সকল কথা খুলে বলা উচিত হ'তো। কিন্তু তা'হ'লে আমি যে আত্মপক্ষ সমর্থন ক'র্‌তাম, সে সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ

নেই। অবশ্য বিজ্ঞাপনখানি আমিই সংবাদ পত্রে পাঠিয়ে দিয়েছি, কেবল এই কথা ক টা স্বীকার ক'র্লে ক'র্তে পার্তাম ; কিন্তু তার মানে এই দাঁড়াতো যে, আমাকে 'কন্ফেসিং' বা একরারী আসামী ব'লে সকলে ধ'রে নিতেন। অথচ আমি মনে জ্ঞানে ভগবানের কাছেও এ কথা ব'ল্তে পারি নে যে, আমি কোনও অপরাধে অপরাধী হ'য়েছি।

যা' হোক্, ১২ই ডিসেম্বর থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক দু'মাস ধ'রে আমাকে যে বিচারাধীন অবস্থায় জেলে বাস ক'রতে হ'য়েছিল, এখন সেই বিচারাধীন অবস্থার কথা এখানে ব'লবো। সকলের বোধহয় স্মরণ আছে, এই পর্ব্বের এই ভাগে এই সকল কথা ব'লবো ব'লে আগে ব'লে রেখেছি।

বিচারাধীন দু'মাসের মধ্যে আমাদের কাউকে লোহার থালায় খেতে হয় নি, কিম্বা সে থালা পরিষ্কার ক'রতে আমাদিগকে কেউ কখনো বলে নি। আমাদিগকে ভাত খাবার জন্য এনামেলের 'প্লেট্' বা রেকাবী এবং জল ও চা খাবার জন্য এনামেলের পেয়ালা দিয়েছিল, এবং খানসামাই সদাসর্ব্বদা সেগুলি পরিষ্কার ক'রতো। আমি জেলে এসে বহুকাল পরে আবার এই দু'মাস সকাল বেলা এক পেয়ালা ক'রে চা খেতে অভ্যাস ক'রেছিলাম। জেলের কেবল এই জিনিষটাই আমি ১১ই ডিসেম্বর থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত প্রতিদিন সকালে খেয়ে এসেছি। শেষের একমাস রাত্রে আমি যে জেলের খাবার খেতাম, সে আর কিছু নয়—কেবল মাংস কিম্বা মাছের ঝোল ও পাঁউরুটী। সপ্তাহে ছ'দিন রাত্রে মাংসের ঝোল হ'তো এবং শুক্রবার রাত্রে মাছের ব্যবস্থা ছিল। মাংস এবং মাছের সঙ্গে কখনো কখনো জেলের বাগান থেকে যত ফোটা ফুলকপি এনে ফেলে দিত। ভাল ফুলকপিগুলি কোথায় যেতো, তা' যাঁরা খেতেন তাঁরা ব'ল্তে পারেন।

রান্না মোটের উপর মন্দ হ'তো না। আসগর রসুইকার তার প্রাণ-

পণ ক'রে আমাদিগকে ভাল খাওয়াতে চেষ্টা ক'রতো। কিন্তু মালমসলা ইত্যাদি ভাল না হ'লে এবং আবশুক মত না পেলে, সে-ই বা ক'রবে কি? আসগর বেচারি ভাল ঘরের ছেলে, অদৃষ্টের ফেরে কোকেন্ ব্যবসায় ক'রতে গিয়ে তাকে জেলে আস্‌তে হ'য়েছিল। সে আমাদের গা টিপে দিয়ে, ঠিক সময় মত গরম চা ক'রে এনে, আমাদিগকে শত প্রকারে সন্তুষ্ট ক'রতে সর্ব্বদা চেষ্টা ক'রতো। রাত্রের খাবার প্রত্যহ আন্দাজ পাঁচটার সময় ঘরের ভিতর রেখে যেতে হ'তো ব'লে, তার আর দুঃখের সীমা ছিল না, কারণ সন্ধ্যার পর খাবার সময় সেগুলি একেবারে ঠাণ্ডা হ'য়ে যেতো। কিন্তু সন্ধ্যার পর আমাদের 'ইয়ার্ডে' এক মুহূর্ত্তের জন্যও অন্য কারু থাকবার উপায় দেখি নি, কেন না সকল কয়েদীকেই সন্ধ্যার সময় যে যার সেলে বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'তো।

এই দু'মাসের ভিতর আমরা কেউ কয়েদীর পোষাকও পরি নি। কয়েদীর পোষাক মানে—জেলে তোয়েরি জাঙ্গিয়া এবং কুর্ত্তা। গলার হাঁসুলী আজ কাল উঠে গিয়েছে। আমার যে এই জাঙ্গিয়া ও কুর্ত্তা প'রতে বিশেষ কোনও আপত্তি ছিল, এমন নয়; আমি গ্রেপ্তার হবার বহুদিন পূর্ব্বে খদ্দরের জাঙ্গিয়া ও কুর্ত্তা তোয়েরি করিয়ে বাড়ীতেই তা' সকলকে লুকিয়ে মাঝে মাঝে প'রতাম। যে দিন প্রথম ধরা প'ড়ে যাই, সে দিনের কথা আজো মনে পড়ে; কিন্তু সে কথা এখানে ব'লবো না। আমাদের ধুতি, জামা, গামোছা, তেল ও সাবান ইত্যাদি সমস্তই আমাদের বাড়ী থেকে আস্‌তো। কাপড় ইত্যাদি ময়লা হ'য়ে গেলে সময় মত বাড়ী থেকে কাচিয়ে আন্‌তেও কেউ কখনো আপত্তি করে নি। রাত্রে মলমূত্র ত্যাগের জন্য যে একটা লোহার গোলাকার সামগ্রী দিয়েছিল, কিছুদিন পরে কার্ত্তিক হাড়ীর দৌলতে তার একটা ঢাক্‌নি পাওয়ায়, সে সম্বন্ধেও কতকটা নিশ্চিন্ত হ'য়েছিলাম। এই কার্ত্তিক হাড়ীই আমাদের স্নানের কাপড় প্রতিদিন

ধুয়ে শুকিয়ে দিত এবং উঠিয়ে রাখ্‌তো। এই লোকটীর চুরির জন্য এর পূর্ব্বে বারো বার জেল হ'য়েছিল। এর বাড়ী কটক জেলায়, এর পুরানাম কার্ত্তিক বেরা এবং এ জাতে গোয়ালা ব'লে আমাদের কাছে স্বীকার ক'রেছিল। গোয়ালা হ'য়ে কার্ত্তিক মেথরের কাজ কেন ক'রতো, আমরা তা'কে জিজ্ঞেস ক'রেছিলাম। সে উত্তরে ব'লেছিল, জেলে মেথর কয়েদী না পেলে জোর ক'রে যাকে তাকে মেথর করা হয়। কথাটা সত্য কি না জান্‌তে পারি নি, তবে মেথরের কাজটা অন্য কাজের চেয়ে যে এক হিসাবে কম কষ্টজনক—সে কথা সত্য।

প্রেসি ডেন্সি জেলে আমার দু'বার অসুখ হ'য়েছিল। প্রথম বারে যখন সর্দ্দী হ'য়ে তিন দিন কষ্ট পেয়েছিলাম, তখন বন্ধুবর সুভাষ বাবু আমাকে ভায়ের চেয়েও বেশী যত্ন ক'রেছিলেন। এই ভদ্র লোকটী দাশ ম'শায় প্রভৃতি আমাদের সবলের সদাসর্ব্বদা এমন খোঁজ নিতেন যে, এঁকে দেখে মূর্ত্তিমান সেবাব্রত ব'লেই মাঝে মাঝে ভ্রম হ'তো। দ্বিতীয় বারে যখন ১০২ ডিগ্রি পর্য্যন্ত জ্বর হ'য়েছিল, তখন সুভাষ বাবু প্রভৃতি অন্য সকলে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে আলিপুর সেণ্ট্র্যাল জেলে চ'লে এসেছিলেন—কেবল দেশবন্ধু ম'শায় ও আমি সে জেলে আমাদের দণ্ডাজ্ঞা শুন্‌বার জন্য এই সময় আটকে ছিলাম। এই জ্বরের সময় আমার ঘরে একটা 'কমোড্‌' দিয়ে ছিল এবং আমার ছোট ভাই যোগীন্দ্রনাথ ও বন্ধুবর গোপীনাথকে আমার সেলের ভিতর পর্য্যন্ত যাতায়াত ক'রতে দিত। এই সময় দিবারাত্রি চব্বিশ ঘণ্টা আমার সেলের দরজাও বন্ধ ক'রতো না, তবে আমার বাড়ীর লোকদিগকে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সেল থেকে বেরিয়ে যেতে হ'তো। শুধু এ সময় নয়, দাশ ম'শায়ের অসুখ হবার দিন কয়েক পর থেকে, পরে পরে সুভাষ বাবু ও আমার প্রায় একমাস ধ'রে রাত্রে সেল খুলে রাখ্‌তো; এবং সে সময়ে দাশ ম'শায়ের সেল তো খোলা থাকতোই।

একদিন ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের মেম্বার বা ভারত সভার সভ্য শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু ম'শায় আমাদের জেলে এসে আমাদিগকে যখন ব'লে গিয়েছিলেন যে, আমাদের ভূতপূর্ব্ব ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগু আমাদের মত রাজনৈতিক বন্দিগণকে আমাদের অবস্থানুযায়ী ব্যবহার ক'রবার জন্য বিলাত থেকে এক হুকুমনামা পাঠিয়েছেন, তখন বুঝেছিলাম—আমাদের প্রতি জেলের কর্ত্তাগণের হঠাৎ এত দয়া কেন পরিলক্ষিত হ'য়েছিল। কিন্তু অসহযোগী কয়েদীগণকে কেন যে রাত্রের জন্য একাল পর্য্যন্ত সেলে বন্ধ ক'রে রাখা হয়, তা' আমি একবারেই বুঝ্‌তে পারি নি। আমরা সকলেই তো স্বেচ্ছায় জেলে এসেছি, কেউবা দু'বার কেউবা তিনবার ক'রে জেলে আস্‌তে কসুর করি নি; তবুও আমাদের উপর এ সন্দেহ কেন যে, আমাদিগকে বন্ধ ক'রে না রাখ্‌লে আমরা রাত্রের অন্ধকারে লুকিয়ে পালিয়ে যাবো? কোন জেলে এমন 'ইয়ার্ড' নেই, যার চারদিকে উঁচু পাঁচিল দেখা যায় না। তার উপর, এই সময়ে একজন গুর্খা সৈন্য কিম্বা বেহারী কনেষ্টবল আমাদের উপর সারারাত ধ'রে কড়া পাহারা দিত। আমাদের তা' হ'লে পালাবার সুযোগইবা ছিল কোথায়?

অসহযোগী কয়েদীরা রাত্রির অন্ধকারে পালিয়ে যাবে শুন্‌লে, প্রথম প্রথম বাস্তবিক হাসি পেতো। তারা যে জেলটাকে খেলা ক'রে তুলেছিল, সে কথা যে আমরা জেলে ব'সেই টের পাচ্ছিলাম। একথা কি কেউ অস্বীকার ক'রবেন যে, কোন কিছু লিখে দিতে হবে না, কিম্বা মুখেও কিছু ব'লতে হবে না—শুধু জেল থেকে বেরিয়ে ভাল ছেলের মত বাড়ী চ'লে যাও ব'লে ডাকাডাকি করা সত্বেও, অসহযোগী কয়েদীরা প্রথম প্রথম জেল ছেড়ে যেতে চায় নি? একথা কি কেউ জানে না যে, শেষে অন্য জেলে নিয়ে যাওয়া হবে ব'লে রাত্রির অন্ধকারে জেলের বাহিরে এনে অসহযোগী কয়েদীগণকে পথের মাঝে যেখানে সেখানে ছেড়ে

দেওয়া হ'য়েছে এবং তা'দের কেউ কেউ সেই রাত্রে কিম্বা তার পরদিন সকালে জেলের দরজায় এসে জেলে ঢুকবার জন্ম কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিয়েছে? তের চোদ্দ বছরের নাবালক ছেলে একজন জেলে ঢুকবার জন্ম জেলের দরজায় এসে কি কারু পায় ধ'রে কখন কাঁদে নি? তথাপি তারা পালিয়ে যাবে ব'লে না কি তা'দিগকে প্রত্যেক দিন রাত্রে সেলে বন্ধ করা হ'তো এবং এখনো হ'য়ে থাকে!

পালিয়ে যদি তারা যেতে ইচ্ছা ক'রতো, তা' হ'লে যে এই ফোঁপ্‌রা ঢরঢরে জেল থেকে তারা একদিনেই পালিয়ে যেতে পার্‌তো। যে জেলে ব'সে কয়েদীগণ পয়সা খরচ ক'রলে নিজের ইচ্ছা মত যা' কিছু আনিয়ে খেতে পারে, সে জেল ফোঁপ্‌রা ঢরঢরে নয় তো কি? একদিন এমন ঘটনা ঘ'টেছিল যে, বন্ধুবর সুভাষচন্দ্রের ক্ষুরের বাক্স থেকে আমাদের চোখের সমুখে সত্যি সত্যি খানিকটা চরস বেরিয়ে প'ড়েছিল! ঘটনাটা খুলে না বল্লে, সকলে বোধহয় পরিস্কার ভাবে বুঝ্‌তে পারবেন না।

আমাদের রহিম খানসামার বয়স বেশী ছিল না—পঁচিশ ছাব্বিশ হবে। সে নাকি হাওড়ার কোন একজন সাহেবকে মেরে অনেকদিন ফেরার থেকে শেষে ধরা প'ড়ে শুধু চুরির জন্য মাস কয়েকের মত জেল খাটছিল। একদিন একজন সাহেব প্রহরী তা'কে সন্দেহ ক'রে তার কুর্ত্তা খানা-তল্লাসি করে এবং কুর্ত্তার এক যায়গায় খানিকটা সেলাই ছিঁড়ে তার ভিতর থেকে একখানা পাঁচ টাকার ও একখানা এক টাকার নোট বে'র ক'রে ফ্যালে। শুনেছিলাম, গোটা কতক বিড়িও এই সময়ে তার কুর্ত্তার নীচে পাওয়া গিয়েছিল। বিচারে জেলের 'সুপার' রহিমকে অন্য ডিগ্রিতে বদলি ক'রলে, সে একজন বীরভূমের সাঁওতাল কয়েদীকে দিয়ে সুভাষ বাবুর কাছে ব'লে পাঠিয়েছিল—সুভাষ বাবুর ক্ষুরের বাক্সে তার চরস আছে, সেটা যেন বাহক মারফৎ অনুগ্রহ ক'রে তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া

হয়। সাঁওতালের কথামত ক্ষুরের বাক্স খুঁজতে গিয়ে, সত্যই তার ভিতর খানিকটা চরস পাওয়া গিয়েছিল।

এত যায়গা থাকৃতে থাকৃতে সুভাষ বাবুর ক্ষুরের বাক্সের উপর তার নজর প'ড়েছিল কেন, সে কথা আমি জানি নে। তবে একথা আমি ব'লতে পারি যে, জেলে অতি অদ্ভুত অদ্ভুত যায়গায় কয়েদীরা তা'দের জিনিষ পত্র ও টাকা কড়ি লুকিয়ে রাখে। আমাদের কার্ত্তিক হাড়ী তার গলার ভিতর টাকা কড়ি রাখ্‌তো শুনেছি। সে ব'লেছিল—কলিকাতায় এমন ডাক্তার আছেন, যাঁরা টাকা তিরিশেক পেলেই লোকের গলার ভিতর এমন যায়গা তোয়ের ক'রে দেন যে, সোনার ঘড়ি পর্য্যন্ত তার মধ্যে অবাধে রেখে দেওয়া যায়। শিখ প্রভৃতি পাঞ্জাবী কয়েদীমাত্রেই না কি এই উপায়ে দশ বিশটা গিনি সর্ব্বদা নিজের সঙ্গে রাখে। প্রেসিডেন্সি জেলের একজন শিখ কয়েদীর গলায় ছ'টা গিনি আছে ব'লে, একজন শিখকে একদিন কার্ত্তিক দেখিয়ে দিয়েছিল। তারি কাছে এ কথা প্রথম শুনেছিলাম যে, সাহেব কয়েদীরা তাদের টুপির সোলার ভিতর ছাঁদা ক'রে বিড়ি লুকিয়ে রেখে দেয় এবং পায়ের জুতোর চামের ভিতর গর্ত্ত ক'রে ছোট ছোট লোহা কিম্বা টিনের বাক্সে দীয়াসলাই রাখে।

কয়েদীরাই যে কেবল এইভাবে এবং অন্যান্য নানারকমে জেলের আইন অমান্য করে তা' নয়, কয়েদীদের কোন কোন উপরওয়ালাও প্রকাশ্যভাবে সকল কয়েদীকে দেখিয়ে এবং জানিয়ে অনেক আইন অনেক সময় অমান্য ক'রে থাকেন। জেলের একটা খুব বড় আইন হ'চ্ছে এই যে, জেলের ভিতর জেল কর্ম্মচারিগণের ধূম্রপান নিষিদ্ধ। জেলের ফটকের উপর দেয়ালের গায় সে কথা স্পষ্ট ক'রে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে। কিন্তু জেল কর্ম্মচারিগণ কি সকলে সে আইন মেনে কাজ ক'রতেন? আমাদের 'ইয়ার্ডে' সপ্তাহ অন্তর এক এক জন সাহেব প্রহরী

বদলি হ'তো। তাদের কারু নাম ক'রবো না। একজন বাদে তাদের অন্য সকলকেই জেলের ভিতব চুরুট ফুঁকৃতে আমি নিজের চোখে দেখেছি। একজনকে এমনও দেখেছি যে, জেলের 'সুপার' কর্ণেল হ্যামিল্টন্ এলে সমুখের একহাতে সে তাকে সেলাম ক'রছে এবং পেছনেব আর এক হাতে তার ধরান চুরুট থেকে মৃদু মন্দ গন্ধ এদিক্ ওদিক্ ছ'ড়িয়ে দিচ্ছে। এ সকল দেখে শুনে সাধারণ কয়েদীগণ যে নানান্ বিষয়ে বেশ একটু উদ্ধত ও অসংযত হবে, তা'তে আব আশ্চর্য্য কি?

কর্ণেল হ্যামিল্টন্ লোকটা কিন্তু নিজে নিতান্ত মন্দলোক ছিলেন না। জেলের সনাতন নিয়মানুসারে আমরা কেউ কখনো তাঁকে সেলাম করি নি এবং তিনিও কখনো আমাদের কাছে তেমন সেলাম আশা ক'রতেন ব'লে মনে হয় না। জেলের সনাতন সেলামটা হ'চ্ছে, জেলের কোনও কর্ম্মচারীকে দেখ্‌লে দু' হাত তুলে—'সরকার! সেলাম'—ব'লে চিৎকার ক'রে উঠা। কর্ণেল হ্যামিল্টনের সঙ্গে আমাদের দেখা হ'লে, তিনি এবং আমরা বরাবর ইংরেজীমতেই 'সুপ্রভাত' ইত্যাদি বলাবলি ক'র্‌তাম। তিনি যতবার আমাদের সেলের ভিতর ঢুকেছেন, ততবারই তিনি তাঁর মাথা থেকে টুপি খুলেছেন দেখেছি। জেলের অন্য কোন কর্ম্মচারী আমাদের কাছে কখন কোন অভিবাদন পাবার আশা রাখ্‌তো কি না জানি নে, তবে আমরা তাঁদের সঙ্গে ভদ্রোচিত ব্যবহার ভিন্ন অন্য কোন রকমের ব্যবহার কখন করি নি। সাধারণ কয়েদীগণের সঙ্গেও কর্ণেল হ্যামিল্টন্ যে ব্যক্তিগত ভাবে খুব খারাপ ব্যবহার ক'রতেন, এমন মনে হয় না। কারণ একবার দেখেছি—সাধারণ কয়েদীদিগের তরকারীতে কি এক অখাদ্য মিশিয়ে দেওয়া হ'য়েছিল ব'লে তারা একবার ধর্ম্মঘট ক'রেছিল এবং কর্ণেল হ্যামিল্টন্ তিন বেলা ধর্ম্মঘটের পর তাদের আহারের সন্তবমত সুবন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছিলেন। বাঙ্গালী নায়েব জেলারগণ আমাদের

সঙ্গে কখনও কোন মন্দ ব্যবহার করেন নি, বরং তাঁদের কেউ কেউ সাধ্যমত আমাদিগকে সাহায্য ক'রতে চেষ্টা ক'রেছিলেন। জেলের সাধারণ কয়েদীরাও দাশ ম'শায় প্রভৃতিকে সদাসর্ব্বদা কম ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখ্‌তো না। এমন কি, আমাদের আশ্রমের হরিণ দু'টীও অল্পদিনের ভিতর আমার মত অচেনা লোকের হাত থেকেই কমলা নেবু, কলা ও সন্দেশ ইত্যাদি নিয়ে খেতে সুরু ক'রেছিল।

আমার আত্মীয় কুটুম্ব ও বন্ধু বান্ধবের সহানুভূতিতেও এ দু' মাস আমি এত সৌভাগ্যবান ছিলাম যে, তা' ব'লে প্রকাশ ক'রবার ভাষা আমার নেই। পরম পূজনীয় ছোট দা' শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ শাসমল ম'শায় ও স্নেহের অচিন্ত্য নাথ বহুবার এ সময় আমার সঙ্গে জেলে দেখা ক'রেছিলেন। কল্যানীয় সর্ব্বেশ্বর, জামাই উপেন্দ্র ও নরেন্দ্রনাথ, মামাতো ভাই বরেন্দ্র প্রভৃতিও অনেকে আমার সঙ্গে এ সময়ে দেখা না ক'রে থাক্‌তে পারেন নি। কাঁথির ভাই প্রমথ ও প্রসন্ন ও কল্যাণীয় জগদীশ, মেদিনীপুরের শ্রদ্ধেয় কিশোরীবাবু, তমলুকের কর্ম্মী হরিপদ, ডায়মণ্ড হারবারের বন্ধু গঙ্গাধর বাবু, হাওড়ার ভক্তিভাজন সূর্য্য ও শরৎবাবু, আদরের আশালতা, অমিয়া ও প্রশান্ত এবং মিঃ এন, সি, দাস প্রভৃতি যাঁরা আমার সঙ্গে আমার এই কারাবাসের সময় দেখা ক'রতে এসেছিলেন, তাঁদের কাছে আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাক্‌বো। আমার শৈশবের বন্ধু ব্যারিষ্টার জ্যোতিষ চন্দ্র যে এ সময় আমার এই নিজের হাতেগড়া পরের পুরাতন ঘরে তার পায়ের ধূলো ফেলেছিল, সেজন্য তার কাছেও যথেষ্ট কৃতজ্ঞ আছি।

কিন্তু আমি ব'লছিলাম কি যে—জেলের ভিতর এত অঘটনীয় ঘটনা ও এত অভূতপূর্ব্ব সহানুভূতির মধ্যেও আমাকে মাঝে মাঝে একটু আধটু চঞ্চল হ'তে হ'তো। আমার গ্রেপ্তারের সংবাদ শুনে দু' তিন দিনের

মধ্যে যখন আমার কনিষ্ঠ সহোদর আমার সঙ্গে জেলে দেখা ক'রতে এসেছিলেন, তখন লক্ষ্য ক'রে দেখেছিলাম—তিনি মাঝে মাঝে তাঁর চোখের জল আর আট্‌কে রাখ্‌তে পারছিলেন না। গ্রেপ্তারের পর তাঁর সঙ্গে জেলে এই প্রথম দেখা হ'য়েছিল ব'লে, বুঝ্‌তে আমার বাকী ছিল না যে রক্তের টানে ঢেউ লেগে তাঁর মনের গাঙ্গে বান ডাক্‌ছিল। আমি তারের বেড়ার এপার থেকে তাঁর শরীর বেড়ার ওপার-পানে কোথায় কি হ'চ্ছিল, একে একে সকলি তন্নতন্ন ক'রে দেখ্‌ছিলাম; কিন্তু আমার চোখে জল দেখ্‌লে পাছে তাঁর ভরানৌকা সকলের সাম্‌নে জেলের মধ্যেই ডুবে যায়, সেজন্ত আমাকে আমার সমূহ শক্তি একত্র ক'রে তাঁর সঙ্গে আগা-গোড়া হাসি মুখে কথা কইতে হ'য়েছিল। আরো একটা খুব বড় ভাবনার জন্য সে সময়ে আমি একটু বেশী ক'রে হেসেছিলাম। সেটা এই যে, আমার বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণীর চরণ-তল পর্য্যন্ত আমার নয়নের জল কোন রকমে একবার পৌছ্‌লে, তিনি একেবারে ভেঙ্গে চুরে সারা হ য়ে যেতেন এবং তা' হ'লে কি আর আমি জেলে থেকে সুখী হ'তে পারতাম?

এই ব্যাপারের দিন কয়েক পরে কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর এসে যখন আমাকে ব'লেছিলেন—মা আমার গভীর রাত্রেও আজকাল জেগে থাকেন এবং বিছানায় শুয়ে শুয়ে সারারাত্রি ধ'রে কি জানি কি যেন ভাব্‌ছেন ব'লে মনে হয়, তখন আমি প্রায় ধরা প'ড়ে গিয়েছিলাম আর কি! বহুকষ্ট ও বহু যত্নের পর যখন সম্পূর্ণরূপে আত্ম-গোপন ক'রতে সক্ষম হ'য়েছিলাম, তখন দেখেছিলাম—আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর ম'শায়ের চোখদু'টী জলে লাল হ'য়ে উঠেছে এবং তিনিও আমার নিকট আত্ম-গোপন ক'রবার জন্য বিশেষ চেষ্টা ক'রছেন। এই লুকোচুরি খেলার মানে কি এবং গভীরতা কত, তা' না হয় খুলে না-ই ব'ল্লাম? সকল কথা খুলে ব'ল্লেই যে শুন্‌তে ভাল লাগে এমন নয়, অনেক কথা খুলে না ব'ল্লেই

দেখায় ভাল। তারপর, খুলে ব'ল্লেইবা ব'ল্‌তে পারবো কতটুকু? আমাদের ভাষাও আর আমাদের মনের সকল ভাবকে কোন দিন নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে উঠ্‌তে পারে না!

প্রাণ খুলে দু' একটা গান গাইবার জন্য এ সময় যেমন মনটা যখন তখন অস্থির হ'য়ে উঠ্‌তো, তেম্নি কোনো ধর্ম্মমন্দিরে গিয়ে কোনও নিষ্ঠাবান ধার্ম্মিকের মুখে হরিগুণকীর্ত্তন শুন্‌বার জন্য সন্ধ্যার সময় হৃদয়টা বড় কম ব্যাকুল হ'তো না। বাংলার প্রত্যেক হিন্দু পল্লীগৃহ আজো কিরূপভাবে প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা সমাগমে ঘড়ি ঘণ্টা, খোল করতাল কিম্বা শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হ'য়ে উঠে, সে কথা যখন মনে প'ড়তো তখন অন্তরের মধ্যে বাস্তবিক ব্যথা পেতাম। আর, বাংলার ব্রহ্ম মন্দিরে ব্রহ্ম সঙ্গীত, মস্‌জিদে আল্লার নাম এবং হরি সভায় হরি-সংকীর্ত্তন হ'চ্ছে মনে হ'লে, জীবনেব গত চল্লিশ বিয়াল্লিশ বৎসর কিরূপে কাটিয়েছি সে কথা স্মরণ ক'রে দুঃখ ও অবসাদে মস্তক আপনা হ'তে অবনত হ'য়ে আস্‌তো। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে একদিকে যেমন আমি দু' একটা গানের এক আধ ছত্র জান্‌তাম, তেম্নি অন্যদিকে বাংলার রাজধানীর উপব অধিষ্ঠিত তার একমাত্র প্রাদেশিক কারাগারেও আমাদের জন্য কোন ধর্ম্মমন্দির উপাসনালয় দেখি নি। তবে বলা বাহুল্য যে, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী কয়েদীগণের জন্য জেলের ভিতর একটা গির্জ্জা আছে ব'লে শুনেছিলাম এবং দেখেছিলাম—একজন পাদ্রি মাঝে মাঝে আমাদের আশ্রমেও পদার্পণ ক'রতেন।

পাদ্রি সাহেবটী কি জন্য যে আমাদের আশ্রমে মধ্যে মধ্যে আস্‌তেন, ঠিক জানিনে; তবে তাঁর কথাবার্ত্তা যে রাজনৈতিক চর্চ্চায় মাঝে মাঝে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌তো, সে সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। একদিন তিনি 'নন্-কো-অপারেশন' বা অসহযোগ সম্বন্ধে আলোচনা ক'র্‌তে ক'র্‌তে

হাওড়া ষ্টেশনে তার একজন ভাল মানুষ বন্ধুর উপর কি অত্যাচার হ'য়েছে উদাহরণ দেখিয়ে ব'লেছিলেন, আমাদের এই আন্দোলনের ভিতর জাতি-বিদ্বেষ আছে এবং তা' সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। সকল প্রকারের জাতিবিদ্বেষ যে সর্ব্বথা পরিত্যজ্য, সে কথা আমি অবশ্যই স্বীকার ক'রেছিলাম; কিন্তু এ কথাও আমি তাঁকে ব'লেছিলাম যে, আমাদের এই আন্দোলনের ভিতর জাতিবিদ্বেষ আছে কি না তা' এক আধ জনের দুষ্কর্ম্ম থেকে কখনই সাব্যস্ত হ'তে পারে না। বিশেষতঃ, সে ব্যক্তি অসহযোগী কি না কারু জানা নেই। তারপর, সমগ্র পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থার কথা উল্লেখ ক'রে আমি তাঁকে বিশেষ ক'রে জিজ্ঞেস ক'রেছিলাম—গত যুদ্ধের ফলে ইংরেজ এবং জর্ম্মন জাতির মধ্যে জাতিবিদ্বেষের ভাব পরিলক্ষিত হ'য়েছে কি না এবং সেই জাতিবিদ্বেষের ভাব দূরীকরণের জন্য ইংলণ্ডের ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায় আজ পর্য্যন্ত কি ক'রেছেন? আমি আরো ব'লেছিলাম—পৃথিবীর জাতি সমূহ পরস্পর একযোগে এক সময়ে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ না হ'লে, সমগ্র পৃথিবী ও মনুষ্য জাতির ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ; এবং স্বার্থের টানাটানিতে আমাদের দিন যত অতিবাহিত হ'চ্ছে, আমাদের ভবিষ্যৎও তত বেশী অন্ধকারে দিন দিন ভ'রে উঠ্ছে।

তিনি এ সকল কথার বিশেষ কোন উত্তর না দিয়ে কেবল মাত্র এই ব'লেছিলেন যে—'Experience is the last word in everything for mankind.' অর্থাৎ অভিজ্ঞতাই সকল বিষয়ে মানুষের পক্ষে শেষ কথা। আমি প্রত্যুত্তরে তাঁকে জিজ্ঞেস ক'রেছিলাম -'Should the law of gravity be therefore rediscovered by every individual in order that he is experienced of it?' অর্থাৎ তা হ'লে কি আপনি ব'ল্তে চান যে মাধ্যাকর্ষণ বুঝ্তে হ'লে প্রত্যেক মানুষকে ব্যক্তিগত ভাবে সেটাকে আবার আবিষ্কার ক'রতে হবে? পাদ্রি

সাহেব আমার এ কথারও প্রত্যক্ষ কোন উত্তর না দেওয়ায়, আমি বিনীত ভাবে তাঁকে পুনরায় প্রশ্ন ক'রেছিলাম—আপনি কি স্বীকার করেন যে আমরা ভারতবর্ষের অধিবাসী, আমাদের স্বরাজ পাবার অধিকার আছে? পাদ্রি সাহেব এবারে উত্তর দিয়েছিলেন—'Yes, as a christian, I admit you are entitled to your swaraj.' অর্থাৎ আমি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী স্বরূপে আপনাদের স্বরাজ পাবার অধিকার আছে ব'লে স্বীকার ক'রছি। ধর্ম্মযাজক ম'শায় 'খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী স্বরূপে' কেন ব'লে-ছিলেন, তা' আজো আমি বুঝ্‌তে পারি নি। আমি তারপর তাঁকে জিজ্ঞেস ক'রেছিলাম—কতদিনের মধ্যে আমাদের স্বরাজ পাওয়া উচিত, সে কথা ঠিক ক'রে দিতে ধর্ম্মতঃ এবং ন্যায়তঃ অধিকার আছে কার? ভারতবর্ষের অধিবাসী বৃন্দের—না, অন্য কোনও জাতির? পাদ্রি সাহেব আমার এ প্রশ্নেরও কোন উত্তর না দিয়ে, মুখ ফিরিয়ে সুভাষ বাবু কিম্বা দাশ ম'শায়ের সঙ্গে কি জানি কি কথা ব'ল্‌তে সুরু ক'রে দিয়েছিলেন।

জেলে এসেও যে আমাদের রাজনীতি চর্চ্চার বিরাম ছিল না, সেই কথা ব'লবার জন্যই আমি এখানে এই পাদ্রি সাহেব সংক্রান্ত কয়েকটা বিষয়ের উল্লেখ ক'রলাম। কিন্তু জেলে ব'সে আমাদের কেবল এই পাদ্রি সাহেবের সঙ্গেই রাজনীতি চর্চ্চা হ'য়েছিল ব'লে কেউ যদি মনে করেন, তা' হ'লে তিনি বিশেষ ভ্রমে পতিত হবেন। কারণ আমরা তো নিজে নিজে আমাদের মধ্যে বহুবার বহু আকারে রাজনীতি চর্চ্চা ক'রতামই, তা' ছাড়া বাহিরের যাঁরা আস্‌তেন তাঁদের সঙ্গেও আমাদের গুরুতররূপে রাজনৈতিক আলোচনা হ'তো। এমন কি, যুক্ত প্রদেশের জননায়ক পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের দৌত্যে গত বড়দিনের কয়েকদিন পূর্ব্বে স্বয়ং বড়লাট বাহাদুরের সঙ্গেও আমাদের কিঞ্চিৎ রাজনৈতিক আলোচনা হ'য়েছিল। অবশ্য বড়লাট লর্ড রেডীং আমাদের কাছে আসেন নি, কিন্তু

আমরাও তাঁর কাছে যাই নি; তথাপি ব্যাপারটী একটু খুলেই ব'লছি, কারণ আমাদের আন্দোলনের ইতিহাসে এ ঘটনাটী হয়তো চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে।

বড়দিনকে তখন বোধহয় দিন ছয়েক বাকী আছে, একদিন শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ম'শায় জেলে এসে সংবাদ দিলেন— ভারতের বড়লাট সাহেব আমাদের সঙ্গে মীমাংসা ক'রতে রাজি আছেন, এখন কেবল আমরা তাঁর সঙ্গে মীমাংসা ক'রতে সম্মত হ'লেই হয়। মীমাংসার সর্ত্ত সম্বন্ধে তিনি এই ব'লেছিলেন যে, গভর্ণমেণ্ট সারা হিন্দুস্থান থেকে সঙ্গে সঙ্গে ক্রিমিন্যাল্ ল য়্যামেণ্ডমেণ্ট্ য়্যাক্ট্ তুলে নেবেন এবং সে আইন অনুসারে যাঁরা ইতিমধ্যে দণ্ডিত কিম্বা গ্রেপ্তার হ'য়েছেন, তাঁদের সকলকে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হবে। আর, যথাসম্ভব শীঘ্র ভারতের কোন না কোন একস্থানে একটী রাউণ্ড্ টেবিল্ কন্ফারেন্স্ ব'সবে ব'লে, ভারত গভর্ণমেণ্ট সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা ক'রবেন; এবং সেই কন্ফারেন্সে কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ যেমন উপস্থিত থাকতে পারবেন, তেমি সেখানে পাঞ্জাব, খেলাফৎ ও স্বরাজ সম্বন্ধেও বিস্তারিত আলোচনা হবে। অন্যপক্ষে, গভর্ণমেণ্টের ঈদৃশ কার্য্যের পরিবর্ত্তে আমরা কেবল ২৪শে ডিসেম্বর তারিখের হরতাল বন্ধ ক'রবো এবং যতদিন না রাউণ্ড্ টেবিল্ কন্ফারেন্সের ফলাফল প্রকাশিত হবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা 'পিকেটিং' ক'রতে পারবো না।

এই সর্ত্ত সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর অভিমত কি জানবার জন্য, দেশবন্ধু ম'শায় ও মৌলানা আজাদ সাহেব আমেদাবাদে অনতিবিলম্বে তার ক'রেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী প্রত্যুত্তরে জানিয়েছিলেন—মীমাংসায় তাঁর কোন আপত্তি নেই; তবে আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে এবং ফতোয়া সংক্রান্ত যাবতীয় কয়েদীকে এখন ছেড়ে দিতে হবে এবং রাউণ্ড্ টেবিল্ কন্ফারেন্স্

কবে ব'সবে এবং তা'তে অন্য কেউ যোগ দিতে পারবেন কিনা এবং পার্‌লে তাঁদের সংখ্যা ইত্যাদি কিরূপ হবে, এখন থেকে তা' খুলে না ব'লে দিলে চ'লবে না। ভক্তিভাজন পণ্ডিত মদনমোহন এই নূতন সর্ত্ত নিয়ে বেলভেডিয়ারে বড়লাট সাহেবের কাছে গিয়েছিলেন এবং মুখ ভার ক'রে ফিরে এসে ব'লেছিলেন—লর্ড রেডীং ফতোয়া সংক্রান্ত কয়েদীগণকে এখন ছেড়ে দিতে কিছুতেই প্রস্তুত নন্; তবে আলি ভ্রাতৃদ্বয় যদি কংগ্রেস কর্ত্তৃক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হ'ন্, তা' হ'লে তাঁ'দিগকে রাউণ্ড্ টেবিল্ কন্‌ফারেন্সে যোগদান ক'র্‌তে অনুমতি দেওয়া হবে। রাউণ্ড্ টেবিল্ কন্‌ফারেন্সের অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে এইমাত্র জান্তে দিয়েছিলেন যে, ১৯২২ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যেই কন্‌ফারেন্স্ ব'স্‌বে ব'লে গভর্ণমেণ্ট এখন ঘোষণা ক'রবেন এবং তা'তে ভারতের সকল রাজনৈতিক সম্প্রদায়ই নিমন্ত্রিত হবেন। মহাত্মার কাছে আবার এই সকল কথা টেলিগ্রাফ ক'রে পাঠান হ'য়েছিল, কারণ এখানকার কেউ তাঁর বিনানুমতিতে এতটুকু কিছু ক'রতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি প্রথমে পণ্ডিতজী এবং দেশবন্ধু মশা'য়কে এ করারে মীমাংসা করতে অসম্মতি জানিয়ে টেলিগ্রাফ ক'রেছিলেন, কিন্তু শেষে বোধহয় একদিন পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির তদানিন্তন সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ম'শায়ের কাছে সম্মতিসূচক একখানি তার এসেছিল।

এই তারখানির একখানা 'টাইপ-কপি' সঙ্গে নিয়ে পণ্ডিতজী তার পরদিন সকালে জেলে এসে আমাদিগের অনেককে জেল-আফিসে ডাকিয়েছিলেন। দেশবন্ধু ম'শায়, মৌলানা আজাদ, মৌলানা আক্রাম খাঁ, পণ্ডিত বাজপৈ, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এবং আরো কয়েকজন ও আমি তাঁর কাছে যথাসময়ে উপস্থিত হ'য়েছিলাম। বাহিরের যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে আসামের শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চন্দ,

মেদিনীপুরের ভাই সাতকড়ি, নোয়াখালির শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও দেশবন্ধু ম'শায়ের জামাতা শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায়ের কথা মনে পড়ে। রাজনীতি সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক ও কথাবার্ত্তার পর একখানা কাগজে আমাদের সর্ত্ত সমুহ লিখে, তার নীচে আমরা উপস্থিত প্রায় সকলে দস্তখত ক'রে, সেখানা পণ্ডিতজীর হাতে দিয়েছিলাম। 'প্রায় সকলে' ব'ল্লাম এইজন্য যে, খেলাফতের সম্পূর্ণ দাবী পরিপূর্ণ না হ'লে কোনমতে মীমাংসা হ'তে পারে না ব'লে, মৌলানা আজাদ সাহেব ও তাঁর দু'জন মুসলমান বন্ধু সে কাগজে দস্তখত ক'রতে সম্মত হ'য়েছিলেন না।

যা' হোক্, পণ্ডিত মদনমোহন বেলা প্রায় বারটার সময় কাগজখানি নিয়ে প্রথমে বাংলার গভর্ণর এবং পরে বড়লাট সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রবেন ব'লে, আমাদের আশ্রম থেকে অন্তর্হিত হ'য়েছিলেন। কিন্তু বিধির বিধানে যা' লেখা নেই, তা' ঘ'ট্‌বে কেন? যতদূর স্মরণ হয়, তার পরদিন পণ্ডিতজী এসে ব'লেছিলেন যে, গতকল্য তিনি যখন তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে গে'ছলেন, তখন বড়লাট সাহেব প্রায় দিল্লী বেরিয়ে ব'সেছেন। অধিকন্তু, তাঁর কার্য্যকরী সভার কোন সভ্য তখন কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং তিনি কেবল আমাদের দস্তখতযুক্ত কাগজখানি হাতে নিয়ে পণ্ডিতজীকে ব'লেছিলেন—তিনি ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে কিছু ক'রতে পারেন কিনা চেষ্টা ক'রে দেখ্‌বেন। সেই থেকে একাল পর্য্যন্ত কাগজখানি বোধহয় তাঁর কাছেই আছে এবং তিনি যে সে সম্বন্ধে এখনো কিছু করেন নি, তার প্রমাণ জেলে ব'সেই ঘন ঘন পেয়েছি।

যে দিন কল্যানীয় সতীশচন্দ্রের এক বৎসর কারাদণ্ডের কথা প্রথম শুন্‌তে পাই, সে দিন বাস্তবিক মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গিয়েছিল। সে যে বড় সুখের সুখী, সে এ কষ্ট সইতে পার্‌বে কেমন ক'রে ভেবে পেয়েছিলাম না। তারপর, ভাই প্রমথ নাথ, ভাই কুমার নারায়ণ,

ভাই গুণধর, ভাই শৈলজানন্দ এবং বন্ধু নারায়ণ বাবু ও রাম -ন্দর বাবু প্রভৃতির কমবেশী দীর্ঘ কারাদণ্ডের কথা অবগত হ'য়ে—ব'লবো না হতাশ হ'য়ে পড়েছিলাম, কারণ মৃত্যুহীন এই অনন্ত জীবনে মানুষের হতাশ হবার কিছুই নেই—ব'লবো, নিতান্ত কঠিন ও পাষাণ হ'য়ে সুখ দুঃখের অতীত হ'তে সাধ্যমত চেষ্টা ক'রেছিলাম।

শেষে ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যখন নিজেই কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'য়ে আমার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়কুটুম্ব ও স্বদেশবাসীর মত আমিও একজন কয়েদী সাজবার দেবানুগ্রহ লাভ ক'রেছিলাম, তখন আমার হৃদয়ের সকল দৈন্য ও হীনতা সমদুঃখ ও সমকষ্টের সহানুভূতিতে রাজাধিরাজ মহারাজের মত আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছিল। সমবেদনার এমন উন্মাদিনী শক্তি আছে কিম্বা হ'তে পারে, আমি সত্যই ব'লছি—সে কথা আমি পূর্ব্বে জানতাম না। তবে আমরা যে কেউ কোন অপরাধে অপরাধী নই, তা' অন্য কেউ না জান্‌লেও সবার উপরে ব'সে যিনি সকল জিনিষ দেখছেন, তিনি জানেন। আমরা সকলে যখন তাঁর ইচ্ছাতেই কারারুদ্ধ হ'য়েছি, তখন কারাগারকে তাঁর মঙ্গল হস্তের অপরূপ দান ব'লে আমাদিগকে মাথা পেতে স্বীকার ক'রে নিতেই হবে।

আশ্রম পর্ব্ব

'Civilized nations are like hunting dogs. A perverted instinct drives them to destroy without profit or reason. The unreasonableness of modern wars disguises itself under dynastic interest, nationality, balance of power, honor. This last pretext is perhaps the most extravagant of all, for there is not a nation in the world that is not sullied with every crime and loaded with every shame. There is not one of them which has not endured all the humiliations that fortune could inflict upon a miserable band of men. If there yet remains any honor among the nations, it is a strange means of upholding it to make war—that is to say, to commit all the crimes by which an individual dishonors himself: arson, robbery, rape, murder. ....But it still remains to inquire why I know this, and whence it comes that the fact arouses grief and indignation in me. If nothing but evil existed, it would not be visible, as the night would have no name if the sun never rose'.

—*Anatole France*—

(১)

১৪ই ফেব্রুয়ারী ২রা ফাল্গুণ মঙ্গলবার কোর্ট থেকে ছ'মাসের জেল মাথায় নিয়ে যখন প্রেসিডেন্সি জেলের ফটকে এসে তার জেলার সাহেবকে আমাদের জন্য সেখানে অপেক্ষা ক'রতে দেখেছিলাম, তখন সর্ব্বাঙ্গ ছম্ ছম্ ক'রে উঠেছিল; কারণ শত চেষ্টা ক'রেও ভুলতে পারছিলাম না

যে, আজ আমি এক জন কয়েদী এবং তিনি আমার দণ্ডমুণ্ডের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। পরদানসীন বাঙ্গালী ভদ্রমহিলাকে দিনের বেলায় সবার সমুখ দিয়ে রাজপথে চ'লে যেতে হ'লে যেমন শত প্রতিবন্ধকে তাঁর পা দু'খানি জড়িয়ে যেতে থাকে, আমার অবগুণ্ঠিত আত্মসম্মানের ছেঁড়া আঁচলখানিও আজ সেই রকম শত কণ্টকলতিকায় আপনা হ'তে জড়িয়ে যা'চ্ছিল। জেলার সাহেবের সঙ্গে কি ব'লে কথা ব'লতে সুরু ক'রবো, ভেবে ঠিক ক'রতে পারছিলাম না। একবার মনে হ'চ্ছিল—হয়তো দাশ ম'শায় আগে কথা কইবেন, সুতরাং আমার সেজন্য কিছু ভাববার আবশ্যক নেই; আবার মনে ক'রেছিলাম—হয়তো জেলার সাহেবই আমার সঙ্গে আগে কথা ক'য়ে আমার সকল আপদ ঘুচিয়ে দিবেন। কার্য্যতঃ কিন্তু জেলারের সঙ্গে সে দিন অবস্থাগতিকে আমিই প্রথম কথা ব'লতে বাধ্য হ'যে, হঠাৎ প্রথম কথা কইতে পা'রলে বোবা যেমন অত্যন্ত নির্লজ্জ ও মুখর হ'য়ে উঠে, আমিও সেই রকম যথেষ্ট নির্লজ্জ ও মুখর হ'যে উঠেছিলাম।

প্রেসিডেন্সি জেলের সমুখের সেই ছোট দরজাটা দিয়ে কয়েকজন সশস্ত্র বিদেশী সার্জ্জেণ্ট আমাদিগকে জেলের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছিল এবং হাস্‌তে হাস্‌তে জেলার সাহেবকে আমাদের 'ওয়ারেণ্ট্‌গুলি' বুঝিয়ে দিয়ে একটু স'রে দাঁড়ালে, আমি আগে ছিলাম ব'লে দু'পা এগিয়ে গিয়ে যতদূর সম্ভব প্রফুল্লবদনে জেলারকে ব'লেছিলাম—আমাদের ছ'মাস ক'রে জেল হ'য়েছে, আমাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে সেণ্ট্র্যাল জেলে পাঠিয়ে দিলে আমরা অত্যন্ত বাধিত হবো। জেলের সাধারণ নিয়মানুসারে আমাদের তার পরদিন সকালে সেণ্ট্র্যাল জেলে আস্‌বার কথা, কিন্তু আমার আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও সেখানে অবস্থান ক'রবার ইচ্ছা ছিল না; কারণ বন্ধুবর্গ অনেকেই ইতিমধ্যে সেণ্ট্র্যাল জেলে চ'লে

এসেছিলেন এবং প্রেসিডেন্সি জেলের কর্তৃপক্ষগণের কাছে কি জানি কেন আজ এই কয়েদীর মুখ দেখাতে একটু লজ্জা হ'চ্ছিল। জেলার সাহেব কিঞ্চিৎ চিন্তা ক'রে, ঘণ্টা তিনেক পরে আমাদিগকে সেণ্ট্র্যাল জেলে পাঠিয়ে দিবেন ব'ল্লে, আমরা আমাদের ইয়ার্ডে গিয়ে আমি আমার জিনিষপত্র বাঁধাবাঁধি ক'রতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছিলাম।

আন্দাজ একঘণ্টার ভিতর আমার কনিষ্ঠ সহোদর যোগীন্দ্রনাথ ও বন্ধুবর গোপীনাথ আমার সেলে গিয়ে উপস্থিত হ'য়েছিলেন। আমার জ্বর হ'য়েছিল ব'লে আজ ক'দিন থেকে তাঁদের আমার সেলে আসবার হুকুম ছিল। তাঁদের কথাবার্ত্তায় এবং মুখের ভাব ভঙ্গি দেখে অনুমান হ'য়েছিল, তাঁরা যেন আমার বিনা পরিশ্রমে ছ'মাসের কারাদণ্ডে কিঞ্চিৎ আনন্দিত হ'য়েছেন। অর্থাৎ তাঁরা বোধহয় মনে ক'রেছিলেন— আমার দু'বছর জেল হবে কিন্তু তা' না হ'য়ে মাত্র ছ'মাস জেল হওয়ায়, লোকে যেমন অনেক জিনিষকে মন্দের ভাল ব'লে সুখী হয়, তাঁদের তেম্নি হ'য়েছিল। বাড়ীর লোকের এই মনোভাব দেখে, আমি মনে মনে যে কতদূর প্রীত হ'য়েছিলাম—তা' ব'লে বুঝাতে পারবো না। কারণ আমার কাছে ছ'মাস ও ছ'বছরে কোনও পার্থক্য ছিল ব'লে মনে না হ'লেও, আমার বাড়ীর সকলের কষ্টের কথা স্মরণ ক'রে আমার ভাবনার উদয় হ'তো না—একথা ব'ল্লে প্রকৃত কথা গোপন করা হবে। যা' হোক্, সে দিন চারটের পূর্ব্বেই আমরা সেণ্ট্র্যাল জেলে আস্‌বো শুনে, বাসায় সকল সংবাদ বিস্তারিতভাবে দিবার জন্য তাঁরা তাড়াতাড়ি ক'রে সেখান থেকে চ'লে গে'ছলেন।

বেলা আন্দাজ তিনটের সময় কয়েকজন সাধারণ কয়েদী এসে আমাদের জিনিষপত্রগুলি জেলের ফটকে নিয়ে যেতে সুরু ক'রেছিল এবং আরো পনর কুড়ি মিনটের পর দেশবন্ধু ম'শায় ও আমি জেলের

বাহিরে এসে উপস্থিত হ'য়েছিলাম। দেখেছিলাম—সেখানে শ্রীমান্ চিররঞ্জনের সাদা হাওয়া গাড়ীখানি আমাদের জন্য অপেক্ষা ক'রছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে জেলার আপসন্ সাহেব গাড়ীর 'ড্রাইভার' বা পরিচালকের পাশে উপবেশন ক'রেছিলেন এবং সহকারী জেলার অমূল্য বাবু দাশ ম'শায় ও আমার মাঝখানে ব'স্‌লে, গাড়ীখানি সেণ্ট্রাল জেলের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'য়েছিল। সঙ্গে সশস্ত্র কিম্বা নিরস্ত্র, স্বদেশী কিম্বা বিদেশী কোন প্রকারের পুলিস্ ছিল না এবং ১০ই ডিসেম্বরের পর বাড়ীর হাওয়া গাড়ীতে চ'ড়ে এমনভাবে ভগবানের চিরোন্মুক্ত আকাশের নীচে রাজপথে এই প্রথম বে'র হ'য়েছিলাম। জেলাব আপসন্ সাহেব আমাদিগকে ঠিক বুঝ্‌তে পেরে এই যে সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, সেজন্য মনে মনে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম। বলা বাহুল্য যে, আমাদিগকে কেউ এ সময়েও হাতকড়ী দেয় নি কিম্বা কয়েদীর পোষাক প'রতে বলে নি।

গাড়ীখানি থ্যাকারে রোড দিয়ে বেলভেডিয়ারের পাশে পাশে আলিপুরেব ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট্ প্রদক্ষিণ ক'রে কালীঘাট পুলের কাছে এসে সেণ্ট্রাল জেলের সমুখে দাঁড়িয়েছিল। আমরা গাড়ী থেকে নাম্‌তে না নাম্‌তে আমার পরমমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বহুদিনের বন্ধু রেয়েপাড়ার সেই গোপীনাথ, দেশবন্ধু ম'শায় ও আমার গলায় দু'খানি প্রকাণ্ড ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন এবং স্নেহের অচিন্ত্যনাথের কর্ম্মচারী নরেন্দ্রবাবু কোত্থেকে এসে আমাকে আমার শারীরিক কুশলতার কথা জিজ্ঞেস ক'রে নমস্কার জানিয়েছিল। সেকেণ্ড কয়েকের মধ্যে গেটের সমুখে অনেকগুলি লোক জড় হওয়ায, আমরা তাড়াতাড়ি ক'রে সেণ্ট্রাল জেলের ভিতর ঢুকে প'ড়েছিলাম; কারণ প্রেসিডেন্সি জেলেব জেলার সাহেবকে তাঁর ভদ্রতার জন্য কোন প্রকারে বিব্রত ক'রবার তাঁদের একেবারে ইচ্ছা ছিল না।

প্রকাণ্ড ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতর যেমন ক্ষুদ্র ভারত সাম্রাজ্য বহুদিন থেকে অবস্থান ক'রছে, তেম্নি সেণ্ট্র্যাল জেল তোয়েরির তারিখ থেকে তার একটা প্রকাণ্ড সদর দরজার ভিতর একটা ক্ষুদ্র সদর দরজা আজ পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে। চক্রের মধ্যে চক্র যেমন আজকালকার সুসভ্য রাষ্ট্রীয় নীতির প্রধানতম অঙ্গ, তেম্নি দরজার মধ্যে দরজা বোধহয় আজ-কালকার রক্ষণশীল অর্থনীতির পূর্ণ পরিণতি। কিন্তু একথা আমি মুক্তকণ্ঠে ব'লবো যে, এ ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা কার্পণ্যে পর্য্যবসিত হ'য়েছে; কারণ এতবড় একটা দরজার গায় একটা দু'হাত লম্বা ও একহাত চওড়া সেকেলে এতটুকু ছিদ্র একেবারেই মানায় নি। যা'হোক্, একথা বোধ-হয় কাউকে খুলে ব'লতে হবে না যে, ছাওয়া গাড়ী ইত্যাদি পার ক'রতে হ'লে বড় দরজাটী এবং কর্ম্মচারী ও কয়েদীগণের গতিবিধির জন্ম ছোট দরজাটী ব্যবহৃত হ'তো। সুতরাং আমরা ঘাড় হেঁট ক'রে কোমর বাঁকিয়ে কোনগতিকে এই ছোট দরজা দিয়ে আপসন্ সাহেব ও অমূল্য বাবুর সঙ্গে সেণ্ট্র্যাল জেলের ভিতর প্রবেশ ক'রে দেখেছিলাম - পূজনীয়া শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, সুভাষ বাবু, হেমন্ত বাবু ও চিররঞ্জন বাবু প্রভৃতি অনেকেই সেখানে দাশ ম'শায়ের আগমন প্রতীক্ষা ক'রছেন।

কিছুক্ষণ পরে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে গভর্ণমেণ্টের খরচায় একখানা ঘোড়ার গাড়ীতে আমাদের আসবাব-পত্র এলে, সেগুলিকে এ জেলের ভিতর পাঠিয়ে দেওয়া হ'য়েছিল এবং আমরাও ক্রমে তার আর একটী বড় ফটকের গায় আর একটা ছোট দরজা দিয়ে আমাদের নূতন বাসস্থান 'ফিমেল্ ইয়ার্ড্' বা স্ত্রীলোক কয়েদীগণের থাকবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'য়েছিলাম। অবশ্য এই 'ফিমেল্ ইয়ার্ডে' তখন কোন স্ত্রীলোক কয়েদী ছিল না, কারণ আমরা গিয়ে দেখেছিলাম - তখন সেখানে শ্রীমান্ চিররঞ্জন, হেমন্ত বাবু, সুভাষ বাবু, কিরণ বাবু ও অরবিন্দ বাবু অবস্থান

ক'রছিলেন। এত জায়গা থাকৃতে থাকৃতে স্ত্রীলোক কয়েদীগণের থাকৃবার ঘরে দেশবন্ধু ম'শায়ের মত লোকের স্থান নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছিল কেন, সে কথা আমি ঠিক ব'লতে পারবো না। তবে শুনেছিলাম, এ জায়গাটী জেলের ফটকের খুব কাছে ব'লে, আমাদের সুবিধার জন্যই নাকি আমাদিগকে এখানে রাখা হ'য়েছিল।

এই ইয়ার্ডে একখানা দক্ষিণমুখী একতালা ঘরে তিনটে সেল দেখেছিলাম। ঘরটী দক্ষিণমুখী হ'লেও, এর দক্ষিণ বারান্দার নীচে হাত ছয়েক দূরে এক বৃহৎ ইষ্টক নির্ম্মিত নূতন ধরণের গুদম ঘর, এর ভিতর বায়ুসঞ্চালনের গুরুতর প্রতিবন্ধকরূপে দণ্ডায়মান ছিল। তবে তখনো শীতকাল শেষ হয় নি দেখে, সে দিকে তখন মন দেবার বিশেষ কোন আবশ্যক বোধ ক'রেছিলাম না। এ ইয়ার্ডের পশ্চিম ও উত্তর দিকের পাঁচিল অবলম্বন ক'রেই একতালা ঘরখানি তোয়ের হ'য়েছিল ব'লে, এর পাঁচিলের ভিতর শুধু পূর্ব্বদিকেই আন্দাজ পনর বর্গ হাত জায়গা ফাঁকা প'ড়েছিল। এর পূর্ব্ব পাঁচিলের গায় একটী প্রবেশ দ্বার এবং পূর্ব্ব-উত্তর কোণে একটী পাইখানা ও নাইবার ঘর দেখেছিলাম, কিন্তু এ ইয়ার্ডের কোথায়ো কোন রান্নাঘর কিম্বা বাবুর্চ্চিখানা দেখি নি।

একতালা ঘরখানির তিনটে সেলেরই, অন্য সেলের তুলনায় দু'টী বিশেষত্ব ছিল। প্রথমতঃ, তিনটে সেলেরই মধ্যের দেয়ালে একটী ক'রে দরজা দেখেছিলাম এবং বন্ধুদের কাছে শুনেছিলাম – রাত্রে সে দরজাগুলি খোলা থাকে। সুতরাং বুঝ্তে বিলম্ব হ'য়েছিল না যে, রাত্রে আমরা সকলে এক জায়গায় ব'সে মনের সুখে যতক্ষণ ইচ্ছা গল্পগুজব ক'রতে পারবো এবং সেজন্য মনে মনে কিঞ্চিৎ আনন্দিতও হ'য়েছিলাম। দ্বিতীয়তঃ, পশ্চিম দিকের যে সেলটী দাশ ম'শায় পেয়েছিলেন, তা'তে কোন 'কবর' ছিল না; কারণ তাঁর সুবিধার জন্য তাঁর সেল থেকে

সেটাকে দিন কয়েক পূর্ব্বে তুলে ফেলে দেওয়া হ'য়েছিল। কিন্তু বাকী দু'টী সেলের মধ্যে, পূর্ব্ব দিকের সেলে একটী এবং মধ্যের সেল বা 'য়্যাসোসিয়েশন্ ওয়ার্ডে' চারটে 'কবর' তখনো বিরাজিত আছে দেখে-ছিলাম। পূর্ব্বদিকের সেলটীকে 'কমোড্' ইত্যাদির দ্বারা ইংরেজী 'বাথরুম' বা নাইবার ঘরে পরিণত করা হ'য়েছিল এবং মধ্যের সেলটীতে আমাদের ছ'জনের অর্থাৎ সুভাষ বাবু, হেমন্ত বাবু, কিরণ বাবু, অরবিন্দ বাবু, চিররঞ্জন বাবু ও আমার কালাতিপাতের বন্দোবস্ত ক'রে নিয়েছিলাম।

'কবরের' নাম শুনে কেউ কেউ হয়তো মনে ক'রবেন যে, আমাদিগকে অন্য কোন রকমে জব্দ ক'রতে না পেরে, গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে অবশেষে ভূতের হাতেই উৎসর্গ করেছিলেন; কিন্তু সে কথা একেবারেই ঠিক নয়। আকারে প্রকারে এই নকল কবরগুলির সত্যকার কবরের সঙ্গে কোন বিভিন্নতা না থাকলেও, এদের ভিতর কারু দেহাবশিষ্ট কিঞ্চিৎ পরিমাণেও বিদ্যমান ছিল না। খাটের পরিবর্ত্তে ইটের তোয়েরী চব্বিশ ইঞ্চি চওড়া, ছত্রিশ ইঞ্চি উচু ও প্রায় সাত ফুট লম্বা এই কবরগুলির উপর আমাদিগকে শয়ন ক'রতে হ'তো। আমাদের সেলে কেবল চারটে এই রকম কবর থাকায়, আমরা দু'খানি লোহার খাটও পেয়েছিলাম। কিন্তু সেগুলি মাপে ছোট ছিল ব'লে, তার একটীতে হেমন্ত বাবু ও অন্যটীতে চিররঞ্জন বাবু শুতেন; এবং সুভাষ বাবু, কিরণ বাবু, অরবিন্দ বাবু ও আমি কবরের উপরেই রাত্রি যাপন ক'রতাম। এই কবরগুলির উপর একদিকে যে ইটের বালিশ তোয়ের করা ছিল, তা' আমরা কেউ ব্যবহার ক'রতে না পেরে দুঃখিত ছিলাম না। কিন্তু আমাকে একটু দুঃখিত হ'তে হ'য়েছিল এই জন্য যে, চব্বিশ ইঞ্চি চওড়া কবরের উপর আমার চুয়াল্লিশ ইঞ্চি ঘেরের বিপুল বপুখানি রাত্রে শোয়ার সময় ভাল ক'রে ধ'রতো না এবং আমি ঘন ঘন স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে উঠে সকলের ঘুম ভাঙ্গিয়ে

দিতাম। ফলে, দিন কয়েক পরে আমাকে আমার কবরের পাশে মাটিতেই বিছানা পেতে শোয়ার আয়োজন ক'রে নিতে হ'য়েছিল।

সেলের আসবাব-পত্র সম্বন্ধে এখানে কিছু ব্যতিক্রম দেখেছিলাম। এখানে কারুর জন্য টেবিল্ ও টুলতো ছিলই না, অধিকন্তু এখানে সকলের জন্য টেবিল্ ও টুল্ রাখবার জায়গা পর্য্যন্ত দেখি নি। তবে সেই চটের গদি, সেই দু'খানা কম্বল ও সেই একটা মশারী এখানেও পেয়েছিলাম। প্রত্যেকের জন্য এখানে এক একটী কুঁজো না থাক্‌লেও, যতগুলি কুঁজো ছিল তা'তে সকলের কাজ চ'লে যেতো। আমাদের খাওয়ার জন্য এনামেলের থালা এক এক খানা আমরা এখানে কোনগতিকে যোগাড় ক'রে নিয়েছিলাম। ক্রমে অবশ্য আমাদের সাজ সরঞ্জাম কিছু বেশী হ'য়েছিল, কারণ কয়েকদিনের মধ্যে দাশ ম'শায়ের অসুখের জন্য তিনি তাঁর বাড়ী থেকে কয়েকটী আবশ্যকীয় জিনিষ জেলে আনবার অধিকার পেয়েছিলেন। কিন্তু এখানে আসবার দিন কয়েকের মধ্যে আমি চা খাওয়া ছেড়ে দিলে, আমার জিনিষপত্রের আর বিশেষ কিছু অভাব ছিল না।

সে দিন রাত্রি প্রায় আট্‌টার সময় সকলে মিলে অনেকদিনের পর একসঙ্গে পরমানন্দে খেতে ব'সে টের পেয়েছিলাম—এখানে আমাদের জন্য আমাদের নিজেদের লোকেরাই এক জায়গায় রান্না করেন এবং সে জিনিষ প্রত্যেক দিন দু'বেলা নিয়মমত সকল ইয়ার্ডে আমাদের লোকের দ্বারাই বিতরিত হয়। পরে অনুসন্ধানে আরো অবগত হ'য়েছিলাম—গভর্ণমেণ্ট আমাদের এক এক জনের জন্য মাসে সাড়ে পনর টাকা ক'রে বরাদ্দ ক'রেছিলেন এবং সে টাকাতে আমরা আমাদের দরকার মত মাছ মাংস ইত্যাদি আবশ্যকীয় জিনিষের কিছু কিছু বাহির থেকে আনিয়ে নিচ্ছিলাম। আজকালকার দিনে দৈনিক আট আনাতে নানারকমের

বাজে খরচ ও অপব্যয় বাদে আমাদের কিরূপে দিন গুজ্‌রান হ'তো, সে কথা খুলে নাইবা ব'ল্লাম। তার উপর চালগুলি নাকি গভর্ণমেণ্টের আগে থেকে কেনা ছিল, সেজন্য আমরা কোন দিনই আমাদের অবস্থার মত চাল এখানে দেখ্‌তে পাই নি। আমার তা'তে বিশেষ কোন কষ্ট ছিল না, কারণ বেলদা ইত্যাদি জায়গার হোটেল রক্ষকগণ সাক্ষী আছেন—আমি ব্যারিষ্টারি ক'রতে ক'রতেই বহুবার বড় বড় লাল চালের ভাত খেয়ে উদর পূরণ ক'রেছি। সত্য কথা ব'ল্‌তে কি, লক্ষীর বাচবিচার করা আমার কোনদিনই অভ্যাস ছিল না এবং তা'ই আমার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী আমাকে ছেলেবেলায় মাঝে মাঝে ঠাট্টা ক'রে ব'লতেন যে, একজন হাবসীর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিলে আমার বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কেটে যাবে। জেলের বাহিরের দিনগুলি আমার যে রকমেই কাটুক না কেন, খাওয়া দাওয়ার প্রতি উদাসীন থাকৃতে চিরদিন চেষ্টা ক'রে এসেছিলাম ব'লে, আমার এ সময়ের জেলের ভিতরের দিনগুলি যে কথঞ্চিৎ সুখে স্বচ্ছন্দে কেটে যাচ্ছিল—সে কথা আমাকে স্বীকার ক'রতেই হবে।

রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটা পর্য্যন্ত সে দিন নানারকমের তর্ক-বিতর্ক ক'রে বিজলীর বাতি নিবিয়ে যখন মশারীর ভিতর স্থান নিয়েছিলাম, তখন ক্রমশঃ উদ্ভাসিত তাল তাল অন্ধকাররাশির উপর ধীরে ধীরে পা ফেল্‌তে ফেল্‌তে সে দিনকার সকালবেলার কয়েদীর মূর্ত্তিটী আবার আমার সমুখে প্রকাশিত হ'য়েছিল। এবারে প্রেসিডেন্সি জেলের জেলার কিম্বা অন্য কেউতো সেখানে ছিলেনই না, তার উপর এবারে আমারই ভাল মানুষ লোকটীর কাছে আমারই কয়েদীব্যক্তিটী এরূপ স্নিগ্ধ ও শান্তোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে ফুটে উঠেছিল যে, আমার গরীব স্রোতের তৃণটী পর্য্যন্ত এবারে সেজন্য আনন্দ ও হর্ষে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌ছে উপলব্ধি ক'রেছিলাম।

আনন্দ ও হর্ষে আমার গরীব স্রোতের তৃণটী এমন অবস্থায় বিদ্রোহী না হবে কেন? সেতো আর চুরিডাকাতি কিম্বা খুনখারাবী ক'রে জেলে এসেছিল না যে, তার অন্তরাত্মা তার ভিতর থেকে তার হৃদয়মনকে তমসাচ্ছন্ন ক'রে দিবে! ভিতর থেকে যে জিনিষের প্রেরণা না আসে, সকল সময় সেটাকে মোহ কিংবা মায়া না ব'ল্লেও, সেটাকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবহেলার জিনিষ ব'লেই যেমন আমি মনে ক'রে থাকি—তেম্নি ভিতর থেকে যে জিনিষের প্রেরণা আসে, তা'কে আমি ন্যায় ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের আদেশ ব'লে দু'হাতে মাথায় তুলে নিতে সাধ্যমত চেষ্টা করি। এ ক্ষেত্রে একদিকে যেমন ভিতর থেকে আমার উপর দুঃখ প্রকাশের কোন আদেশ ছিল না, তেম্নি অন্যদিকে আমার উপর আমার ন্যায় ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য প্রতিপালনের স্বাভাবিক আনন্দের প্রেরণা আমাকে উন্মত্ত ক'রে তুলেছিল। সে যা' হোক্, আজ পুরুষ-প্রকৃতি, সমাজ সামাজিকতা ইত্যাদি কত কথাই ভাব্তে ভাব্তে কখন যে আমার কয়েদীর প্রথম রাত্রির প্রথম ঘুম আমার নয়ন দু'টীর উপর তার কোমল হস্ত বুলিয়ে দিয়েছিল, সেকথা আমি স্মরণ ক'রে কিছুতেই ব'লতে পার্বো না।

(২)

ফেব্রুয়ারী মাসের বাকী ক'টা দিনে সেণ্ট্র্যাল জেলে দেখ্বার ও জান্বার যা' কিছু ছিল, সকলই প্রায় দেখে ও জেনে ফেলেছিলাম। সেদিকে যথেষ্ট সুবিধা হ'য়েছিল এইজন্য যে, এ জেলের সাধারণ কয়েদী-গণের ইয়ার্ডগুলি বাদে অন্য প্রায় সর্ব্বত্র আমরা যাতায়াত ক'রতে পেতাম। এমন কি, প্রতিদিন সকালে ও বিকেলে জেলের বাহিরে তোমার আমার মত দরিদ্রের যে রাস্তাকে রাজপথ বলে, সে রাস্তায় বেড়াতে যেতে না পেলেও—জেলের ভিতরের রাস্তামাত্রেই আমাদের বেড়াতে যাবার

অধিকার ছিল। এ জেলের এই ব্যবস্থার জন্য সত্যই মনে মনে বেশ আনন্দিত হ'য়েছিলাম এবং প্রেসিডেন্সি জেলের কর্তৃপক্ষগণ কেন যে সুদীর্ঘ দু'মাস ধ'রে এ সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে অযথা নিষ্ঠুরাচরণ ক'রেছিলেন, ভেবে ঠিক ক'রতে পেরেছিলাম না।

এ জেলের একটী প্রধান বিশেষত্ব এই ছিল যে, এর কামরাগুলির অভ্যন্তর ব্যতীত এর ভিতরে বাহিরে ঊর্দ্ধে নিম্নে বামে দক্ষিণে চারদিকেই লাল রংয়ের ছড়াছড়ি দেখেছিলাম। কারণ এ কালের নূতন পদ্ধতি অনুসারে এই পোড়া জেলটার পোড়া ইটগুলিতো লাল ছিলই, তা' ছাড়া এর বারান্দার ছাদের টালিগুলি এবং এর জোড়মুখের সাদা চুন বালির উপরেও লাল রং মাখিয়ে দেওয়া হ'য়েছিল। এই সময়টা প্রত্যেক দিন সকালে যখন 'তমালতল ও যমুনার জল' লাল ক'রে রক্তবরণ তরুণতপন পূর্ব্বাকাশে মাথা তুলতেন, তখন এ জেলের লাল পাঁচিলে ঘেরা ছোট্ট এতটুকু দুনিয়াখানাকে সত্যই বেশ ভাল দেখাতো। তার উপর, যে দিন জেলের বাগানে রক্তজবা ও আরো কয়েকটা নাম অজানা লাল ফুল একসঙ্গে ফুটতো, সে দিন তার সকল অভাব ও সকল অসঙ্গতিকে অপসারিত ও পরিপূর্ণ ক'রে, তারা সারা জেলটাকেই হোরির দিনে ফাগের মত রঙ্গীন ক'রে দিতো।

তথাপি কেউ কেউ হয়তো মনে ক'রবেন—অদৃষ্টের এ কি বিড়ম্বনা যে, যে মৃন্ময় মাটীকে চিন্ময় মা-টীরূপে সাধনা ক'রতে গিয়ে যাঁরা এখানে এসেছিলেন, তাঁদের জন্যই সেই মায়ের বুকের কলিজা কেটে ইট তোয়েরি ক'রে এই কারাগার বিনির্ম্মিত হ'য়েছিল! মায়ের দু'একজন অবিশ্বাসী ও অধৈর্য্য সন্তানকে এজন্য এই সময় মাঝে মাঝে দুঃখ প্রকাশ ক'রতে শুনেছিলাম; কিন্তু ব'লতে আনন্দে হৃদয় নেচে উঠে—মায়ের অধিকাংশ সুসন্তান এই সময় বলাবলি ক'রতেন যে বিশ্বাসই কর্ম্মের

মূল এবং ধৈর্য্যই কর্ম্মের পরম সাধনা। তাঁদের মুখে একথাও এই সময় শুনেছিলাম যে, যারা চোখ থাক্‌তে অন্ধ এবং কান থাক্‌তে বধির, তারাই কেবল এ জায়গাটাকে কারাগার ব'লতো; কারণ তারা জান্তো না যে প্রাণময় জগতের এই জীবন্ত ইটগুলির ভিতর ব'সে তাদেরই আরাধ্য দেবতা তার ভাঙ্গা প্রাণের রক্তমাখা ফাটা বুকে তা'দিগকেই দিবারাত্রি ডেঁকে রেখেছিলেন। সৃষ্টির প্রত্যুষ থেকে বাহিরের দিকে নজর দিয়ে ভিতরের এই ঘুমন্ত শক্তিটার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করে নি ব'লে, কোটী কোটী নরনারী আজ সত্যই তাদের অফুটন্ত আত্ম-কোরকে যে সচ্চিদানন্দ মহাপ্রকৃতি চির-বিরাজিত র'য়েছেন, তাঁর সন্ধান খুঁজে পাচ্ছে না এবং তাদের সকল জেল ও সকল কারাগারের কারণ হ'য়েছে—এই অজ্ঞতা।

কিন্তু বলছিলাম কি যে—এ জেলের সদর দরজা থেকে সোজাসুজি উত্তর-পূর্ব্বদিকে একটা বড় রাস্তা আছে, যে রাস্তাটা এ জেলকে পূর্ব্ব পশ্চিম দু'ভাগে ভাগ ক'রে দিয়েছে ব'ল্লে অত্যুক্তি হয় না। এখন, এই পূর্ব্বদিকের জেলে জেলের সদর দরজার পাশেই একটী উত্তর দক্ষিণ লম্বা একতালা ঘর দেখ্‌তে পাওয়া যায়, যার ভিতরের একটা কামরায় সেলাইর কল ইত্যাদি এবং অন্য কয়েকটা কামরায় কাপড় চোপড়ের তোষাখানা র'য়েছে। তারপর, তিনটে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দ্বিতল গৃহে একটা প্রায় দশ লক্ষ টাকা মূল্যের বৃহৎ ছাপাখানা এই জেলের এই পাশে অবস্থিত দেখেছি; এবং 'যুগান্তর' ও 'সন্ধ্যা' ইত্যাদি বাংলার অনেক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বাজেয়াপ্ত মুদ্রাযন্ত্র এই ছাপাখানায় রাখা হ'য়েছে শুনেছি। এখানে প্রত্যেক দিন প্রায় হাজার কয়েদী কা'জ ক'রে থাকে। সাহেব ও চীনা কয়েদী মাত্রকেই তো এখানে কাজ ক'রতে হয়, তা' ছাড়া বাহির থেকে কেরাণী বেশধারী প্রায় কুড়ি জন ভদ্রলোক এখানে প্রতিদিন আসা যাওয়া করেন।

এই ছাপাখানায় গভর্ণমেণ্টের এত কাগজ ছাপান হয় যে, সেগুলিকে রাখবার জন্য এই জেলের বাহিরে জেলের ঠিক সমুখেই একটা ত্রিতল অট্টালিকা প্রস্তুত করা হ'য়েছে।

ছাপখানার উত্তরে বড় রাস্তার লাগাও পূর্ব্বদিকে সাধারণ কয়েদীদের জন্য একটা পাকশালা ও একটা খাবার জিনিষের গুদম ঘর পরিলক্ষিত হয়। তারপর একটা বড় গোল জায়গার মাঝখান দিয়ে সেই বড় রাস্তাটা উত্তর পূর্ব্ব মুখে চ'লে গিয়েছে এবং তার ডানদিকে একটা গোল দোতালা বাড়ী অনেক দিন থেকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে আস্‌ছে। অনুসন্ধানে জেনেছিলাম—এটাকে 'টাওয়ার্' বলে এবং এটাতে কাজ হয় যে কত রকমের, তা' ঠিক ক'রে বলা যায় না। সাধারণতঃ, এর সর্ব্ব নিম্ন-তলে নানা রকমের জিনিষপত্র থাক্‌তো এবং এর দ্বিতলে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের জন্য সপ্তাহে কয়েকবার বাইবেল পাঠ ও ধর্ম্মালোচনা হ'তো—যে জন্য আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত প্রেসিডেন্সি জেলের সেই পাদ্রি সাহেবটী এখানেও মাঝে মাঝে আস্‌তেন। আর, এর ছাদের উপর দিনের বেলায় একটা ঠাকুর বাড়ীর বড় ঘণ্টা থেকে একজন বেহারীর কৃপায় প্রত্যেক ষাট্ মিনিটে একবার ক'রে আওয়াজ বেরোতো; এবং সারারাত্রি ধ'রে কয়েকজন পশ্চিম দেশীয় কনেষ্টবল, সারা জেলটার কোন্ সেলে কত কয়েদী ঘুমোচ্ছে এই সংবাদ সংগ্রহ ক'রতে ক'রতে, তাদের কড়াপড়া বেসুর-বাঁশীর সুর ফাঁক্‌তালে আমাদের কত সাধের সাধা ঘুম যখন তখন ভেঙ্গে দিত।

এই সময় একদিন আমি এই 'টাওয়ারের' উপর গিয়েছিলাম—দিনের বেলায় ঘণ্টা বাজাতে কিম্বা রাত্রে কয়েদী গুণ্‌তে নয়, কিন্তু দিবারাত্রির সন্ধিক্ষণে সম্ভব হ'লে আমার ৭৩ নম্বরের বাসাটাকে দেখ্‌তে। কারণ যখন মনে হ'য়েছিল, এ জেল থেকে আমার বাসাটা সোজাসুজি সাত শ'

গজেরও কম হবে, তখন কি জানি কেন সেটাকে একবার দেখবার জন্য প্রাণটা আমার আকুলিবিকুলি ক'রে উঠেছিল ; এবং যখন মনে প'ড়েছিল, আমার বাসার পাশের দেবমন্দিরে যে ময়ূর আছে তার কেকা গত রাত্রে শুনতে পেয়েছিলাম, তখন যন্ত্র চালিতের মত ধীরে ধীরে পা ফেল্‌তে ফেল্‌তে সেখানে না গিয়ে থাকতে পারি নি। কিন্তু গাছের আড়ালে আমার পুরাতন খাঁচাটী হারিয়ে গেলেও, মেঘের আড়ালে ও ধরিত্রীর কোলে দু'টী অভিনব জিনিষের সন্ধান পেয়েছিলাম এবং স্যাভোনার দুর্গে ইটালির ভবিষ্যৎ উদ্ধারকর্ত্তা বন্দী ম্যাজিনীর কথা মনে প'ড়েছিল। অনন্তের জ্বলন্ত সাক্ষী দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ, আজ এই 'টাওয়ারের' উপর আমার বন্দিজীবনের সকল ক্ষুদ্রত্ব ও মলিনতাকে এমন ক'রে ওলট পালট ক'রে দিয়েছিল যে, ক্ষণিকের তরে আমি মনে ক'রেছিলাম—আমি নিজেই আমাকে আজ কোথায় হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু পরক্ষণে দেখেছিলাম— আমার একান্ত আপনার স্রোতের তৃণটী আমাদের জেলের পাশের আদি গঙ্গা ও ক্রমে ভাগীরথী অতিক্রম ক'রে বঙ্কিমচন্দ্রের রসলপুর নদী দিয়ে ফুলবাড়ী গ্রামে আমার পুত্রবিরহবিধুরা পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরাণীর চরণ-প্রান্তে উপস্থিত হ'য়েছে এবং ভক্তিচন্দনে তাঁর চরণযুগল চর্চ্চিত ক'রে আবার অনন্তের যাত্রী অনন্ত স্রোতে ভাস্‌তে ভাস্‌তে রসলপুর নদী ও বঙ্গোপসাগর পার হ'য়ে ছুট্‌তে আরম্ভ ক'রেছে—ভারত মহাসাগরের পানে। সে অনুভূতির আনন্দ ও আনন্দের অনুভূতি আজও আমার মনে পড়ে এবং আমি আশা করি, আমার ইহকাল ছাড়িয়ে আমি যখন আমার পরকালে গিয়ে পৌঁছবো, তখনো আমার সে কথা স্মরণ হবে ; কারণ ইহপরকালের অতীত আমার অবিনশ্বর আত্মা জানে যে, এই অনন্তের অনুভূতির ক্রমবিকাশকেই জীবন বলে—তা' ছাড়া জীবনের আর অন্য কোনও মানে বা অর্থ নেই।

শ্রীভগবান মানুষ সৃষ্টি ক'রেছিলেন এই জন্য যে, তারা সত্যের অনন্ত অনুসন্ধানে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই ক'রতে ক'রতে যখন দেবত্ব প্রাপ্ত হবে, তখন তিনি আর তা'দিগকে পুনর্জন্ম গ্রহণ ক'রতে বাধ্য ক'রবেন না। প্রকৃতি দু'প্রকার—মানুষের নিজের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি এবং এই জন্মমৃত্যুর অধীন শীতগ্রীষ্মভরা বাহ্য প্রকৃতি। মানুষ যখন বনে জঙ্গলে থাক্‌তো, সত্যের অনুসন্ধানে যখন তার হৃদয়মন সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হয় নি, তখন তাকে কেবল এই দুই প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই ক'রতে হ'তো—তার আর অন্য কোনও তৃতীয় শত্রু ছিল না। ক্রমে মানুষ যখন সনাতন সত্যের আবিষ্কারের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌লো, তখন সে সমাজ ও সামাজিকতা সৃষ্টির জন্য কি জানি কেন বদ্ধপরিকর হ'য়েছিল। ফলে, তার নিজের হাতে গড়া সেই সমাজ ও সামাজিকতা রক্ষার জন্য তাকে ক্রমে আইন ও আইনবেত্তা, রাজা ও রাজনীতি, গভর্ণমেণ্ট ও গভর্ণমেণ্টের পরিচালক সৃজন ক'রতে হ'য়েছে; এবং তার পরিণতি আজ এই দেখ্‌তে পাচ্ছি—অধিকাংশ মানুষ তাদের দু'টী স্বাভাবিক শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা বন্ধ ক'রে দিয়ে, তাদের নিজের কৃর্ম্মপ্রসূত এই যে তৃতীয় অস্বাভাবিক শত্রু তাদের হৃদিস্থিত দেবতাগণকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে খেলা ক'রতে চা'চ্ছে, তারই সঙ্গে লড়াই ক'রতে এখন তারা মহাবিব্রত। নারায়ণ আশীর্ব্বাদ করুন, আমার এই লড়াই যেন আমার এই জীবনের চরম গম্যস্থানে পর্য্যবসিত না হয়—যেন আমার স্মরণ থাকে যে, এই জিনিষটী আমার কেবল একটী উপায় বা পন্থা মাত্র। তা'হ'লে দিগন্ত বিস্তৃত বিরাট আকাশ ও সীমাহীন অন্তহীন বিশাল মহাসমুদ্র দেখে, আমার মত নগণ্য ও অপদার্থ ব্যক্তিরও যে মাঝে মাঝে অনন্তের কথা মনে পড়ে, সেই স্বর্গীয় অপার্থিব অনুভূতি আমাকে ঘৃণা ক'রে আমার জীবন যাত্রার পথের পাশে আমাকে কোন দিন ফেলে দিয়ে পালাবে না। তা' হ'লে জীবনের সকল কর্ম্মের অবসানে

একলাটী গিয়ে যখন তাঁর চরণপ্রান্তে লুটিয়ে প'ড়তে ইচ্ছা হবে, তখন যেন কেউ আমাকে মনে করিয়ে দিতে না পারে যে, আমি হতভাগা আমার মলিন কন্থায় তাঁর চরণ দু'খানির অস্পষ্ট চিহ্নমাত্র কেবল একবারের জন্য দেখেছিলাম কিন্তু তিনি যে সত্য সত্যই একদিন আমার পর্ণ কুটীরে এসে আমার জরাজীর্ণ আসবাবগুলির অপবিত্রতাকে তাঁর পবিত্রতার পুণ্য সৌরভে আকুল ক'রে আমার শিয়রে ব'সে গিয়েছিলেন—সে কথা আমি একেবারেই জানি নে !

কিন্তু ব'লছিলাম কি যে—গোল জায়গাটার ডান ধারে 'টাওয়ারের' পূর্ব্বদিকে পূর্ব্ব বর্ণিত গুদম ঘরের উত্তর পূর্ব্ব কোণে, 'ম্যাজিষ্ট্রেট সেল' বা যেখানে কয়েদীগণের অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে তা'দিগকে দিবারাত্রি নির্জ্জনে বাস ক'রতে হয়, সেই সেলটা অবস্থিত। তারপর সাধারণ কয়েদীদের কয়েকটা ইয়ার্ড পেরিয়ে বড় রাস্তা দিয়ে জেলের 'গৌখানায়' গেলেই, জেলের পূর্ব্বার্দ্ধে আর বিশেষ কিছু দেখ্‌বার থাকে না। কিন্তু আমি যে সময়ের কথা ব'লছি, সে সময় এ জেলের প্রায় এক শ' জন সাধারণ কয়েদী পানবসন্ত রোগে ভুগ ছিল এবং তারা সকলেই স্থান পেয়েছিল—এই 'গৌখানাতে' তাঁবুর ভিতর।

সেখানে তা'রা সকলে কি ভাবে যে রাত্রিবাস ক'রতো, নিজের চোখে তা' কখনো দেখি নি—কারণ সে দিকে আমাদিগকে যেতে দিত না ; তবে সে সম্বন্ধে যে সকল গল্প শুনেছি, তার অর্দ্ধেক কথা সত্য হ'লে কর্ত্তৃপক্ষের লজ্জা হওয়া উচিত। একদিন একটা মাঝারি রকমের মোটা লোহার শিকলকে 'টাওয়ার' থেকে একজন সিপাই ও দু'জন কয়েদী মিলে টানাটানি ক'রে বে'র ক'রেছে দেখে, সেটা কি দরকারে লাগবে জিজ্ঞেস করায় যে সংবাদ আমার কানে পৌঁছেছিল, তা' আজো সেখানে লেগে র'য়েছে। আমি অবগত হ'য়েছিলাম— সেই লোহার চেনটা দিয়ে ক'জন

বসন্ত রোগাক্রান্ত কয়েদীর পা একসঙ্গে বেঁধে, তা'দিগকে একটা তাঁবুর ভিতর রাত্রে শুইয়ে রাখা হবে! তাদের মধ্যে কোন একজনের সে সময় মল কিম্বা মূত্র ত্যাগের আবশ্যক হ'লে, তাকে কি ভাবে যে রাত্রি যাপন ক'রতে হবে জ্ঞাত হ'য়েছিলাম—সে কথা এখানে বলবো না। তবে এ কথা এখানে না ব'ল্লে চ'ল্বে না যে, বর্ত্তমান সভ্যতার সাধারণ নিয়মানুসারে ভদ্রলোক কয়েদীদের জন্য অন্য ব্যবস্থা ছিল এবং সেই জন্য আমাদের 'ফিমেল্ ইয়ার্ডের' বন্ধুগণ শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় ও শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার সরকার ম'শায়দেব যখন পানবসন্ত হ'য়েছিল, তখন কর্তৃপক্ষ তাঁ'দিগকে হাজত নামক একটা সেলে পৃথকভাবে রাখ্বার বন্দোবস্ত ক'রেছিলেন।

উত্তর দিক থেকে আরম্ভ ক'রে এ জেলের পশ্চিমার্দ্ধে সবার আগে এর হাঁসপাতালটা দেখ্তে পাওয়া যায়। এর উত্তরে যে বাড়ীতে বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক উইলিয়ম্ থ্যাকারে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন, সেই 'থ্যাকারে হাউসে' এখন আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাস করেন এবং এর পশ্চিমে আলিপুর জেলা-বোর্ড-আফিস ও আলিপুর ফৌজদারী কোর্টের উকীল ও মোক্তার ম'শায়দের বৈঠকখানা কয়েদীদের নয়নরঞ্জন করে। প্রেসিডেন্সি জেলের হাঁসপাতালটা কি রকমের, কখনো তার ভিতর অথবা কাছে গিযে দেখি নি—সুতরাং সেটা ভাল কিম্বা মন্দ ব'লতে পারবো না। তবে এ জেলের এই হাঁসপাতালটী যে উৎকৃষ্ট, সে সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ইহা একটী দ্বিতল গৃহে অবস্থিত এবং এর উপর নীচে প্রায় ১২টী বড় বড় ঘর আছে। এর কোন ঘরে ওষুধ, কোন ঘরে যন্ত্র এবং কোন ঘরে বা 'অপারেশন্' বা কাটাকাটি ক'রবার টেবিল ইত্যাদি সাজান থাকে। পাগল কয়েদীদের থাকবার জন্য এর নীচের তালায় একটা মাঝারি ঘর এবং রোগী সাহেব কয়েদীদের ব্যবহারের জন্য এর উপর তালায় দু'তিনটী বড় বড় ঘর নির্দ্দিষ্ট আছে দেখেছি।

এই হাঁসপাতালের ছ' সাত জন পাগলের মধ্যে, দু' জন পাগলের কথা কিছু দিন মনে থাক্‌বে—একজন আমাদের কাঁথির সব্‌ ডেপুটী কালেক্টর মিঃ আলেক্‌জেণ্ডার মিটারের ভাই এবং আর একজন কলিকাতার জনৈক সুপরিচিত ডাক্তারের জ্ঞাতি। এই শেষোক্ত ভদ্রলোকটী প্রায় দু'বৎসর হ'লো সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হ'য়েছেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সকলে জীবিত থাকা সত্ত্বেও কেউ তাঁর সংবাদ রাখেন না—তাঁকে জেল থেকে খালাস ক'রে নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা! এ সম্বন্ধে জেলের যে আইন, সে আইনের কথাও অবগত হ'য়ে কম বিস্মিত হই নি। শুনেছিলাম যে হেতু ভদ্রলোকটী কোন এক কালে পাগল হ'য়েছিলেন, সেই হেতু তাঁর বাড়ীর কোন লোক এসে তাঁকে খালাস ক'রে না নিয়ে গেলে, তাঁকে না কি এই নীরোগ অবস্থাতেই আজীবন জেলে বাস ক'রে ম'রতে হবে! একেই কি বলে কলির সংসার?

কলির সংসারকেই বা অনর্থক দোষ দি কেন? এ জেলের এই হাঁসপাতালে ব'সেই এ সংসারের এমন অদ্ভুত কীর্ত্তির সংবাদ আমার কানে এসেছে যে, তা' স্মরণ ক'রলে মাথার চুল খাড়া হ'য়ে উঠে। জমি জায়গা নিয়ে একজনদের সঙ্গে আর একজনদের বিবাদ ও মনোমালিন্য ছিল, সেই সূত্রে দাঙ্গা হ'য়ে বড় ভায়ের অবর্ত্তমানে ও ছোট ভায়ের হুকুমে বিপক্ষ পক্ষের একজন লোকের জীবন নষ্ট হয়। তাঁরা এক ঢিলে দু' পাখী মারবার জন্য, দু' ভাইকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত দেখিয়ে দু'জনের হুকুমেই তাঁদের লোকটী বিগতপ্রাণ হ'য়েছিল, এই মিথ্যা প্রমাণ সৃজন করেছিলেন। বড় ভাই যখন বুঝ্‌তে পেরেছিলেন—এক্ষেত্রে দু' ভায়ের কারাদণ্ড থেকে উদ্ধার পাবার কোনও সম্ভাবনা নেই, তখন তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাক্‌লেও তাঁর একার হুকুমে লোকটীর প্রাণনাশ হ'য়েছিল এবং তাঁর ছোট ভাই সেখানে একেবারেই উপস্থিত ছিলেন না, এই

মিথ্যা স্বীকারোক্তি ক'রে ছোট ভাইকে বে-কসুর খালাস ক'রিয়ে নিজে সুদীর্ঘ সাত বৎসরের জন্য জেলে এসেছিলেন! আজো এই মহাপ্রাণ বড় ভাই এ জেলের এই হাঁসপাতালে রোগীদের সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত আছেন দেখে এসেছি।

যা' হোক্, হাঁসপাতালটীর দক্ষিণ দিকে ও বড় রাস্তার পশ্চিমে সাধারণ কয়েদীদের জন্য কয়েকটী ইয়ার্ড, আমাদের অসহযোগী সন্ন্যাসীদের জন্য একটী আনন্দমঠ এবং এই জেলের 'ইউরোপীয়ান্ ইয়ার্ড' অবস্থিত ছিল। তারপর, পরে পরে এ জেলের 'তিন নম্বর ইয়ার্ড' ও তার পশ্চিমে 'সিগ্রীগেশন্ ইয়ার্ড', 'বম্ব্ ইয়ার্ড' ও তার পশ্চিমে ফাঁসিখানা ও পুরাতন হাজত বা নূতন 'অব্জারভেশন্ ওয়ার্ড', 'ষ্টেট্ প্রিজ্নার্স ইয়ার্ড' ও তার পশ্চিমে এ জেলের 'অয়েল মিল্' বা ঘানিঘর, সাহেব কয়েদীদের জন্য সরু তারে ঘেরা 'ফ্লাইপ্রূফ্' একটা বাবুর্চ্চিখানা ও তার পশ্চিমে দু'টো গুদম এবং শেষে আমাদের 'ফিমেল্ ইয়ার্ড' ও তার দক্ষিণে একটা পূর্ব্ব পশ্চিম লম্বা তোষাখানা এ জেলের জন্মদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত এর শোভা বর্দ্ধন ক'রে আস্ছে। এই সময় আমাদের অসহযোগী সন্ন্যাসীদের একটী আনন্দমঠে কুমিল্লার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মজুমদার ম'শায় ও অনেকগুলি কংগ্রেস-স্বেচ্ছাসেবক আশ্রয় নিয়েছিলেন। আর, 'তিন নম্বর' ও 'সিগ্রীগেশন্ ইয়ার্ডে' বাংলার সমুদয় শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিকে একই কারণে এক স্থানে এক অবস্থায় দেখে, একদিকে যেমন আনন্দে মনপ্রাণ উতলা হ'য়ে উঠেছিল, তেম্নি অন্যদিকে বাংলার এই একতা ও ত্যাগের কথা স্মরণ ক'রে ইতিহাসে এর তুলনা আর কোথায়ো আছে কি না ভেবে ঠিক ক'রতে পেরেছিলাম না।

আগে মুসলমান বন্ধুগণের কথা ব'লবো। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা আক্রাম খাঁ, মৌলনা আব্দুর রৌউফ, ময়মনসিংহের

জমিদার মৌলবী ওয়াজেদ আলি খাঁ পনি, 'মুসলমান' সংবাদপত্রের সম্পাদক মৌলবী মুজীবর রহমন এবং মৌলবী শামসুদ্দীন আমেদ প্রভৃতি সকলেই এ সময় এখানে ছিলেন। ফরিদপুরের ধর্ম্মপ্রাণ পীরসাহেব বাদ্‌সা মিঞা ও নোয়াখালির মধুরচরিত্র কাজি সাহেবকেও এখানে এ সময় দেখেছিলাম। এঁদের কার নাম আগে ক'রবো এবং কার নাম পরে ক'রবো, ঠিক ক'রতে পারছি না। ধর্ম্মের ও দেশের উপকারের জন্য এঁরা সকলে আত্মপক্ষসমর্থন না ক'রে জেলে এসে ত্যাগের যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, বাংলার ইতিহাসে সে কথা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাক্‌বে। এঁদের মধ্যে কেউবা অদ্বিতীয় পণ্ডিত, কেউবা লক্ষপতি, কেউবা লক্ষ লক্ষ শিষ্যের গুরু এবং কেউবা তিন চার খানি সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। আমি জানি—বন্ধুবর মৌলানা আক্রাম খাঁকে এই শেষের কাজ ক'রতে গিয়ে, কয়েকবারে বহু সহস্র মুদ্রা গভর্ণমেণ্টের ঘরে পৌঁছে দিতে হ'য়েছিল।

হিন্দু বন্ধুগণের মধ্যে শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অম্বিকাপ্রসাদ বাজপৈ ও শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ গর্দ্দে প্রভৃতি এখানে এবং শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় আমাদের 'ফিমেল্ ইয়ার্ডে' এ সময় অবস্থান ক'রছিলেন। শিক্ষার দিক দিয়ে দেখ্‌লে, এঁদের মধ্যে কেউবা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থানের অধিকারী ছিলেন এবং কেউবা অধ্যাপক-নিপীড়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হ'য়েও ইণ্ডিয়ান্ সিভিল্ সার্ব্বিস্ পরীক্ষা সুখ্যাতির সহিত পাশ ক'রে, তা'ও আবার অঙ্গুলি সঞ্চালনে পরিত্যাগ ক'রেছিলেন। দেশ ও দশের

জন্য এঁদের সকলের ত্যাগই অতুলনীয় ছিল। কেউবা বার বা দু'বার সুদীর্ঘ কারাদণ্ড ও নজরবন্দীর পর এবার তৃতীয় বারে এক বছরের জন্য জেলে এসেছিলেন, কেউবা গভর্ণমেণ্ট কলেজের 'ভাইস্-প্রিন্সিপাল্' কেউবা তার অধ্যাপক, কেউবা আই এম এস ডাক্তার কেউবা হাইকোর্টের উকীল, কেউবা সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং কেউবা ছাপাখানার মালিক ছিলেন।

এঁদের সকলের সঙ্গে যখন এই সময় বাংলার বিংশ শতাব্দীর দাতাকর্ণ এসে যোগ দিয়েছিলেন, তখন আলিপুর সেণ্ট্র্যাল জেল যে ভবিষ্যতে ভারত-ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ হবে, সে কথা নিঃসন্দেহে সাব্যস্ত ক'রেছিলাম। বৎসরে গড়ে যাঁর তিন লক্ষ টাকার বেশী রোজগার ছিল—যাঁর দান পাত্রাপাত্র জান্তো না, কারণ দানের ফললাভের একমাত্র অধিকারী দাতা, যে গ্রহণ করে সে দেনী মাত্র—যাঁর সিংহের মত অমিত-বিক্রম ও বালকের মত পবিত্র সরলতা, যে তাঁর সহবাসে এক দিন এসেছে তার চিরদিন স্মরণ থাকবে—যাঁর স্বদেশপ্রেম এত অনাবিল ও নির্মল ছিল যে, তিনি তাঁর রাজাধিরাজ মহারাজের অবস্থাকে এক দিনে এক মুহূর্তে পথের ভিখারীর অবস্থার সঙ্গে বিনিময় ক'রতে পেরেছিলেন—সেই বঙ্গরঞ্জন চিত্তরঞ্জনের পাদস্পর্শে মরুভূমিতে জলাশয় সৃষ্ট হ'তে পারে; আলিপুর সেণ্ট্র্যাল জেল যে পুণ্যময় ঐতিহাসিক তীর্থ-ক্ষেত্র বা আশ্রমে পরিণত হবে, তা'তে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। আমি এঁর সঙ্গে প্রেসিডেন্সি জেলে আগাগোড়া এবং এ জেলে অনেক দিন অতিবাহিত ক'রেছিলাম। আমি নির্ভয়ে ব'লতে পারি যে, যখন এঁকে একলাটী জামার পকেটের ভিতর হাত দিয়ে কিম্বা কোমরের উপর পিঠের দিকে বাঁ হাত রেখে জেলের মধ্যে ধীরে ধীরে বিষাদ অবনতমুখে পায়চারী ক'রতে দেখ্‌তাম, তখনই আমার মনে হ'তো—বাংলার সাক্ষাৎ ত্যাগ ও স্বাধীনতার

প্রত্যক্ষ দেবতা আজ পুঞ্জীকৃত মেঘের অন্তরালে সত্যই জ্যোতি হীন হ'য়েছেন। কিন্তু বিধির বিধানে বৃষ্টির দিনে মেঘের আড়ালে সূর্য্যের প্রচণ্ড রশ্মিও যেমন বাষ্পরাশি বারিবিন্দুতে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত ঢাকা থাকে, তেম্নি স্পষ্টই উপলব্ধি ক'রতাম—এই মহাপুরুষের একনিষ্ঠা ও দৃঢ়তার দিব্যজ্যোতিও কেবল মাত্র কারাগারের ভিতর কিছু দিনের জন্য মেঘাচ্ছন্ন আছে।

এই সময় এ জেলে আর এক শ্রেণীর লোকের সঙ্গে আলাপ ক'রে, আমি প্রভূত আনন্দ ও শিক্ষা লাভ ক'রেছিলাম। তাঁরা কেউ আমার পরিচিত ছিলেন না বটে এবং তাঁদের কারু কারু কার্য্যপ্রণালীও আমাদের কার্য্য-প্রণালীর তুলনায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল সত্য, কিন্তু তথাপি তাঁদের সেবা-শুশ্রূষা ও আদর-যত্ন আমি এ জীবনে কখনো ভুল্‌তে পারবো না। বিশেষতঃ, অমৃত বাবু ও ত্রৈলক্য বাবুর কথা আমাকে হ'য়তো আমার পরপারেও ব'য়ে নিয়ে যেতে হবে। কারণ তাঁরা আমার জন্য এ জেলে করেন নি, এমন কোন কাজই মনে ক'রে ব'লতে পারবো না। তাঁরা অনেকেই পূর্ব্ববঙ্গের এবং কয়েকজন মাত্র পশ্চিমবঙ্গের ছিলেন। যতদূর স্মরণ হয়, এই সময় তাঁদের মোট সংখ্যা ছিল—কুড়ি কিম্বা একুশ। তাঁরা এ জেলের যে ইয়ার্ডে বাস ক'রতেন, সে ইয়ার্ডকে 'বম্ ইয়ার্ড' ব'লতো; কারণ তাঁদের সঙ্গে না কি বাংলার স্বদেশী-যুগের বোমাওয়ালাদের কোন এক কালে পরিচয় ছিল এবং সেই জন্য সেই পুরাতন ইতিবৃত্ত অনুসারে এ জেলের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁদের ইয়ার্ডের এই নামকরণ ক'রেছিলেন। তাঁরা কেউবা সাত আট বৎসর এবং কেউবা তিন চার বৎসর দ্বীপান্তরে কালাতিপাত ক'রে, গত ১৯২১ সালের আগষ্ট মাসে এ জেলে আনীত হ'য়েছিলেন। তাঁদের অনেককেই 'লাইফার্' ব'লতো, কারণ তাঁদের অনেকের যাবজ্জীবন কারাবাসের হুকুম ছিল।

তাঁদের প্রায় সকলেরই মুখে আমাদের মেদিনীপুরের শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস ম'শায়ের সুখ্যাতি শুনে, আমি হৃদয়ে সত্যই গৌরব অনুভব ক'রেছিলাম। তাঁর দ্বীপান্তরের হুকুমের দিন তিনি যে গান রচনা ক'রে আলিপুর জজকোর্টে গেয়েছিলেন, এখানে হঠাৎ একদিন সেই গানটীর সন্ধান পেয়ে সেটীকে সংগ্রহ ক'রতে বিলম্ব করি নি। তিনি গেয়েছিলেন—

'বিদায় লইয়া আজি যেতেছি চলিয়া ভাই,
কর্ম্মক্ষেত্রে শিশু মোরা ক্ষম যত দোষ তাই।
ভারতের ছবি আঁকি যতনে হৃদয়ে রাখি,
কারাগারে দ্বীপান্তরে পূজিব যেখানে যাই।
স্বাধীনতা তুষানল জ্ব'লেছে এবে কেবল,
মুক্তি কিংবা স্বাধীনতা আত্মাহুতি দিতে চাই।
ভারত উদ্ধার ব্রতে ভুলিব না দীক্ষা দিতে,
বনের বিহগ ডাকি যদি না মানুষ পাই।
বাধা দিতে হেন কাজে বিধি যদি আসে নিজে,
নির্ভয়ে বলিব তা'কে হেন বিধি নাহি চাই।'

এই দ্বীপান্তরের ফের্‌তা নরদেবতাগুলির ত্যাগ ও আত্ম বিসর্জ্জনের তুলনায়, আমি আমারই কাছে এত ছোট হ'য়ে গিয়েছিলাম যে, সে শিক্ষার কথা আমার চিরদিন স্মরণ থাক্‌বে। এঁদের একজনের গায়ে ছ'টা গুলির চিহ্ন ও একটা আস্ত গুলি বর্ত্তমান ছিল—নিজের চোখে দেখেছি। এঁদের কারু কারু জীবনের কোন কোন ঘটনার ছু' একটা কথা ইশারা ইঙ্গিতে শুন্‌তে শুন্‌তে মনে হ'তো—আমাদের মধ্যে অনেকেই ছাগলের ঠ্যাং ভেঙ্গে কিম্বা মুরগী ছানা চুরি ক'রে এবারে জেলে এসেছিলাম।

(৩)

মার্চ্চ মাসের ৭ই তারিখে আমি 'ফিমেল্ ইয়ার্ড' ছেড়ে দিয়ে, তিন নম্বর ইয়ার্ডের একটী সেলে চ'লে এসেছিলাম। কারণ সেলে এসে লেখাপড়া ক'রবার যেমন একটু ইচ্ছা ছিল, তেম্নি এ ক'দিনেব ভিতর 'ফিমেল্ ইয়ার্ডে' শ্রীযুক্ত কিরণ বাবু ও শ্রীযুক্ত হেমন্ত বাবু পানবসন্ত রোগে আক্রান্ত হ'য়েছিলেন। তাব উপর, গত দু' তিন দিন ধ'বে শরীরটা ব্যথা করায় আশঙ্কা হ'চ্ছিল যে, হযতো আমারও শীঘ্র পানবসন্ত হবে। এমন অবস্থায় দাশ ম'শায় প্রভৃতিকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত ক'রবার জন্য, 'ফিমেল্ ইয়ার্ড' ছেড়ে চ'লে আসা ছাড়া অন্য কোন উপায় দেখেছিলাম না।

বলা বাহুল্য যে, 'ফিমেল্ ইয়ার্ডের' বন্ধুদের ছেড়ে আস্তে মনে মনে একটু কষ্ট অনুভব ক'রছিলাম। কাবণ আমোদ আহ্লাদে ও ঠাট্টা তামসায় আমাদের মধ্যে এমন একটা বন্ধুত্বের ভাব জন্মে গিয়েছিল যে, তা' বর্ণনা ক'রে বলা সম্ভবপব নয়। সকাল বেলা থেকে আবম্ভ ক'রে রাত্রি প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত প্রত্যেক দিনই আমাদের হাস্যরসের আলোচনা হ'তো। কোন দিন বা আমি সকাল বেলা উঠেই হালুয়ার বর্ণনায় নিযুক্ত হ'তাম এবং 'গোল্লা খেয়ে মোল্লা ম'শায় ধর্লেন গান মল্লারে' ব'লে গান গাইতে সুরু ক'রলেই, হেমন্তবাবু তাঁর দু'টী স্বভাবসুন্দর বড় বড় চোখ বিস্ফারিত ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে থাক্তেন। কোন দিন বা আমারই তোয়েরি দুপুর বেলার 'নাক-লজি' এবং রাত্রের 'কক্কের কাভা' নিয়ে সকলে এত হাসাহাসি ক'রতাম যে, তার আওয়াজ বোধহয় জেলের ওপারে জেলের ছোট ডাক্তারের বাসা পর্য্যন্ত পৌছতো। তবে এ কথা স্বীকার ক'রতেই হবে যে, রসিকতায় হেমন্ত বাবুকে টেক্কা দিবার আমাদের কারু সাধ্য ছিল না; কারণ তিনি তো একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক

এই সময় একদিন বিকেলে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ্ হাতে ক'রে আমাদের মেদিনীপুরের পরম ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কিশোরীপতি রায় ম'শায়কে জেলের ভিতর ঢুকতে দেখে আনন্দে অধীর হ'য়ে উঠেছিলাম এবং তিনি যে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আস্‌ছিলেন, সে কথা একরকম ভুলে গিয়েছিলাম ব'ল্লে হয়। কিশোরী বাবু মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক ছিলেন এবং আমি এ কথা জোর ক'রে ব'লতে পারি যে, তাঁর মত সৎ ধীর বিজ্ঞ ও ত্যাগী মহাজনের সহায়তা না পেলে মেদিনীপুর জেলায় যে সকল কাজ সংসাধিত হ'যেছে, তার সিকি কাজ কেউ সংসাধন ক'রতে পারতেন কি না সন্দেহ। তাঁর যে ইতিমধ্যে দেড় বৎসর বিনা পরিশ্রমে এবং পাঁচ শ' টাকা জরিমানা কিংবা ন' মাস সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হ'য়েছিল, তা' আমি তাঁর সঙ্গে এখানে দেখা হবার পূর্ব্বেই অবগত ছিলাম। ব'ল্‌তে কি, মেদিনীপুরের জেল থেকে জন কতক অসহযোগী কয়েদী শীঘ্র মধ্যে যে এখানে আস্‌ছিলেন, সে সংবাদও আমার অপরিজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং আমার জেলার লোক এবং আমার সহকর্ম্মীকে এই সময় এখানে নিজের কাছে পেয়ে আমার মনটা যে প্রফুল্লিত হ'বে, সেটা অতি সহজ ও স্বাভাবিক কথা।

কিশোরী বাবুর বয়স পঞ্চাশের বেশী হবে। তিনি স্বভাবতঃই এত রুগ্ন ও শীর্ণ যে, তাঁকে কেউ দেখ্‌লে প্রথম মনে ক'রবেন—তিনি কোন কঠিন রোগে কষ্ট পাচ্ছেন। তার উপর তাঁর বাঁ পায়ের হাঁটুর পাশে একটা বড় রকমের ফোড়া হ'য়েছিল। তথাপি তাঁকে কে যে তাড়াতাড়ি ক'রে মেদিনীপুর জেল থেকে এখানে পাঠাবার বন্দোবস্ত ক'রেছিলেন, তা' ভগবান জানেন। তিনি এখানে আসামাত্রই এখানকার 'অব্জারভেশন্ ওয়ার্ডে' জায়গা পেয়েছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত ফোড়াটী কাটিয়ে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হ'য়ে 'অব্জারভেশন্ ওয়ার্ড' থেকে চ'লে আস্‌তে তাঁর

প্রায় পনর দিন সময় লেগেছিল। কিন্তু তাঁর এই অসুখের মধ্যেই মেদিনীপুরের গত তিন মাসের সঠিক সংবাদের জন্য আমি তাঁকে এক-রকম জ্বালাতন ক'রে তুলেছিলাম। কারণ ডিসেম্বর মাসে গ্রেপ্তার হবার সময় থেকে সে দিন পর্য্যন্ত কারু সঙ্গে এমন মন খুলে মেদিনীপুরের কথা কইতে সুবিধা জুটেছিল না।

আমার অদৃষ্টের দোষে কিম্বা গুণে ব'লতে পারি নে, প্রেসিডেন্সি জেলে মেদিনীপুর জেলার কোন কয়েদীই থাকে নি এবং এখানে এসেও প্রথম এক মাসের মধ্যে মেদিনীপুরের কোন কয়েদীর সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হ'য়েছিল না। সুতরাং কিশোরী বাবুকে যে আমার তিন মাসের জমাট অনুসন্ধিৎসার কাছে একটুকু বেগ পেতে হ'য়েছিল, সে কথা আমি নিজেই স্বীকার ক'রে নিচ্ছি। কিন্তু আমার এই কলমের কালি চিরদিনের জন্য শুকিয়ে যাবে, যদি আমি একথা স্পষ্ট ক'রে এখানে প্রকাশ না করি যে, তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও কখনো কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে দ্বিধা বোধ কিম্বা বিরক্তি প্রকাশ করেন নি। তাঁকে যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে অবগত আছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হ'য়ে ব'লবেন —তাঁর মধুর চরিত্র ও মধুরতর ব্যবহারের কাছে দ্বিধা বোধ কিম্বা বিরক্তি প্রকাশ একেবারে বিজাতীয় বস্তু ছিল। প্রকৃতপক্ষে, আমি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের মত একজন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীকে জেলের মধ্যে হঠাৎ একদিন আমার বিছানার পাশে পেয়ে, আমি সকল নিয়ন্তার মালিক সেই বিশ্ব নিয়ন্তাকে কত প্রকারে যে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলাম, তা' তিনি ছাড়া আর অন্য কেউ কখনো জান্তে পারবে না।

কারাকাহিনীতে কারার বাহিরের কাহিনী বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হওয়া যুক্তি সঙ্গত নয়, সেই জন্য কিশোরী বাবুর মুখে মেদিনীপুরের তদা-নিন্তন অবস্থা সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনেছিলাম, তার শতাংশের একাংশ

মাত্র এখানে উল্লেখ ক'রবো। প্রথমতঃ, পরম কল্যাণীয় শ্রীমান্ সতীশ চন্দ্রের আত্ম-শক্তির কাছে কিরূপে বাহ্য-শক্তির প্রবল প্রলোভন শেষে পরাজিত হ'য়েছিল, সে কথা অবগত হ'য়ে মনে মনে তাকে শত সহস্র বার আশীর্ব্বাদ ক'রেছিলাম। সতীশ চন্দ্র ছেলেমানুষ এবং তার উপর বহু কালাবধি সে মাতৃহীন ব'লে জান্তাম, সেই কারণে তার ও তার স্নেহময় পিতার কথা স্মরণ ক'রে কতদিন যে গভীর রাত্রে এখানে কেঁদেছি, তা' সংখ্যা ক'রে ব'লতে পারবো না। দ্বিতীয়তঃ, ভাই প্রমথনাথের পরম পূজনীয় বৃদ্ধ পিতৃদেবের কথা মনে প'ড়লে, চোখ দু'টী আমার আপনাহ'তেই জলে ভ'রে উঠ্তো। তার উপর যখন শুনেছিলাম—মেদিনীপুর জেলে তাঁর অবস্থান কালেই তাঁর এক কন্যারত্নের প্রাণবিয়োগ হ'য়েছিল, তখন এ অবস্থায় তাঁর সতীসাধ্বী সহধর্ম্মিণীর দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণার কথা মনে ক'রে হৃদয় ভেঙ্গে দু'খানা হ'য়ে যাবে মনে ক'রেছিলাম। তবে কিশোরী বাবুর মুখে ভাই প্রমথনাথের হৃদযের বল ও দৃঢ়তার কথা জ্ঞাত হ'য়ে কিঞ্চিৎ যে আশ্বস্ত হ'য়েছিলাম, সে কথাও সত্য। তৃতীয়তঃ, মহিষাদলের ভাই গুণধর, অনন্তপুরের ভাই কুমার নারায়ণ, ঘাটালের ভাই জ্যোতিষ চন্দ্র ও রামচরণ, দাঁতুনের ভাই চারুচন্দ্র এবং সদরের ভাই নারায়ণদাস, রামসুন্দর ও শৈলজাচরণ প্রভৃতির ত্যাগ কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও পরাক্রমের কথা কোন দিনই আমি ভুলতে পারবো না। বাংলার নব-যুগের ইতিহাসে মেদিনীপুরকে কোন্ স্থান দেওয়া হবে ঐতিহাসিকগণ ব'লতে পারেন, কিন্তু মেদিনীপুরের বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে দেশমাতৃকার এই সকল ভক্ত-সন্তানের নাম যে শীর্ষস্থান অধিকার ক'রবে, সে সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

কিন্তু ব'লছিলাম কি যে—মেদিনীপুরের কর্ম্মিগণকে মেদিনীপুরের জেলে আবদ্ধ ক'রেও গভর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত হ'তে পেরেছিলেন না, তাঁদের

ভিতর থেকে বেছে বেছে নেতৃস্থানীয় পাঁচজনকে বাংলার দু'টী বিভিন্ন জেলে পাঠিয়ে দিবার বন্দোবস্ত ক'রেছিলেন। শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস সরকার, শ্রীযুক্ত রামসুন্দর সিংহ, ভাই প্রমথনাথ এবং কল্যাণীয় সতীশচন্দ্রকে সেই জন্য জনকয়েক পুলিশের লোক একেবারে বহরমপুর জেলে নিয়ে গিয়েছিল এবং শ্রদ্ধাস্পদ কিশোরী বাবু তাঁদের সঙ্গে এক গাড়ীতে হাওড়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত এসে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলেই শেষে আমার প্রতিবেশী হ'য়েছিলেন। এ বন্দোবস্তের ভিতর গভর্ণমেণ্টের কি অভিপ্রায় লুকানো ছিল, তা' আমার মত সংসার-অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ঠিক ক'রে নিশ্চয়ই ব'লতে পারবে না; তবে মেদিনীপুর জেলে না থেকে অন্য জেলে থাকলে এঁরা স্থানীয় লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাতে পারবেন না—এই আশায় যদি এঁদিগকে স্থানান্তরিত করা হ'য়ে থাকে, তা' হ'লে জেল বিভাগের গলদের কথাই প্রকারান্তরে গভর্ণমেণ্ট স্বীকার ক'রেছিলেন—এ কথা আমি স্পষ্ট ও কষ্ট ক'রে দু'শ'বার ব'লবো। কারণ এঁদিগকে মেদিনীপুর জেলে রেখে বাহিরের লোকের সঙ্গে এঁদের কথাবার্ত্তা বন্ধ ক'রলেই তো হ'তো, এঁদিগকে দূর বিদেশে পাঠিয়ে দিয়ে কার কি লাভ হ'য়েছিল? অবশ্য এ কথা আমি স্বীকার ক'রছি যে, যদি স্থানান্তরিত হওয়া কয়েদীর কারাদণ্ডের একাংশ হয়, তা' হ'লে আমার এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই ব'লবার নেই। আমি শুধু ভগবানের কাছে আমার এই ঐকান্তিক প্রার্থনা জানাচ্ছি—তিনি আমার বন্ধু বান্ধবগণকে বহরমপুরের নূতন জলবায়ুর মধ্যে সদাসর্ব্বদা সুখে ও শান্তিতে রক্ষা করুন।

১৯শে মার্চ্চ রবিবার অতি প্রত্যুষেই মহাত্মা গান্ধীর বিনা পরিশ্রমে ছ' বৎসর কারাদণ্ডের সংবাদ জেলের সর্ব্বত্র ছ'ড়িয়ে প'ড়েছিল—এমন কি, কেউ কেউ সে অশুভ বার্ত্তা বোধহয় ১৮ই মার্চ্চ শনিবার রাত্রেই পরিজ্ঞাত হ'য়েছিলেন। এ কথা একেবারে না ব'ল্লেও চলে যে, সন্ধ্যাসমাগমে

বসুন্ধরার বুকের উপর অন্ধকার যেমন ধীরে ধীরে আকাশ-পথে নেমে আসে, ঠিক তেম্নি ক'রেই আমেদাবাদের পথ দিয়ে এই দারুণ সংবাদের নিদারুণ ব্যথা আমাদের কুঞ্জগুলির উপর পুঞ্জে পুঞ্জে নেমে এসেছিল। আমি মহাত্মাকে দেবতা ব'লে কোন দিনই মনে ক'রতাম না কিম্বা তাঁর সুদীর্ঘ কারাদণ্ডের হুকুমেও আমি কোন কালে আশ্চর্য্যান্বিত হই নি. তথাপি আমার স্রোতের তৃণটা এ সংবাদে কেন যে সত্যসত্যই নয়নের জলে ডুবে গিয়েছিল—সে কথা কি সে কখনো ভাষায় ব্যক্ত ক'রে ব'লতে পারবে ?

মহাত্মা গান্ধীকে আংশিক ভাবেও বুঝ্‌তে হ'লে, কেবল ভারতবর্ষের সমতল ক্ষেত্রে দাঁড়ালে চ'লবে না; অবশিষ্ট পৃথিবীর বন্ধুর পর্ব্বতমালার উপরেও আমাদিগকে উঠ্‌তে হবে। এ জগতে প্রায় সকল জিনিষেরই যেমন দু'দিক আছে, মহাত্মার জীবনেরও তেম্নি দু'দিক দেখ্‌তে পাওয়া যায়—একটী তাঁর জীবনের ভারতীয় এবং অন্যটী তাঁর জীবনের বিশ্বজনীন দিক। ভারতের একদল লোক তাঁর জীবনের এই বিশ্বজনীন্ দিকটিকে যেমন মন-প্রাণ দিয়ে গ্রহণ ক'রতে সক্ষম হ'ন নি, তেম্নি স্যার ভ্যালেনটাইন টাইরল্ প্রমুখ ভারতের বাহিরের কতকগুলি লোক তাঁর জীবনের এই ভারতীয় দিকটাকে আন্তরিক সহানুভূতির সঙ্গে সমালোচনা ক'রতে পারেন নি। পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় এই দুই দলের মনোভাবই যে অত্যন্ত স্বাভাবিক, সে কথা আমি সহস্র বার স্বীকার ক'রছি। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর প্রকৃত মহত্ব এইখানে যে, তিনি এই দুই দলেরই স্বার্থগত পক্ষপাতিতা এবং জাতিগত গণ্ডীর বাহিরে গিয়ে, নিরপেক্ষ প্রত্যেক মানবহৃদয়েই চিরকালের জন্য এক অক্ষয় সিংহাসন রচনা ক'রেছেন।

ভারতবর্ষের যাঁরা মহাত্মা গান্ধীর সার্ব্বভৌমিক ভাবটীকে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারেন নি, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রকাশ্যভাবে এই

কথা বলেন যে, তাঁরা তাঁদের খাওয়া পরা বা জীবন রক্ষার উপযুক্ত বন্দোবস্ত ক'র্‌বার পূর্ব্বে, অন্যের মঙ্গলামঙ্গলের বিষয় চিন্তা ক'রতে প্রস্তুত ন'ন। তাঁদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী-পুত্র পরিবার যতদিন পৃথিবীর দুয়ারে দুয়ারে ভিখারী ও ভিখারিণীর বেশে ঘুরে বেড়াবে, ততদিন তাঁরা তাঁদের রক্ত-মাংস-প্রসূত অনাথ-বালক-বালিকার দৈনন্দিন দুঃখ যন্ত্রণার কথা বিস্মৃত হ'য়ে, অন্য কারু উপকারার্থে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সময় নষ্ট ক'রতে পারবেন না। তাঁদের মধ্যে আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা আপনাদিগকে স্বাধীনতাকামী ব'লে সদাসর্ব্বদা বর্ণনা করেন এবং অহরহ এই কথা সকলকে শুনাতে চা'ন্‌ যে, বর্ত্তমান যুগে স্বাধীনতাই মানবের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ—সুতরাং স্বাধীনতাই এই পরাধীন জাতির ধর্ম্ম অর্থ ও কাম মোক্ষ হোক্। স্বাধীনতা লাভের জন্য তাঁরা যে কোন কাজকেই কর্ত্তব্য ও ন্যায়ের কাজ ব'লে প্রতিপন্ন ক'রতে চেষ্টা করেন এবং তাঁদের কাছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জ্জনের পূর্ব্বে ভারতের বাহিরের সকল সমস্যার কথাই বাতুলের বাতুলতা কিম্বা নির্ব্বোধ বালকের অর্থহীন ক্রন্দন মাত্র। যে শিক্ষায় আমরা আজ শতাধিক বৎসর ধ'রে শিক্ষিত হ'য়ে আস্‌ছি—যে শিক্ষায় পৃথিবীর অন্য জাতি সমূহ আজ শত শত শতাব্দী ধ'রে দীক্ষিত হ'য়ে আস্‌ছেন, সে শিক্ষার ফলে মানবের চিরজাগ্রত দেবতাটী যে তাঁদের হৃদয়ের ভিতর এম্নি ক'রে তন্দ্রামগ্ন হ'য়ে প'ড়বেন, তা'তে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই।

মহাত্মা গান্ধী কিন্তু ভারতীয় এই আধুনিক শিক্ষা এবং সমগ্র পৃথিবীর এই তথাকথিত বর্ত্তমান আদর্শ ও আবহাওয়াকে অতিক্রম ক'রে, যুগযুগান্তরের প্রচণ্ড তুফানের মধ্যে দূরদর্শী নাবিকের মত দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পেয়েছেন—মানবজাতির জীবন-তরি অবিরাম অনুক্ষণ ঘোর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে সুনিশ্চিত ধ্বংসের পথে চ'লেছে এবং তাকে রক্ষা ক'রতে

হ'লে এই মুহূর্ত্তেই তার গতি পরিবর্ত্তন করা একান্ত আবশ্যক। কারণ এ কথা ধ্রুব-সত্য যে, যে স্বাধীনতাকে আজ তথাকথিত সুসভ্য মানবজাতি তাঁদের একমাত্র সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ ব'লে বরণ ক'রে নিয়েছেন, সেই স্বাধীনতাই কালে সেই মানবজাতির সমূহ দৈবশক্তিকে সমূলে বিনষ্ট ক'রে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পাশব শক্তিতে পরিপূর্ণ এক বিরাট চিড়িয়াখানায় পরিণত ক'রবে। মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবণতা এবং ধর্ম্মের নিকট অধর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী পরাজয় যে তখন এ পৃথিবী থেকে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য হ'লেও অন্তর্হিত হবে, সে সম্বন্ধেও কারু কোন যুক্তিযুক্ত সন্দেহ থাকতে পারে না।

ভারতের যে সকল সন্তানসন্ততি কেবল বর্ত্তমানের কাছে আপনা-দিগকে বিলিয়ে দিয়েছেন কিম্বা বিলিয়ে দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁরা ভবিষ্যতের উপর প্রতিষ্ঠিত মহাত্মা গান্ধীর এই বিশ্বজনীন্ ভাব প্রাণ ভ'রে গ্রহণ করতে পারবেন কেন? তাঁদের কাছে যে বর্ত্তমান খণ্ড হ'লেও প্রত্যক্ষ সুতরাং আপাতমধুর, তাঁরা যে পূর্ণ ভবিষ্যতের পরোক্ষ সুতরাং অনিশ্চিত আনন্দের মধ্যে আপনাদিগকে কোন প্রকারেই হারিয়ে ফেল্‌তে পারছেন না। অন্যদিকে স্যার ভ্যালেনটাইন্ চাইরল প্রমুখ অ-ভারতবাসী যাহারা মহাত্মার এই বিশ্বজনীন্ ভাবটীকে কিয়ৎ পরিমাণে স্বীকার ক'রতে প্রস্তুত আছেন ব'লে মনে হয়, মহাত্মার ভারতীয়ভাবে আপনাপন স্বার্থ নষ্টের সম্ভাবনায় তাঁরা তাঁদের বাস্তব জীবনের কাছে তাঁদের আদর্শ মনুষ্যগুলিকে ক্রীতদাসের মত আত্ম-সমর্পণ ক'রতে বাধ্য ক'রেছেন। মহাত্মার অসহযোগে জাতিবিদ্বেষ উদ্বুদ্ধ হ'চ্ছে ব'লে তাঁরা মহাত্মার উপর গালি বর্ষণ ক'রতে কুণ্ঠিত হ'ন্ নি, কিন্তু কি কারণে যে তিনি আজ প্রায় পঁচিশ বৎসরের সহযোগের পর হঠাৎ এই কঠিন অসহযোগ ব্রত অবলম্বন ক'রতে বাধ্য হ'য়েছেন—সে কথা কেউ এক মুহূর্ত্তের জন্যও

চিন্তা ক'রে দেখ্‌তে প্রস্তুত ন'ন। এমন কি, মানুষে মানুষে যে পূর্ণ ও চিরস্থায়ী অসহযোগ সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব এবং যে মানুষ যতটুকু ঈশ্বর-বিশ্বাসী সে মানুষ ঠিক ততটুকু পরিমাণেই অসহযোগ ক'রতে পারে—এই সনাতন সত্য কথাও মুহূর্ত্তের জন্য তাঁদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় না।

ফলে, ১৯২২ সালের ১৮ই মার্চ্চ থেকে ভারতের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে এই প্রশ্ন উঠেছে—বিগত পাঁচ হাজার বৎসর ধ'রে মানুষ যে ভুল ক'রে এলো তা'দিগকে কি আজ জেনে শুনে চোখ থাক্‌তে অন্ধ হ'য়ে সেই ভুলকে ঠিক ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে হবে? কারণ এটা স্থির নিশ্চিত যে, তারা যদি এ জগতের যাবতীয় অসত্যগুলিকে সত্য ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য হয় এবং মহাত্মা গান্ধীর এই অসহযোগ আন্দোলনের কোনও ফল যদি না ফলে, তা' হ'লে যে এশিয়াখণ্ড এত দিন ধ'রে সমগ্র পৃথিবীকে অবিচ্ছিন্নভাবে ন্যায় ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়ে এসেছে, সেই এশিয়াখণ্ডের নিকট ও দূর ভবিষ্যৎ নিবিড় অন্ধকারে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌বে। আর, তার সঙ্গে মানবজাতির ইতিহাসের ধারা কিরূপভাবে আমূল পরিবর্ত্তিত না হ'য়ে থাক্‌তে পারবে না, তার নমুনা মহাত্মারই ছ' বৎসর কারাদণ্ডের দরুণ ভারত ও জগতের চারিদিকে যে তাচ্ছল্য ও অবহেলার ভাব দেখা গিয়েছে, তার ভিতর সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। আমি মহাত্মার ছ' বৎসর কারাদণ্ডে আশ্চর্য্যান্বিত হই নি, আমি আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়েছি—তাঁর আদৌ কোন কারাদণ্ড হ'লো কেন? আমি মহাত্মাকে দেবতা ব'লে কোন দিন মনে করি নি সত্য, কিন্তু কি জানি কেন আজ আমার জিজ্ঞেস ক'রতে ইচ্ছা হ'চ্ছে বুদ্ধ ও যিশুখৃষ্ট প্রভৃতি মহাপুরুষগণের যে চেষ্টা মানবের ঘন তমসাচ্ছন্ন অতীত যুগে ব্যর্থ হ'য়েছিল, মহাত্মা গান্ধীর ঠিক সেই চেষ্টাই কি আজ এই বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য সভ্যতার মহা গৌরবের দিনেও ব্যর্থ হবে? হায়, প্রতিধ্বনি! তুমি ছাড়া

কে এখানে আমাকে আমার এই হৃদয়-ভরা বুক-ফাটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে? স্রোতের তৃণ! শুন—ঐ শুন, তোমারই কণ্ঠস্বর তোমারই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে—যাও, ডুবে যাও, তোমারই চোখের জলে তুমি এম্নি ক'রে ডুবে যাও যে, তোমাকে যেন আর কেউ কোন কালে কোথাও খুঁজে না পায়।

কিন্তু ব'লছিলাম কি যে—মার্চ্চ মাসের বাকী ক'টা দিন কপালের উপর বিস্ফোটকের যন্ত্রণার মত কণকণানি ও ধকধকিতে কোন রকমে কেটে গিয়েছিল।

(৪)

৩রা কিম্বা ৪ঠা এপ্রিল সোমবার কিম্বা মঙ্গলবার এ জেলের ফাঁসি খানাটাকে পরিষ্কার ক'রবার জন্য খুলেছে দেখে, হঠাৎ তার পাশ দিয়ে কোথায় একদিকে যেতে যেতে তার ভিতর একবার মিনিট দু' একের মত ঢুকে প'ড়েছিলাম। দেখেছিলাম—জায়গাটার চার দিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এবং তার ভিতর গোটা দুই 'পোষ্ট্ মর্টেম্ শেড্' বা কাটাকাটির জন্য কাঁচে ঘেরা আটচালা ও কয়েকটা 'কনডেম্‌ড্ সেল' বা যা'দিগকে ফাঁসির হুকুম হয় তাদের ফাঁসি না হওয়া পর্য্যন্ত থাকবার জন্য ঘর আছে। ফাঁসির যন্ত্রটাকে আর বিস্তারিতভাবে বর্ণনা ক'রবো না; কারণ সেটাকে যেমন তাড়াতাড়িতে ভাল ক'রে দেখি নি, তেম্নি যতটুকু দেখেছিলাম ততটুকুর প্রতি একটা গভীর বিজাতীয় ঘৃণার ভাব মনের মধ্যে জমাট বেঁধে জেগে উঠেছিল। সংক্ষেপে এই ব'ল্লেই বোধহয় যথেষ্ট হবে যে, বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক আলেক্‌জেণ্ডার ডুমার প্রসিদ্ধ চরিত্র ডাক্তার গীলোটিনের আবিষ্কৃত গীলোটিন যন্ত্রের সঙ্গে এর তুলনা হ'তে পারে ব'লে আমি মনে করি না।

তবে এ কথাও এখানে বলা আবশ্যক যে, এই ঘটনার পাঁচ সাত দিনের

ভিতর এ জেলের দু' জন 'হ্যাঙ্গ্‌ম্যান্' বা জল্লাদের মুখে এই যন্ত্রের কার্য্য-কুশলতা সম্বন্ধে কয়েকটা কথা শুনে একদিকে যেমন বিস্মিত হ'য়েছিলাম, তেমনি অন্যদিকে আমার রক্তমাংসের শরীরটা থেকে থেকে শিউরে উঠেছিল। যারা যে কারণে হোক্ এবং যে উপায়েই হোক্ এ জগৎ ছেড়ে ইতিমধ্যে চ'লে গেছে, তাদের জীবনেশ্বর তাদের আত্মার নিশ্চয়ই মঙ্গল ক'রবেন, কিন্তু যারা মাত্র পনর টাকার লোভে তাদের পরপারে পাঠাতে সহায়তা ক'রেছিল এবং এখনো সেজন্য মনে মনে গৌরব অনুভব করে ব'লে অনুমান হয়, তাদের ভবিষ্যতে কি হবে? যে সাহেবটা ছ' সাত জন ভারতবাসীকে পরপারে পাঠিয়েছিলেন ব'লে আমার কাছে নিজমুখে স্বীকার ক'রেছিলেন, তাঁর কথা এখানে কিছু ব'ল্‌ছি না; কারণ তিনি আত্মার অবিনশ্বরতায় এবং পরকালে বিশ্বাস করেন কি না আমার জানা নেই। কিন্তু ২৪ পরগণা নিবাসী যে বাঙ্গালীটা দু' তিন জন স্বদেশ-বাসীকে পরপারে পাঠিয়েছিল ব'লে হাস্‌তে হাস্‌তে আমাকে ব'লেছিল, সে-ও কি আত্মার অমরত্বে এবং ভবিষ্যৎ-জীবনে বিশ্বাস করে না? মানুষের এই সকল ক্রিয়াকলাপ দেখে, এক এক বার সত্যই মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হ'যে পড়ি। কারণ প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় আমার এই নির্জ্জন কুটীরের কড়ি বর্গায় ঘুরে ঘুরে এই যে একটা টিকৃটিকি আজ ক' দিন ধ'রে পোকা মাকড় খাচ্ছে, তার সঙ্গে আর আমাদের সঙ্গে প্রভেদ যে ক্রমে শেষ হ'য়ে এলো। ভগবন্! এ জগৎটাকে তুমি একেবারে অন্ধকারে ঘিরে দিলে পার্‌তে কিম্বা মানুষের মন থেকে তার ধর্ম্মভাবগুলো অন্য কোন স্থানে সরিয়ে রাখ্‌লে চ'লতো; কিন্তু তোমার বিধানের এই ঘোরচক্র বা দোটানায় প'ড়ে দুর্ব্বল শক্তিহীন মানুষ যে আর কিছুতেই পারে না ঠাকুর!

১৪ই এপ্রিল ১লা বৈশাখ ফরিদপুর থেকে একদল অসহযোগী বন্ধু এসে আমাদের আশ্রমকে ধন্য ক'রেছিলেন। স্বেচ্ছাসেবক থেকে

আরম্ভ ক'রে কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি পর্য্যন্ত, সকল শ্রেণীর কর্মীকেই এঁদের মধ্যে দেখা গিযেছিল। অনুসন্ধানে অবগত হ'য়েছিলাম—এঁদের কেউ কেউবা দু' বৎসর এবং কেউ কেউবা আড়াই বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'য়েছিলেন। কিন্তু নববর্ষের নূতন খাতার দিনে এঁদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে কোথায় আমরা একটু আনন্দিত হবো, তা' না হ'য়ে এঁদের দুঃখের কাহিনী শুনে আমাদের দুঃখের ভরা আবো কতকটা ভারি হ'য়ে উঠেছিল। ভদ্র সন্তানদের হাতে হাতকড়ী, পায়ে লোহার বেড়ী এবং পাছায় বেতের ছড়ি চালান হ'য়েছিল শুন্‌লে, কার না দুঃখের ভরা কানায় কানায় ভ'রে উঠে? আমি এখানে অবশ্য কোন পক্ষেরই দোষ গুণ বিচার ক'রছি না কারণ সে বিচার ক'রতে হ'লে যে সকল মালমসলার প্রয়োজন, আমি সে সকল মালমসলা এখানে যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ ক'রতে পারি নি। আমি কেবল এই কথা এখানে ব'লছি যে, এরূপ অবস্থায় এমন ঘটনার কথা শুন্‌লে মানুষের মন স্বভাবতঃই দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়। তবে কেউ কেউ হয়তো জিজ্ঞেস ক'রবেন—যারা দুঃখব্রত গ্রহণ ক'রেছে, তাদের আবার দুঃখ কি? প্রত্যুত্তরে আমি এই ব'লছি যে, ফরিদপুরের ভুক্তভোগী কেউ তো কখনো এ ঘটনার জন্য কারু কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন নি - বরং তাঁদের সকলের মুখে গৌরব ও আত্ম-প্রসাদের ভাবই আমি লক্ষ্য ক'রেছিলাম। কিন্তু সে যা' হোক্, তাঁদের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ ক'রতেও কি অন্য সকলকে বারণ আছে? অন্যের কষ্টে কষ্ট প্রকাশ না ক'রলে যে ভগবান অসন্তুষ্ট হন, দুঃখব্রতধারীদের কি সে বিষয়ে কখনো কোন বারণ থাক্‌তে পারে?

ফরিদপুর থেকে অসহযোগী বন্ধুরা এখানে এলে কিম্বা তার পূর্ব্বে ঠিক মনে নেই, তবে সেই সময়টায় কল্যাণীয় শ্রীমান্ জগদীশ চন্দ্রের এক বৎসর কারাদণ্ডের কথা অবগত হ'য়ে কলাগেছিয়ার কতকগুলি চিন্তায়

হৃদয়-মন অবসাদে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল। একে ত জগদীশ চন্দ্র বহু-দিন থেকে স্নাযবীয় দৌর্ব্বল্যে কষ্ট পাচ্ছিলেন—এমন কি আমি নিজে জানি, স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্যের দরুণ বার মাস তাঁর হাত কাঁপ্‌তো ব'লে তিনি নিজের হাতে প্রায় কখনো কোন চিঠিপত্র লিখ্‌তে পার্‌তেন না—তার উপর, তিনি ইদানীং কিছু দিন ধরে 'সাইনাস্‌' রোগেও ভুগ্‌ছিলেন। এই অবস্থায় যখন তাঁকে কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য আনা হ'যেছিল, তখন তাঁকে কলিকাতাতেই গ্রেপ্তার করা হয়। শুনেছিলাম—তিনি তারপর মেদিনীপুর গিয়ে মাস খানিকের জন্য ছুটী নিয়ে এসে 'সাইনাস্‌' কাটিয়ে ভাল হ'য়ে সেখানে ফিবে গেলে, মেদিনীপুবের কোন একজন বিচারক তাঁর উপর ৩৬৫ দিনের প্রবাস বাসের ফতোযা জারি ক'রেছিলেন। সকল কথা স্মরণ ক'রে আমার কেবলই মনে প'ড়ছিল—তাঁর পূজনীয়া মাতা-ঠাকুরাণী, পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী ও দুগ্ধপোষ্য সন্তানের কথা। তাঁর বিষয় বৈভব ও তাঁব প্রতিষ্ঠিত কলাগেছিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ের কথাও যে আমাকে কিয়ৎ পরিমাণে চিন্তান্বিত ক'রেছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি কোন দিনই বুঝ্‌তে পারি নি, আমি এ ভাবে চিন্তা ক'রে আজ পর্য্যন্ত কার্‌ জন্য কি ক'রতে পেরেছি। স্রোতের তৃণ যে সত্যই স্রোতের তৃণ বই অন্য কিছু নয়, সে কথা যে সে যখন তখন কেন ভুলে যায়—সে-ই তার জবাব দিতে পারে।

গুড্‌ফ্রাইডের ছুটীতে চাটগাঁয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের যে বৈঠক ব'সেছিল, তার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি আমরা আমাদের আশ্রমে বসেই দু' একদিনের মধ্যে শুন্‌তে পেয়েছিলাম। চাটগাঁয় কি হওয়া উচিত ছিল এবং কি হওয়া উচিত হয় নি, এই নিয়ে যে এখানকার কত লোকের—পেটের অসুখ নয়—মুখের অসুখ হ'য়েছিল, তার ঠিকঠিকানা নেই। কত তর্কবিতর্ক, কত যুক্তি পরামর্শ—এমন কি, এ দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে

কত দৈববাণী যে কত দেবতার মুখ দিয়ে অনর্গল নিঃসৃত হ'য়েছিল, তা' বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা অসম্ভব। কারু কারু কীর্ত্তিকলাপ পর্য্যবেক্ষণ ক'রে আমার একজন বন্ধু একদিন আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভান্‌তে ছাড়ে না। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ কিন্তু আমি আজ পর্য্যন্ত একদিনের জন্যও স্বর্গে যেতে পারি নি, সুতরাং ঢেঁকি ম'রলে স্বর্গে যায় কি না এবং গেলে সেখানে সে নিশ্চয়ই ধান ভানে কি না, আমি ব'লতে পারবো না। অধিকন্তু, এখানকার সকলকেই ঢেঁকি এবং এ জেলটাকে স্বর্গ ব'লতে সকলে প্রস্তুত ছিলেন কি না, সে কথা আমার অপরিজ্ঞাত ছিল। তার উপর, আবো একটা বিশেষ আপত্ত এই দেখেছিলাম যে, আমবা কেউ এক অনুপলের জন্যও ম'রে গিয়েছি ব'লে মনে ক'রতে প্রস্তুত ছিলাম না—সে পুণ্যময় সত্যকার স্বর্গের আশাতেও নয়। কারণ তা' হ'লে আমাদের এই ঢেঁকির ধপ্‌ধপানি—থুড়ি, থুড়ি, থুড়ি—আমাদের এই ছেলে-কাঁদানো ঘুম-ভাঙ্গানো 'মিঠিবুলি' একটু হ'লেও এখানে কমতো। সুতরাং বন্ধুবরের অভিমতের সঙ্গে একমত হ'তে পারি নি ব'লে আমাব যেমন আর দুঃখের সীমা ছিল না, তেমি জেলে এসে আমবা কেউ মরি নি কিম্বা আমাদের কোন কিছুরই কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নি—এই ধ্রুব-সত্যের মহান্‌ আবিষ্কারে আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়েছিলাম।

জগৎকে কে যে প্রথম পরিবর্ত্তনশীল ব'লেছিলেন, জানি নে; তবে তিনি যদি একবাব সুবিধামত এ মূর্খের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা ক'রে এ মূর্খের সঙ্গে দেখা ক'রতেন, তা' হ'লে তাঁর কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকৃতাম। কারণ দেখা হ'লে তাঁকে একবার জিজ্ঞেস ক'রতাম—তিনি এ জগৎকে পরিবর্ত্তনশীল ব'লে ব'লেছিলেন কেন? আমি তো এ জগতের যখন যে দিকে তাকাই, তখনই সে দিকে অপরিবর্ত্তনের তাণ্ডব নৃত্যে স্বর্গ মর্ত্ত

পাতাল পরিপূর্ণ হ'য়ে র'য়েছে দেখ্‌তে পাই। দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার কিম্বা নির্ধনের উপর ধনীর উৎপীড়ন, অজ্ঞানীর উপর জ্ঞানীর দৌরাত্ম্য কিম্বা মূকের উপর বাগ্মীর অবজ্ঞা, কুৎসিতের উপর সুশ্রীর বিতৃষ্ণা কিম্বা রোগীর উপর নীরোগীর হৃদয়হীনতা—আমি যে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রায় সকল জিনিষকেই আমার জ্ঞানোন্মেষের সময় থেকে অপরিবর্ত্তনীয় দেখে আস্‌ছি; আমি বিনা প্রমাণে কোন লোকের উল্টো কথায় বিশ্বাস স্থাপন করি কি ক'রে? সেই রবি সেই চন্দ্র ও সেই বায়ু সেই বরুণ, সেই জন্ম সেই মৃত্যু ও সেই জড় সেই জীব—সেই চির-পুরাতনের সেই সনাতন অট্টহাস্য আমার চারদিক যে সদাসর্ব্বদা মুখরিত ক'রে রেখেছে। এমন কি, এই গুড্‌ফ্রাইডের ছুটীতে আমাদের কারু কারু এ জেলের ভিতর ব'সে এ জেলের কথাই স্মরণ ছিল না—সেটাও যে আমাদের সেই পুরাতন অভ্যাসের অজ্ঞানকৃত পুনরাভিনয়।

কিন্তু ব'লছিলাম কি যে—এ জগৎ যে সত্যই পরিবর্ত্তনশীল নয়, তার একটা বিশেষ প্রমাণ পেয়েছিলাম ২১শে এপ্রিল শুক্রবার। তুমি সুখে থাক কিম্বা দুঃখে থাক—অথবা তোমার ফাঁসির হুকুম কিম্বা জেল হ'য়ে থাকুক্, সম্পত্তিশালীর সম্পত্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা ও বিপদগ্রস্তের উপর বিপদ-হীনের ষড়যন্ত্র, এ জগতে চিরদিন সমানভাবে অপ্রতিহত গতিতেই চ'লতে থাকবে। কথাটা একটু খুলে না ব'ল্লে কেউ বোধহয় কিছু বুঝ্‌তে পারবেন না। তবে পূর্ব্বাহ্ণেই ব'লে রাখা ভাল যে, আমি জেলের ভিতর ব'সে যে সকল সংবাদ অবগত হ'য়েছিলাম, তারই উপর নির্ভর ক'রে আমি এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'চ্ছি।

বাংলার কোন এক জেলায় কয়েকজন শরিকের সঙ্গে আমার সামান্য কিছু সম্পত্তি আছে। সেই মহালের একজন এজমালি প্রজা বিগত ১৯১৯ সালের কোন এক সময় আমার বাসায় এসে আমাকে অনুরোধ ক'রে-

ছিল যে, আমি যদি তার জোতটি কিনে নি, তা' হ'লে সে অত্যন্ত উপকৃত হয়; কারণ একদিকে আমার এক শরিক যেমন তাঁর বাঁধের উপর তার গরু বাছুর নিয়ে যেতে না দিয়ে তাকে বিপদে ফেলেছিলেন, তেম্নি অন্যদিকে সে আশা ক'রছিল যে এই বিরোধীয় সম্পত্তি বেচে সেই টাকায় সে অন্যত্র এর দ্বিগুণ সম্পত্তি ক'রতে পারবে এবং সে সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বিরোধেরও হবে। আমি তার প্রস্তাবে শেষে সম্মত হ'য়ে, তার কাছ থেকে একটা সাদা চুক্তিনামা লিখে নিয়ে তাকে কয়েক দফায় সাত শ' আশি টাকা বায়না দিয়েছিলাম এবং সে-ও সেই বায়নার সময় থেকে আমাকে তার জমিব দখল ছেড়ে দিয়েছিল। এইখানে ব'লে রাখি—এই প্রজাটী আমার একজন দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি ছিলেন এবং এই সময় এঁকে অবিশ্বাস ক'রবার আমার বিন্দুমাত্রও কোন কারণ ছিল না। সুতরাং চুক্তি অনুসারে জমি মেপে দলিল ক'রে দিয়ে পণের বাকী টাকা নিয়ে যেতে যখন তিনি কিঞ্চিৎ অবহেলা দেখিয়েছিলেন, তখনো তাঁকে আমি কোন রকমে সন্দেহ ক'রতে পারি নি। আমার বিশেষ ভরসা এই ছিল যে, আমি তাঁর জোতটী দিন দুনিয়ায় সকলকে দেখিয়ে এখনো ভোগ-দখল ক'রছি।

এখন, এর কিছু দিন পরে তিনি মানবলীলা সম্বরণ ক'রলে, তাঁর নাবালক পুত্রের তরফে দলিল ক'রে দিয়ে বাকী টাকা নেবার কথা উঠে। আমি পূর্ব্বাপর চিরদিন যেমন চুক্তি অনুসারে পণের বাকী টাকা দিতে প্রস্তুত আছি, তখনও সে কথা নাবালকের গুরুজনগণকে স্পষ্টাক্ষরে জান্তে দিয়েছিলাম। আমি তাঁ'দিগকে একথাও ব'লেছিলাম যে, আমার স্বত্ব রক্ষার জন্য নাবালককে জেলা-জজের কাছ থেকে জমি বিক্রয়ের অনুমতি নিতে হবে; কিন্তু ইতিমধ্যে যদি কোন কারণে তাঁদের টাকার আবশ্যক হয়, তা'হ'লে নাবালকের জ্যেষ্ঠতাত বিনা সুদে কিম্বা নামমাত্র সুদ লিখে

দিয়ে হ্যাণ্ডনোটে আমার কাছে কিছু টাকা পেতে পারেন এবং নাবালক দলিল ক'রে দিলেই আমি হ্যাণ্ডনোট তাঁকে ফেরৎ দিব—এ সকল কথাও আমি নাবালকের অনেক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীকে অনেকবার জানিয়েছিলাম। বলা বাহুল্য, জমির পরিমাণ তাঁদের কথা মত ৩৭ • বা ৩৮/০ বিঘা হ'লে, চুক্তি অনুসারে আমার কাছে তাঁদের আর একহাজার টাকার বেশী পাওনা নেই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমার এই প্রস্তাবে কেউ সম্মত না হ'য়ে, আমার নামে কত লোকে যে কত রকমের মিথ্যাপবাদ রটনা ক'রতে সুরু ক'রেছিল, তা' এক ভগবান ভিন্ন অন্য কেউ জানে না। আমি একদিন শুনে অবাক্ হ'য়ে গিয়েছিলাম—এই বংশের একজন লেখাপড়া জানা ছেলে বলাবলি ক'রছে, আমি এই ক' বিঘা জমি বিনামূল্যে জোর ক'রে দখল ক'রছি! ক্রমে কাঁথির কংগ্রেস সালিসী আদালতে আমার নামে নাবালককে দিয়ে একটা নালিশ পর্য্যন্ত করা হ'য়েছিল এবং আমিও শীঘ্র টাকা কড়ি নিয়ে কাঁথি যাচ্ছি—যেন দলিল প্রস্তুত থাকে, এ কথা সকলকে লিখেছিলাম।

কিন্তু ইতিমধ্যে ১০ই ডিসেম্বর তারিখে আমাকে ধ'রে এনেছিল ব'লে, আমি আর সে সময় কাঁথি যেতে পারি নি। তারপর যে সকল ঘটনা ঘ'টেছে, তা'ই এখানে অতি সংক্ষেপে ব'লবো ব'লে এতক্ষণ এত কথা ব'লে এলাম। যে মহালের কথা এখানে ব'লছি, সে মহালের একজন শরিক আমার 'ভেণ্ডর' বা বায়ার অতি নিকট আত্মীয় হন্। আমার সঙ্গে জমি বিক্রয়ের চুক্তিনামা হবার পর এবং আমাকে সকলের জ্ঞাতসারে জমির দখল ছেড়ে দিবার পরে অর্থাৎ ১৯২১ সালে, তিনি এই প্রজার নামে এই জমির বাবত একটা এক তরফা খাজনার ডিক্রী হাঁসিল ক'রে রেখেছিলেন। এখন, ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আমার কারাদণ্ডের হুকুম হ'লে, গত মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি এক দিন দেখা গিয়াছিল—তিনি সেই ডিক্রী জারি

ক'রবার জন্য উপযুক্ত আদালতে দরখাস্ত ক'রেছেন এবং শীঘ্রই নিলাম ইস্তাহার জারি হবে। তিনি এই ডিক্রী জারির কাজ আইন অনুসারে আগামী ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত বিনা তমাদিতে স্থগিত রাখ্‌তে পারতেন; তবুও তিনি তাড়াতাড়ি ক'রে, কেন যে এই জারির দরখাস্ত এ সময় আদালতে উপস্থিত ক'রেছিলেন, তা' তিনিই জানেন। তিনি বোধহয় জান্তেন না যে, খাজনার ডিক্রীতে জোত কোন রকমে নিলাম ক'রে নিতে পার্‌লে, আমার খরিদা স্বত্বটুকু সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হ'য়ে যাবে। কিন্তু সে কথা সত্য হ'লে, আমার লোক তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর পাওনা মিটিয়ে দিয়ে তাঁকে যখন কেবল একখানা রসিদ চেয়েছিল, তখন তিনি তা'তে অসম্মত হ'য়েছিলেন কেন?

তাঁর কাছে আমি যে কি অদ্ভুত দোষে দোষী ছিলাম, সে কথা এখনো আমার মনে পড়ে। বছর কয়েক পূর্ব্বে খাজনা দেয় নি ব'লে এই মহালের একজন প্রজার ক্ষেত থেকে জোর ক'রে ধান কেটে নেবার প্রস্তাব হ'য়েছিল এবং আমি সে প্রস্তাবের সহায়তা করি নি, ব'লে সেই অন্যায় ও বে-আইনি প্রস্তাব যেমন কার্য্যে পরিণত হয় নি তেম্নি আজ পর্য্যন্ত সে প্রজাটীও এ মহালে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস ক'রে আস্‌ছে। এর চেয়ে মহাপাপ আমার যে আর হ'তে পারে না, সে কথা কি কাউকে এখানে খুলে ব'লতে হবে? মনে প'ড়লে দুঃখ হয়—উল্লিখিত চুক্তিনামার প্রজা যেমন আমার একজন জ্ঞাতি, তেম্নি এই শরিক ডিক্রীদারও আমার একজন আত্মীয় এবং তিনি প্রভূত সম্পত্তির মালিক! এইজন্যই ব'লছিলাম—এ জগৎকে যে পরিবর্ত্তনশীল বলে, সে মূর্খ। এখানে কুটুম্ব ও জ্ঞাতি জেলে গেলে কুটুম্ব ও জ্ঞাতি সে কথা স্বচ্ছন্দচিত্তে ভুলে যেতে পারেন—এমন কি, সুবিধা পেলে এখানে সে সময় কেউ কেউ কুটুম্ব ও জ্ঞাতির অনিষ্ট সাধন ক'রে সম্পত্তি সঞ্চয় ক'রতেও অসম্মত হন্‌ না!

যা' হোক্, এই সকল ভাবনা চিন্তায় ২২শে এপ্রিল বিকাল থেকে ২৩শে এপ্রিল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমার এমন হিক্কা হ'য়েছিল যে, আমি ও আমার এখানকার বন্ধুবান্ধব সকলে সে জন্য একটু বিচলিত হ'য়ে উঠেছিলাম। ২২শে এপ্রিলের প্রায় অর্দ্ধেক রাত্রি নিশ্বাস বন্ধ ক'রতে ক'রতে ও জল খেতে খেতে কেটে গিয়েছিল এবং বাকী অর্দ্ধেক রাত্রি অর্গলাবদ্ধ পিঁজরার মধ্যে একলাটী ব'সে নিজের চিকিৎসায় কেমনভাবে নিজেই ব্যাপৃত ছিলাম তা' আমার বিছানার পাশে ব'সে যিনি সকল ঘটনা দেখেছেন, তিনিই ব'লতে পারবেন। ২৩শে এপ্রিল সকাল বেলা ছোট ডাক্তার বাবুর দু'দাগ ওষুধে কোনও ফল না হওয়ায় সরবত ও নুনের জল কয়েকবার খেয়েছিলাম। কিন্তু তাতেও যখন কোন উপশমের চিহ্ন দেখা গিয়েছিল না, তখন আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের হিক্কা যে মাই দুধ ও শ্বেত চন্দনে ভাল হ'য়েছিল, সেই মাই দুধ ও শ্বেত চন্দনের জন্য সকলকে অনুরোধ ক'রতে বাধ্য হ'য়েছিলাম। ক্রমে সন্ধ্যাসমাগমে রাত্রের চিন্তায় কিশোরীবাবু প্রভৃতি বন্ধুরা হাঁসপাতালে সংবাদ দিলে, ঠিক সেই সময় সেখানে জেলের বড় সাহেব উপস্থিত থাকায়, তিনি কি একটা ওষুধ প্রস্তুত ক'রে তৎক্ষণাৎ তা' আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে কিন্তু বড়-বাজারের একজন বন্ধুর পরামর্শ মত মরিচ পোড়ার ধোঁয়া নিশ্বাস নিতেই, আমার হিক্কা হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল এবং ঠিক সেই সময় কে একজন হাঁসপাতাল থেকে বড় ডাক্তার সাহেবের ওষুধ নিয়ে এলে সে ওষুধও সেবন ক'রতে ক্রটী ক'রেছিলাম না। ফলে, আমার হিক্কা ভাল হ'য়ে গেলেও ২৫শে এপ্রিল আমার ওজন ২০০ পাউণ্ড হ'য়ে গিয়েছিল এবং কার ওষুধে আমার অসুখ ভাল হ'লো—সে বিষয়ে কিছু মতভেদ দেখেছিলাম।

২৫শে এপ্রিল সোমবার এ জেলে আর একটা ঘটনা ঘ'টে ছিল। এ জেলের অসহযোগী কয়েদীগণ সেইদিন থেকে তাঁদের বন্ধু বান্ধব

এবং আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে 'ইন্টারভিউ' কিম্বা দেখা শুনা করা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। কারণ—সে অনেক কথা, একটু গোড়া থেকে না ব'ল্লে বুঝ্‌তে পারা যাবে না। ডাক্তার য্যাশ্‌ যতদিন পর্য্যন্ত এ জেলের 'সুপার' ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত এখানকার অসহযোগী কয়েদীরা এ জেলের জেলার সাহেবের আফিসেই তাঁদের লোকজনের সঙ্গে নিয়ম মত দেখা শুনা ব'রতেন। ডাক্তার য্যাশ্‌ মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে তাঁর কাজ থেকে অবসর গ্রহণ ক'রলে, মেজর সল্‌স্‌বেরী তাঁর জায়গায় এসে এতদিন পর্য্যন্ত তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে আস্‌ছিলেন। পূর্ব্বে মাসে একবার ক'রে আমরা আমাদের লোকজনের সঙ্গে দেখা ক'রতে পেতাম, এখন নূতন নিয়ম অনুসারে মাসে দু' বার ক'রে আমরা আমাদের লোকজনের সঙ্গে দেখা ক'রবার অধিকার পেয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কি জানি কেন এই সময় একদিন মেজর সল্‌স্‌বেরী এই হুকুম দিয়েছিলেন যে, আমরা আর পূর্ব্বের মত জেলার সাহেবের আফিসে আমাদের বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ক'রতে পা'বো না—আমাদিগকে সাধারণ কয়েদীদের মত জেলের যে একটা 'ইন্টারভিউ' ক'রবার জন্য তারে ঘেরা খাঁচা আছে, সেই খাঁচায় গিয়ে আমাদের আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে দেখা শুনা ক'রতে হবে। জেলার সাহেবের আফিসে যতদিন আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হ'চ্ছিল, ততদিন স্বয়ং জেলার সাহেব কিম্বা কোন সাহেব 'ওয়াডার' ও একজন কিম্বা দু'জন সি-আই-ডির লোক সেখানে নিশ্চয়ই উপস্থিত থাক্‌তেন। এমন কি, একদিন আমি নিজে দেখেছিলাম—সে ঘরে এই চারজন লোক এক সময়ে এক সঙ্গে উপস্থিত আছেন এবং তখন সেখানে অসহযোগী কয়েদীদের 'ইন্টারভিউ' হ'চ্ছে। আমার যতদূর মনে পড়ে, আমার বহুদিনের সুহৃদ্‌ চির-হিতাকাঙ্ক্ষী মোহিনীমোহন এই দিন আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছিলেন।

তবুও মেজর সল্স্বেরী আমাদিগকে যখন গরু বাছুরের মত খাঁচায় নিয়ে যেতে চেষ্টা পেয়েছিলেন, তখন সত্যই আমরা কেউ তাঁর মনের উদ্দেশ্য কি যেমন ভাল ক'রে বুঝ্তে পেরেছিলাম না, তেম্নি এ উৎপাতের সূত্রপাত হ'লো কোথেকে তা'ও আমাদের জ্ঞানের অগোচর ছিল। সুতরাং আমরা সকলে বাধ্য হ'য়ে এই দিন এই স্থির ক'রেছিলাম যে, আমরা কেউ আর কারু সঙ্গে কোন 'ইণ্টারভিউ' ক'রবো না। ফলে, দেশবন্ধু ম'শায়, মৌলানা আক্রামখাঁ, শ্যামসুন্দর বাবু ও মৌলবী মুজীবর রহমন প্রভৃতি অনেকে এই তারিখ থেকেই দেখা সাক্ষাৎ করা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন এবং আমার মত একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তিও এই ২৫শে এপ্রিল থেকে তার খালাসের সময় পর্য্যন্ত কা'রু সঙ্গে আর কোন 'ইণ্টারভিউ' করে নি।

২৬শে এপ্রিল তারিখে আমার খরচায় আমি প্রতিদিন ইংলিশম্যান' সংবাদপত্রখানি আনিয়ে নিবার অনুমতি পেয়েছিলাম এবং প্রায় সাড়ে চার মাসের পর ২৮শে এপ্রিল সত্যই একখানা দৈনিক 'ইংলিশম্যান' সংবাদপত্র প্রকাশ্যভাবে জেলের ভিতর এসে প'ড়েছিল। ১০ই ডিসেম্বর থেকে প্রায় সাড়ে চার মাস পরে—কথাগুলো যেন সকলের স্মরণ থাকে। এর ভিতর কত লোকে যে কতবার এই সংবাদপত্রের জন্য গভর্ণমেণ্টের কাছে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, তা' ব'লতে পারবো না। শুনেছি—প্রেসিডেন্সি জেলে কর্ণেল হ্যামিণ্টন্ থেকে আরম্ভ ক'রে শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল, মিঃ আর, ডি, মেটা ম'শায় প্রভৃতি অনেকে এজন্য গভর্ণমেণ্টের কাছে লিখেছিলেন; এবং এ জেলেও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ম'শায় প্রভৃতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ক'জন সভ্য অনবরত এর জন্য চেষ্টা ক'রছিলেন। তবুও এই সামান্য ব্যাপারে হুকুম পাস ক'রতে গভর্ণমেণ্টের কেন যে এত বিলম্ব হ'য়েছিল, তা' বোধহয় গভর্ণমেণ্টের লোক ছাড়া অন্য কেউ ব'লতে পারবে না। তবে কাজে এই দেখেছিলাম যে, যে বিষয়ের জন্য লর্ড

রোণাল্ডশে ও স্যার হেন্‌রী হুইলারের সময় গভর্ণমেন্টের কাছে রিপোর্ট গিয়েছিল, সে বিষয়ের শেষ মীমাংসা ক'রেছিলেন বিলাত থেকে এসে লর্ড লিটন্। কিন্তু আমাদের নূতন 'সুপার' আমাদের ইচ্ছামত কোনও সংবাদপত্র বাহির থেকে আনাতে না দিয়ে, তাঁর পছন্দমত কেবল 'ইংলিশম্যান', 'ষ্টেটস্‌ম্যান' ও 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' সংবাদপত্র বাহির থেকে আন্তে আমাদিগকে অনুমতি দিয়েছিলেন। 'অমৃত বাজার পত্রিকা' এবং 'সার্ভেন্ট্' আনাবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা ক'রেও, অনেককে সে সম্বন্ধে অনেকবার বিফল মনোরথ হ'তে হ'য়েছিল।

আমি সরলভাবে স্বীকার করছি—আমার মোটা বুদ্ধিতে আমি আমাদের নূতন 'সুপারের' এই অভিনব বন্দোবস্তের কোন কারণ খুঁজে পেয়েছিলাম না। 'অমৃত বাজার পত্রিকা' ও 'সার্ভেন্ট্' যদি জেলের বাহিরের লোককে জাহান্নমে পাঠাতে না পারে—কারণ তা' হ'লে তাদের প্রচার গভর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই বন্ধ ক'রে দিতেন—তবে এই পাচিলে ঘেরা হাজার বাঁধনের ভিতর থেকে টেনে বা'র ক'রে নিয়ে কি ক'রে যে তারা আমাদিগকে সেখানে পাঠাতে পারবে—সে কথা একেবারেই আমার বিদ্যাবুদ্ধির অগোচর ছিল। তারপর, 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'সার্ভেন্ট্' সংবাদপত্রের লেখা প'ড়ে যদি আমাদের মত লোকেরও উৎসাহে মন খারাপ হবার সম্ভাবনা থাকে, তবে 'ইংলিশম্যান' ও 'ষ্টেটস্‌ম্যান' ইত্যাদি সংবাদপত্র প'ড়ে আমরা নিরুৎসাহে কেন যে আরো বেশী ক'রে মন খারাপ ক'রবো না—সে কথাই বা কে শুনে?

২৯শে এপ্রিল শনিবার দিন থেকে আমার মুসলমান বন্ধুগণ রোজা রাখ্‌তে সুরু ক'রেছিলেন। জেলে ইতিমধ্যেই তো খাওয়া দাওয়ার যথেষ্ট কষ্ট ছিল, তার উপর রোজার উপবাস ও আবশ্যকীয় জিনিষ পত্রের অভাবের দরুণ তাঁরা যে একমাস ধ'রে কত অসুবিধা ও যন্ত্রণা

উপভোগ ক'রেছিলেন—তা' ব'লে প্রকাশ, করা যায় না। তাঁদের সকলকে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত এক সঙ্গে এক জায়গায় নমাজ প'ড়বার জন্য 'সিগ্রীগেশন ইয়ার্ডে' যাবার হুকুম হ'য়েছিল। কিন্তু মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব সেখানকার কষ্টের কথা চিন্তা ক'রে, গোড়া থেকেই সেখানে যেতে অসম্মত হ'য়েছিলেন; এবং ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ জমিদার মৌলবী ওয়াজেদ আলি খাঁ পনি সাহেব প্রথমে সেখানে গেলেও, সেখানকার নানান্ দুঃখ যন্ত্রণার প্রভাবে তাঁকে দু' এক দিনের মধ্যেই আবার তাঁর তিন নম্বর ইয়ার্ডে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রতে হ'য়েছিল।

এখানে একটা কথার উল্লেখ ক'রলে, বোধহয় খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমি ক্রমে অবগত হ'য়ে আশ্চর্য্য হ'য়েছিলাম যে, কেবল আমাদের অসহযোগী কয়েদীগণের জন্যই এ জেলে পাঁচটা পৃথক পৃথক 'চৌকা' বা পাকশালা ছিল। মুসলমান বন্ধুগণের একটা, শিখ বন্ধুগণের একটী, হিন্দুগণের একটী, মাড়ওয়ারিগণের একটী এবং কনোজ ব্রাহ্মণের একটী —এই পাঁচটী 'চৌকা' আমাদিগকে আমাদের স্বরাজের পথে কতদূর অগ্রসর করাচ্ছিল, ঠিক ব'লতে পারলাম না।

(৫)

কতকগুলি কারণে মে মাসটাকে আমার আশ্রমপর্ব্বের সর্ব্ব প্রধান মাস ব'লে বলা যেতে পারে। মে মাসের ১৩ তারিখ থেকেই আমার বাস্তব জীবনের স্রোতের তৃণটী, মধ্যগঙ্গা অতিক্রম ক'রে পরপারের কিনারার দিকে একটু একটু ক'রে অগ্রসর হ'তে আরম্ভ ক'রেছিল। মানুষ আকাশের বায়ু ও বজ্রশিখা ধ'রেছে এবং জঙ্গলের মত্ত পশুরাজকেও পোষ মানিয়েছে, কিন্তু দুঃখের কথা এই যে মানুষ নি—সময়কে ধ'রে রাখ্‌তে কিম্বা তার অপ্রতিহত গতিকে কোন রূ

আয়ত্তাধীন ক'রতে। পারলে জগতের ভবিষ্যৎ কি হ'তো ব'লতে পারি না, কিন্তু পারে নি ব'লে মানুষের ভবিষ্যৎ যে এই শোক-দুঃখ ভরা বিশ্বসংসারে কতকটা শান্তিময় হ'য়েছে—সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

ভাবলে বাস্তবিক অবাক্ হ'তে হয়, আমার আশ্রমপর্ব্বের তিন মাস কি ক'রে দেখতে দেখতে কেটে গিয়েছিল। আমি ইতিপূর্ব্বে একদিনের জন্যও একথা ভাবি নি যে, এম্নি ক'রে আমার মাসগুলো সব সপ্তাহগুলোর মত এখানে কেটে যাবে এবং এখানে কিছু ক'রবার কিম্বা দেখবার না থাকলেও আমার নয়ন-মনের অশান্তি বা অতৃপ্তি উৎপাদনের জন্য এখানে কখন কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না।

১৪ই ফেব্রুয়ারীর পর প্রথম এই মাসেই আমাদের উপর এই হুকুম জারি হ'য়েছিল যে, আমাদের মধ্যে যাঁরা সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'য়েছেন, তাঁ'দিগকে কাজ ক'রতে হবে। শুধু এই নয়, এ মাসের গোড়ার দিকে একদিন আমাদের 'সুপার' আমাদের বাসায় বাসায় ঘুরে আমাদের সশ্রমিগণকে পরীক্ষা ক'রে তাঁদের কাউকে 'হার্ড' বা কঠিন, কাউকে 'মিডিয়াম্' বা মধ্যম এবং কাউকে 'লাইট্' বা স্বল্প পরিশ্রমের জন্য উপযুক্ত ব'লে রীতিমত কালি কলমে ঘোষণা ক'রে গিয়েছিলেন। যাঁরা সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'য়েছিলেন, কাজ ক'রতে তাঁদের প্রায় কারু কোন আপত্তি ছিল না—অন্ততঃ শেষ পর্য্যন্ত নয়; কিন্তু আমাদের মত 'সিম্প্লার্' বা বে-পরিশ্রমিগণের কি করা উচিত সে সম্বন্ধে দু'টো একটা জ্ঞান গবেষণার কথা উঠেছিল। কেউ কেউ ব'লেছিলেন যাঁরা সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন্ নি, তাঁদের কিছুতেই কোন কাজ করা উচিত নয়; আবার কেউ কেউ একথাও প্রকাশ ক'রেছিলেন যে, এখানে আমাদের স-শ্রম কিম্বা অ-শ্রমে কোন বিভিন্নতা থাকতে পারে না—আমাদের সকলেরই এখানে একসঙ্গে কাজ করা উচিত। আমি প্রথমটা এক রাত্রির

জন্য অমতের দিকে মত দিলেও, তার পরদিন থেকে দুটি কারণে আমি সম্মতির দলেই নাম লিখিয়েছিলাম।

প্রথমতঃ, দেশবন্ধু ম'শায় যখন এই অভিমত দিয়েছিলেন যে আমাদের সকলেরই কাজ করা উচিত, তখন সে বিষয়ে আর দ্বিধা বোধ করা আমি কোন প্রকারে যুক্তিযুক্ত মনে করি নি। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের যে একটা প্রথা ও সংস্কারগত দুর্ব্বলতা আছে, অর্থাৎ কাজ মাত্রকেই আমরা যে সকল সময়ে আনন্দ ও গৌরবের জিনিষ ব'লে মনে ক'রতে পারি না— সেই সত্য অভিযোগের বিরুদ্ধেও এই অবসরে একবার যুদ্ধ ঘোষণা ক'রতে আমার মনটা যথেষ্ট উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিল। যে ব্যারিষ্টারি করা বন্ধ রেখে সে দিন অনেকের সমুখে কাঁথিতে নিজের হাতে লাঙ্গল ক'রতে পেরেছিল, তার পক্ষে এ আকাঙ্ক্ষা খুব অস্বভাবিক নয়। তবে সত্য কথা ব'লতে হ'লে আমাকে একথা স্বীকার ক'রতে হবে যে, আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের কাছে আমি এজন্য চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবো।

সে আজ প্রায় আঠার বৎসর পূর্ব্বের কথা, বিলেতে ব্যারিষ্টারি প'ড়তে প'ড়তে মাস কয়েকের জন্য একবার যুক্ত-রাজ্যে বেড়াতে গিয়েছিলাম। নিউইয়র্ক সহরে তখন 'আউট্‌লুক্' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বেরুত। আমি যে সময়ের কথা ব'লছি, সে সময় মিঃ হ্যামিল্টন্ ডব্লিউ, মেবী তার সম্পাদক ছিলেন; কিন্তু শুনেছি তাঁর অব্যবহিত পূর্ব্বে যুক্ত-রাজ্যের তৎকালীন সভাপতি মিঃ থিয়োডোর্ রুজভেল্ট্ সে কাজ ক'রতেন। মিঃ মেবীর সঙ্গে নিউইয়র্কের 'অথার্স ক্লাব' বা লেখক সমিতিতে আমার পরিচয় হ'য়েছিল। তখন সেখানকার 'কার্ণেগী হলে' লেখক সমিতির অধিবেশন হ'তো। তিনি একদিন তাঁর পঞ্চম য়্যাভিনিউর বাড়ীতে আমাকে চা খেতে নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন।

আমি সবে মাত্র তাঁর ব'সবার ঘরে ঢুকে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে সুরু

ক'রেছি, এমন সময় তাঁর একজন চাকর আমাদের জন্য চা ইত্যাদি নিয়ে সেখানে উপস্থিত হ'য়েছিল। মিঃ মেবী তৎক্ষণাৎ আমাকে অতি সহজ ও সরলভাবে জিজ্ঞেস ক'রেছিলেন—'মিঃ শাসমল, আপনার সঙ্গে আমার পোর্টারের পরিচয় ক'রিয়ে দিব কি?' যুক্ত-রাজ্যের অনেক জায়গায় চাকরকে পোর্টার বলে। আমি সহসা এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারে একটু অপ্রতিভ হ'লেও মুহূর্ত্তের মধ্যে আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে ভদ্রোচিত 'নিশ্চয়ই' ব'লে, মিঃ মেবীর চাকরের সঙ্গে আলাপ ক'রতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছিলাম। বলা বাহুল্য যে, সে লোকটী তার প্রভুর সমুখেই তাঁর পাশের একখানা চেয়ারে ব'সে প'ড়েছিল। নূতন লোকের সঙ্গে এ সকল দেশে এমন সময় জলবায়ু ইত্যাদির কথাই সচরাচর হ'য়ে থাকে; তার সঙ্গে আমার সেই বিষয়ে গোটা কতক কথা হবার পর সে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, তখন মিঃ মেবী হাস্‌তে হাস্‌তে আমাকে যে ক'টা কথা ব'লেছিলেন—সেই ক'টা কথা ব'লবো ব'লেই এখানে এ বিষয়ের অবতারণা ক'রেছি।

মিঃ মেবী ব'লেছিলেন—মিঃ শাসমল, আমার ব্যবহারে বোধহয় আপনি একটু আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়েছেন। তা' হবারই কথা; কারণ আমি শুনেছি—আপনি যে দেশ থেকে আস্‌ছেন, সে দেশে মানুষের কাজের ভালমন্দ অনুসারেই মানুষকে ভাল কিম্বা মন্দ বলা হয়। এমন কি, আপনাদের দেশে না কি যে এক পুরুষ মেথরের কাজ করে, তার বংশের আর কেউ কখনো ব্রাহ্মণ হ'তে পারে না। আমাদের এ দেশে কিন্তু আমরা সকলে সকল কাজকেই আনন্দদায়ক এবং গৌরবের জিনিষ ব'লে মনে ক'রে থাকি। এদেশে আজ যে মুচির কাজ ক'রছে, সে ভাল লোক হ'লে কাল সে এ দেশের প্রেসিডেন্ট্ হ'তে পারে। আপনি বোধ-হয় এব্রাহিম লিন্‌কলনের জীবন চরিত প'ড়েছেন। আমি আপনাকে

জোর ক'রে একথা বলতে পারি, আমার পোর্টারের মত একজন সৎ লোক কোন দেশেই সচরাচর খুঁজে পাওয়া যায় না; সুতরাং আপনার সঙ্গে কেন—পৃথিবীর যে কোনও সম্রাট বা সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে তার পরিচিত হবার অধিকার আছে।

দু'লক্ষ খানা বই প'ড়লে আমার যে জ্ঞান হ'তো না, আজ এই একটী সমান্য ঘটনায় আমার সেই জ্ঞান হ'য়েছিল। আমি মনে মনে স্বীকার ক'রতে বাধ্য হ'য়েছিলাম—আমরা এতদিন ধ'রে কেবল কাগজেই ম'রে এসেছি এবং কলমেই কেঁদেছি কিন্তু প্রকৃত 'ডেমক্রেসীর' প্রতি আমাদের কারু যে হৃদয়ের খুব অনুরাগ আছে, এমন মনে হয় না। আমরা এখনো বড় বড় জায়গায় লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিয়ে এসে যখন নিজের বাড়ীতে নিজের চাকরের মাথায় টেড়ি, বুকে ঘড়ি ও হাতে ছড়ি দেখ্‌তে পাই, তখনই আমরা গভীর ঘৃণার সঙ্গে তার চওড়া কাছাটা এবং ছেঁড়া জুতো জোড়াটার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। আমাদের অনেকের বিশ্বাস আছে বই প'ড়ে 'ডেমোক্র্যাট্' হওয়া যায়, আমাদের সে বিশ্বাসকে আজ এই জাতি গঠনের দিনে জন্ম জন্মান্তরের জন্য বিদায় দিতে হবে। আমরা যখন আমাদিগকেই কোন কালে ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পার্‌লাম না, তখন আমরা আমাদেরই লেখা প'ড়ে কি ক'রে যে ম'নুষ হ'বো—তা' আমার সাধ্য-সাধনা ও জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত। আমরা যদি আমাদের ভিতর ও বাহিরের প্রকৃতির মধ্যে আমাদিগকে একেবার দীন হীন কাঙ্গালের মত হারিয়ে ফেল্‌তে পারি, তবেই সে বিসর্জ্জনের ভিতর দিয়ে এম্নি ক'রে এক বিরাট প্রতিষ্ঠার সূচনা হবে যে, তার কাছে যুগ যুগান্তরের অন্ধবিশ্বাস ও দুর্ব্বলতা চিরদিনের জন্য কোথায় পালিয়ে যাবে।

আমি কোন দিনই ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পারি নি, আমরা মেথর মেথরাণীদের এত ঘৃণা করি কেন। তাদের চোখ নাকের উপর দিয়ে

ময়লার রস গ’ড়িয়ে পড়ে সত্য, কিন্তু সে জন্য তো তাদের প্রতি আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হওয়াই উচিত ; কারণ আমরা তো কই তাদের মত তেম্নি ক’রে উদাসীন হ’য়ে কখন কোন ভাল কাজেও আমাদিগকে বিলিয়ে দিতে পারি না ? আপন আপন কাজের মধ্যে যে শ্রেণীর লোক আপনাদিগকে এম্নি করে ভাল মন্দ অবিচারে হারিয়ে ফেল্‌তে পারে, তারা নিশ্চয়ই ঘৃণা বা অবহেলার সামগ্রী নয়—তারা অন্ততপক্ষে সামাজিক ব্যক্তি মাত্রেরই আদর্শ-স্থানীয়। গত বৎসর একদিন আমি কাঁপির মেথরাণীগণকে একটা সভায় ‘মা-বোন’ ব’লে সম্বোধন ক’রতে পেরেছিলাম ব’লে, আমি যে হৃদয়ে কত গভীর আনন্দ উপভোগ ক’রেছিলাম— তা’ ব’লে বুঝাতে পারবো না।

কিন্তু ব’লছিলাম কি যে—আমার মত বে-পরিশ্রমী অনেকেই যখন কাজ ক’রতে সম্মত হ’য়েছিলেন, তখন কয়েকজন মুদ্রারাক্ষসের ভাই জেল-রাক্ষস বা কর্ম্মচোরাকে এখানে ওখানে নানা রকমের কানাকানি ক’রতে কেউ কেউ লক্ষ্য ক’রেছিলাম। আমরা ‘রেমিশন্’ নিয়ে তাড়াতাড়ি খালাস হবার জন্যই কাজ ক’রতে সম্মত হ’য়েছি, এই অভিযোগটাই আমাদের উপর তাঁদের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ ছিল। একদিন আমাদের ‘সুপার’ আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে সেই কথারই উত্থাপন ক’রলে, আমি সত্য সত্যই মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হ’য়েছিলাম এবং তাঁকে স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে দিয়েছিলাম—তিনি যদি ইচ্ছা করেন যে আমার মাসিক ছাড় সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত ক’রে তারপর আমি কাজে যোগদান করি, তা’হ’লে আমার দ্বারা কোন কাজই এখানে হ’তে পারবে না। আমার কথা শুনে মুখ শুকিয়ে তিনি যখন তাঁর কর্ত্তব্য ক’রবেন ব’লে ধীরে ধীরে স’রে প’ড়েছিলেন, আমি তখন আমার কর্ম্মযোগের এক ক্ষুদ্র অধ্যায়ে যোগদান ক’রবার জন্য হাসিমুখে বদ্ধপরিকর হ’য়েছিলাম।

১১ই মে বৃহস্পতিবার বেলা আন্দাজ ৮টার সময় আমাদের মহল্লায় যখন কাজ এসেছিল, তখন কার বুঝ্তে বাকী ছিল না যে আমাদিগকে এখানে দপ্তরীর কাজ ক'রতে হবে। কারণ কাজের সঙ্গে সঙ্গে একজন মাষ্টার ম'শায় এসে কাগজ, কাই ও কাঠি দিয়ে কি ক'রে খাম তোয়েরি ক'রতে হয়, তাই আমাদিগকে শিখিয়ে দিতে আরম্ভ ক'রেছিলেন। কেবল এই নয়, একবারের জায়গায় দু'বার ক'রে কাউকে তাঁর ভেল্কিবাজি দেখাতে হ'লে তিনি এমন নাক ফুলিয়ে মাথা তুলিয়ে তার দিকে চাইতেন যে, মনে হ'তো তিনি যে একজন দপ্তরী—সে কথা তিনি একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন। কিম্বা হয়তো এমনও হতে পারে যে, তিনি আমাদিগকে কয়েদী মনে ক'রে আমাদের উপর তাঁর এই অধিকার ছিল ব'লে মনে মনে ধ'রে নিয়েছিলেন। যা' হো'ক, কাজ পেয়ে আমার আর আনন্দের সীমা পরিসীমা ছিল না; কারণ 'মোহম্মদী' সংবাদপত্রের সম্পাদক বন্ধুবর মৌলানা আক্রাম খাঁ ম'শায় আমাকে স্পষ্টাক্ষরে জাস্তে দিয়েছিলেন যে, আমি আমার গুরু ম'শায়ের বিদ্যায় গুরু ম'শায়ের মত পারদর্শিতা দেখাতে পার্লে, তিনি তাঁর ছাপাখানায় মাসিক তের টাকা বেতনে আমাকে নিশ্চয়ই একজন দপ্তরী রাখ্বেন। ফলে, ব'লতে বুক ফুলে উঠ্ছে, দু'এক দিনের মধ্যেই আমি ঘণ্টায় গড়ে এক শ' খানা খাম তোয়ের ক'রতে শিখেছিলাম! তবে আমি প্রতিদিন কতগুলি খাম তোয়েরি ক'রে জেলের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতাদের কাছে পাঠিয়ে দিতাম, সে কথা আমি এখানে কিছুতেই ব'লবো না; কারণ তা'হ'লে হয়তো আমাকে 'মোহম্মদী' আফিসের দপ্তরীর কাজটা হারাতে হবে।

আমাদিগকে ঘানিগাছে না লাগিয়ে দপ্তরীর কাজে দিয়েছিল কেন, সে কথাও ব'লছি। আমরা প্রথমে শুনেছিলাম—আমাদের কাছে সেলাই অর্থাৎ খলিফার কাজ কিম্বা বেতের জিনিষ তোয়ের করা অর্থাৎ ডোমের

কাজ আসবে। আমরা সকলেই অবশ্য সে জন্য প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু পূর্ব্বেই ব'লেছি—আমাদের কাছে শেষ পর্য্যন্ত কেবল এক দপ্তরীর কাজই এসেছিল। এর কারণ এই যে, আমাদের মত কয়দীদের জন্য আজকাল এক নূতন আইন পাস হ'য়েছে এবং সেটাতে এই লেখা আছে যে আমা-দিগকে যে কাজ দেওয়া হবে, সে কাজ যেন আমাদের উপযুক্ত হয়। সুতরাং আমাদের জেলের বর্ত্তমান নিয়ন্তা অনেক ধ্যান ধারণার পর এই সাব্যস্ত ক'রেছিলেন যে, দপ্তরীর কাজটাই হ'চ্ছে আমাদের ঠিক উপযুক্ত কাজ; কেন না এ কথাতো কেউ অস্বীকার ক'রতে পারবেন না যে, 'ইংলিশ্ বারের' মেম্বাররা এবং ইণ্ডিয়ান সিভিল ও মেডিকেল সার্ব্বিসের সভ্যগণ আবহমানকাল দপ্তরীর কাজই ক'রে এসেছেন!

আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও এ কথা ব'লছি না যে, আমি দপ্তরীর কাজটাকে একটা ঘৃণার কাজ ব'লে মনে করি; কারণ তা' হ'লে আমি সে কাজ কেন, কোন কাজেই হস্তক্ষেপ না ক'রলে কোন বিধাতাই আমার কিছু ক'রতে পারতেন না। আমি ব'লছি—আমাদের শাসন কর্ত্তাদের এই ভড়ং এবং এই মুখে এক ও মনে আর এক ভাবের কথা। তাঁরা তো বেশ ভাল' রকমেই জান্তেন যে, আমাদের মধ্যে এমন অনেক লোক ছিলেন, যাঁদের উপযুক্ত কাজ এ দেশের হয় তো কোন জেলেই খুঁজে পাওয়া যাবে না; তবুও এই উপযুক্ত অথবা অনুপযুক্ত কাজের কথা উত্থাপন করা হ'য়েছিল কেন, তা' তাঁরাই ব'লতে পারবেন। যদি বাগে পেয়ে কিঞ্চিৎ খাটিয়ে নেবার ইচ্ছা কিম্বা একটু নাজেহাল ক'রবার অভিপ্রায় কারু মনের ভিতর কোথায়ো লুকানো ছিল, তবে দপ্তরীরকাজ কেন—মেথরের কাজকেও আমাদের দণ্ডের অন্তর্গত কাজ ব'ল্লেই যে আমরা সকলে সে কাজ সানন্দে সম্পাদন ক'রে দিতাম।

আমাদের মান সম্ভ্রমের দিকে কারু এতটুকু দৃষ্টি ছিল, সে কথাও যে

আমরা কখন কাউকে প্রাণ খুলে ব'লতে পারবো'না; কারণ আমি এই সময় ওজনে ক'মে গিয়েছি এবং আমার পুরাতন অর্শ আছে ব'লে, আমি আমারই পয়সায় বাড়ী থেকে কিছু ফল আনাবার চেষ্টা ক'রে যে ব্যবহার পেয়েছিলাম, তার ভিতর এতটুকুও রসকষ ছিল ব'লে তো এক দণ্ডের জন্য মনে ক'রতে পারি নি। আমি যখন লিখেছিলাম যে, উল্লিখিত কারণের জন্য এই গ্রীষ্মকালে আমি প্রত্যেক সাত দিন অন্তর কিছু কিছু ফল চাই এবং সেজন্য যদি আমার পত্রখানি উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারীদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া আবশ্যক হয় তবে পাঠিয়ে দেওয়া হোক্, তখন একদিন পরে আমার পত্রখানি আমারই কাছে ফিরে এসেছিল এবং তার দু' দিন পরে আমাকে বাচনিকে এই বলা হ'য়েছিল যে, আমি ফল তো পেতেই পারি না—এমন কি, আমার পত্রখানিও উপরওয়ালার কাছে পাঠিয়ে দিতে কেউ সম্মত নন্। ঠিক সেই দিন কিন্তু বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কোনও একজন সভ্য জেল পরিদর্শন ক'রতে এলে তাঁর কাছে যখন কথা উঠেছিল, তখন আমি শুনে বিস্মিত হ'য়েছিলাম—আমার ফলের বিষয় তখনো বিচারাধীন আছে। তারপর, তিন দিন পরে একদিন এক জায়গায় ডাকিয়ে নিয়ে নানা রকমের কথা কাটাকাটির পর আবার যখন ডাক্তারের নজরবন্দীতে থাকবার জন্য আমার উপর হুকুম পাস হ'লো দেখেছিলাম, তখন আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হ'য়েছিল এবং আমি নিম্নলিখিত পত্রখানি আমার এখানকার মালিক ও প্রভু ম'শায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হ'য়েছিলাম—

'Sir—The time and energy, which have been fruitlessly wasted over the simple fruits, induce me to hold that I was wrong in making the request I made to you. If I have succeeded for the whole of my life to keep my-

self away from drink and smoke, which are causing so much loss of family happiness to many a people in this world, I shall certainly survive the little loss of weight and the old piles during the next three months I am here. In any case, as I consider it shameful to have to talk to you so many times over such a trifling matter, my request for the f ts shall henceforth be considered as withdrawn. I shall accordingly request you to strike out the order which you passed upon my ticket yesterday.'—অর্থাৎ ডাক্তারের নজরবন্দীতে থাকবার জন্য গতকল্য আমার টিকিটের উপর যে হুকুম পাস করা হ'য়েছে, সেই হুকুম বাতিল ক'রে দিতে আমি আপনাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ক'রছি; কারণ এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে যে সময় এবং পরিশ্রম নষ্ট করা হ'য়েছে, তা'তে আমি মনে করি যে এ সম্বন্ধে আপনাকে আমার কোন কিছু অনুরোধ করা উচিত হয় নি। আমি যখন আমার সারা জীবন ধ'রে মদ ও তামাক পরিত্যাগ ক'রে চ'লতে পেরেছি—যে মদ ও তামাকের জন্য এ জগতের কত লোককে কত প্রকারের পারিবারিক অশান্তিতে কালাতিপাত ক'রতে হ'চ্ছে—আমি তখন আমার পুরাতন অর্শ ও বর্ত্তমানের কিঞ্চিৎ শারীরিক কৃশতা নিয়ে নিশ্চয়ই এখানকার বাকী তিন মাস সুখে স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত ক'রতে পারবো। বিশেষতঃ, এই সামান্য বিষয়ের জন্য আপনার সঙ্গে বারম্বার বাদানুবাদ ক'রতে আমি অত্যন্ত লজ্জা বোধ করি ব'লে, ফল সম্বন্ধে আপনাকে আমি যে অনুরোধ ক'রেছিলাম, তা' এখন থেকে প্রত্যাহৃত হ'লো।

আমাদের মান সম্ভ্রমের প্রতি ক্রমে সকলের দৃষ্টি এমনভাবে আকৃষ্ট হ'চ্ছে

থাকে যে, এই ঘটনার অল্পদিন পরেই আমাদের ঘরে ঘরে ঢুকে আমাদের বাক্স তোরঙ্গ খুলে আমাদের জিনিষপত্রের রীতিমত খানা তল্লাসি করা হ'য়েছিল! আমি জীবনে কখনো কোন রকমের তামাক কিম্বা মদ খাই নি—সে কথা উল্লিখিত পত্রে জানান সত্ত্বেও, একদিন সকাল বেলা দু'জন সাহেব এসে আমাকে জিজ্ঞেস ক'রেছিলেন—আমার কাছে কোন সিগার, সিগারেট কিম্বা অন্য কোনও আপত্তিজনক জিনিষ আছে কি না। আমি সংক্ষেপে তাঁদের কাছে আমার সেই পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি ক'রলে, তাঁরা আমাকে অবিশ্বাস ক'রে আমার ঘরে ঢুকে আমার বাক্স খুলে দেখেছিলেন কিন্তু তার ভিতর আপত্তিজনক কোন কিছু দেখ্‌তে না পেয়ে, একটু যেন দুঃখিত হ'য়ে সেখান থেকে চ'লে গিয়েছিলেন। ঘরের মেজেতে মাথা ঠুকে আমি তৎক্ষণাৎ ভগবানকে আমার এই কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলাম যে হে হরি! আমার এই কয়েদীর মানকে চূর্ণ ক'রে আমাকে তুমি আজ যে শিক্ষা দিলে, সে শিক্ষা যে আমি ইহজীবনে কখনো ভুলতে পারবো না, ঠাকুর! হে দেবতা! এম্নি ক'রে তুমি মাঝে মাঝে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও যে, আমার মত পরাধীন ও বন্দী যারা, তারা যেন আর কখনো কা'রু কাছে মানের কান্না না কাঁদে। মান সম্ভ্রমের কথা উঠলে, হে ভগবন! তা'দিগকে তুমি এই শক্তিটুকু প্রদান ক'রো যে, তারা যেন সে সময়ে তাদের বিছানার উপর গ'ড়িয়ে প'ড়ে বালিশটাকে বুকের নীচে দিয়ে চাদর খানাকে মুঠোর ভিতর জড়াতে জড়াতে, তোমার পায়ে তাদের সকল মান ও সকল সম্ভ্রমকে চিরদিনের জন্য অর্পণ ক'রতে পারে।

এ মাসটাকে আমার আশ্রম পর্ব্বের চিরস্মরণীয় মাস ব'লবার আর একটা বিশেষ কারণ আছে। আমরা মেদিনীপুরের অধিবাসী সকলে আমাদের প্রাণের ভাই শ্রীমান্ গুণধর হাজরাকে এই মাসেই চিরদিনের

জন্য মাতৃযজ্ঞে আহুতি দিয়েছিলাম—অন্ততঃপক্ষে, সে ভীষণ সংবাদটী এই মাসেই আমাদের কাছে এখানে পৌঁছে ছিল। ভাই গুণধর মহিষাদল জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। আমি যখন গতবৎসর প্রচার কার্য্যে মহিষাদল গিয়েছিলাম, তখন তিনি আমার জন্য কিরূপ অকাতরে কষ্ট স্বীকার ও পরিশ্রম ক'রেছিলেন—সে কথা এখনো আমার মনে পড়ে। এখনো আমার স্মরণ হয়—তাঁর সৌম্যশান্তমূর্ত্তি এবং দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ ক'রতে তাঁর সেই ঐকান্তিক কামনা ও আগ্রহ। তিনি গ্রেপ্তার হ'য়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'য়েছিলেন—সে কথা যথা সময়ে শুনেছিলাম বটে, কিন্তু একথা কে জান্তো যে তিনি জেলের ভিতর এম্নি ক'রেই হঠাৎ একদিন পথিমধ্যে ঘুমিয়ে প'ড়বেন এবং সেখানে রৈব কেবল আমরা—তাঁর ঘুমন্ত মূর্ত্তির পাশে ব'সে চোখের জলে ভেসে যেতে!

ভাই গুণধর! তোমাকে আর কি ব'লবো বল? তুমি এখন যে দেশে গিয়েছ, সে দেশে দেশ-সেবার জন্য কারাদণ্ডের বিধান নেই কিম্বা বন্ধু-বান্ধব বিহীন অবস্থায় সেখানে কোন ভক্ত সন্তানকেও কারাগারের ভিতর কায়া পরিবর্ত্তন ক'রতে হয় না। সেখানে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যেমন কোনও বিরোধ কিম্বা জাতিতে জাতিতে যেমন কোনও সংঘর্ষ নেই, তেম্নি সেখানে ধর্ম্মের ভিতর অধর্ম্মের কথা এবং শান্তির ভিতর অশান্তির বার্ত্তা কেউ কোন দিন শুন্তে পায় নি। সেখানে হীন স্বার্থের টানে পবিত্র আদর্শ যেমন কোন দিন কোথায়ো ভেসে যায় না, তেম্নি সেখানে ঈশ্বর প্রদত্ত স্বাধীনতার অর্থকে বিভিন্ন জাতির জন্য বিভিন্ন প্রকারে কেউ কখন ব্যাখ্যা ক'রতে সাহস করে নি। বুদ্ধ ও যিশুখৃষ্ট কিম্বা মহম্মদ ও চৈতন্যের জীবনকে ব্যর্থ ক'রতে পারে, সেখানে এমন কোনও জ্ঞান বিজ্ঞানের গৌরব অথবা যুদ্ধ বিগ্রহের আস্ফালনও তোমার দৃষ্টিপথকে কোন দিন

অবরোধ ক'রে দাঁড়াবে না। সেখানে তুমি বুঝ্‌বে যেমন, ক'রতে পারবে তেমন এবং সহায় হবে তোমার ভগবান। তুমি ম'রে বেঁচে গিয়েছ, ভাই, কিন্তু তুমি সেই সঙ্গে এমন ক'রে তোমার ছোট বড় ভাই সকলকে হারিয়ে দিয়ে গে'ছ যে, তা'দিগকে আজ তোমার মহান্ বিসর্জ্জনের স্বর্গীয় স্মৃতির কাছে গন্ধহীন পলাশের মত দেখাচ্ছে। আশাকরি, ভাই, তুমি তোমার নূতন আশ্রমে ব'সে আমাদিগকে ঠিক পূর্ব্বের মতই দেখ্‌তে পাচ্ছ এবং সেইজন্যই ভরসা রাখি—তুমি অন্ততঃ তোমার মেদিনীপুরের ভাইবোনদের দিকে একটু হ'লেও নজর রাখ্‌বে।

৩০শে মে অবগত হ'য়েছিলাম—কল্যাণীয় শ্রীমান্ নিকুঞ্জ বিহারীর দু'মাস এবং কল্যাণীয় শ্রীমান্ পরেশনাথের এক শ' টাকা জরিমানা কিম্বা একমাস বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ডের হুকুম হ'য়েছে। বুঝেছিলাম—বাজে তালে তালে যত কালের ভেরী, আসে নেচে নেচে তত সন্ন্যাসীর দল। মনে মনে সাব্যস্ত ক'রেছিলাম যে, জগদীশচন্দ্রের পর নিকুঞ্জ বিহারী ও পরেশনাথের ত্যাগে কলাগেছিয়া গ্রাম আজ সত্যই পবিত্র এবং ধন্য হ'লো।

(৬)

জুন মাসের প্রথম তারিখ থেকে আমাদের মধ্যে যাঁরা নিরামিষ খান্, তাঁদের জন্য—ঠিক সরু চাল নয়—এক রকম সাদা চালের বন্দোবস্ত করা হ'য়েছিল; কারণ আমিষ ও মাংসাশিগণের জন্য মাছ ও মাংসে যে ব্যয় হ'তো, সে ব্যয় এতদিন পরে নিরামিষ আহারীর চালের উপর গিয়ে ছিটকে প'ড়েছিল। দেখে শুনে সুখী হ'য়েছিলাম যে, মাসিক সাড়ে পনর টাকাতে জেলের মধ্যেও সাদা চাল দেখ্‌তে পাওয়া যায়। গত কয়েক সপ্তাহের গরমের দরুণ আমি প্রায় কুড়ি দিন পূর্ব্বে মাছ মাংস ছেড়ে

দিয়েছিলাম, সুতরাং প্রায় ছ'মাস পরে সাদা চালের চেহারা দেখে আজ যে একটু আনন্দিত হ'য়েছিলাম—তাও আজ এখানে লিখ্‌তে হ'চ্ছে !

এই তারিখেই আমার 'ইংলিশম্যান' সংবাদপত্রখানি বাড়ী থেকে আসা বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল এবং আমার উপর এই হুকুম হ'য়েছে শুনেছিলাম যে, 'ইংলিশম্যান' প'ড়তে হ'লে আমাকে এখানে জেলার সাহেবের কাছে টাকা জমা দিতে হবে এবং তিনিই প্রতিদিন দয়া করে বাহির থেকে সেটা আনিয়ে দিবেন। হঠাৎ এমন হুকুম হওয়ার কারণ কি অনুসন্ধান ক'রলে কেউ কেউ আমাকে এই ব'লেছিলেন যে, আমার কাগজ খানির সঙ্গে আমার বাড়ী থেকে পাছে কখন কি জিনিষ চ'লে আসে, সেইজন্য এমন বন্দোবস্ত করা হ'য়েছিল। আমি ঠিক ক'রে ব'লতে পারি না, এই কথা আমাদের এখানকার হাকিম হুকুমের মনের মধ্যে ছিল কি না ; কিন্তু আমার সংবাদ সত্য হ'লে আমাকে একথা স্বীকার ক'রতেই হবে যে, আমাদের মহাপ্রভুগণের বুদ্ধির প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারে—এমন লোক এ পৃথিবীতে না-ই ব'ল্লে চলে। কারণ প্রথমে তো কেবল একখানা কাগজ লোহার বেড়ার ভিতর দিয়ে একজন সিপাইর হাতে আস্তো, তারপর সেই কাগজখানাকে নিয়ে সে জেলার সাহেবের ঘরে তাঁর টেবিলের উপর সবার সমুখে ফেলে দিলে সেখানাকে সাহেব প্রহরীরা যতক্ষণ ইচ্ছা প'ড়তো, তারপর আমি নিজে আস্তে না গেলে সেখানা সেখানে কোন দিন বা দু'এক ঘন্টা কোন দিন বা পাঁচ সাত ঘণ্টা প'ড়ে থাক্‌তো এবং তারপর একজন কয়েদী সেখানাকে হাতে ক'রে নাড়া-নাড়ি ক'রতে ক'রতে সেখানা আমার কাছে দিয়ে যেতো। সুতরাং কাগজ খানার ভিতর দিয়ে চিঠিপত্র থেকে আরম্ভ ক'রে পিস্তল ও রাইফেল্‌ পর্য্যন্ত চ'লে আসবার যে যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, সে সম্বন্ধে কারু কোন সন্দেহই হ'তে পারে না ! আমি সেইজন্য এই তারিখ থেকে আমাদের এই

মেয়ে মানুষের মত সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তিগুলিকে রেহাই দিয়ে বাইরে থেকে সংবাদপত্র আনান একেবারে যেমন পরিত্যাগ ক'রেছিলাম তেম্নি আমার পয়সায় তাঁদের মারফতে তাঁ'দিগকে কষ্ট দিয়ে কোন কিছু করাতেও আমার আর মন উঠেছিল না।

২রা জুন শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার ও শ্রীমান্ চিররঞ্জন দাশকে ছ'দিন এবং ময়মনসিংহের জমিদার মৌলবী ওয়াজেদ আলি খাঁ পনিকে প্রায় ন' মাস পূর্ব্বে ছেড়ে দেওয়া হ'য়েছিল। পনি সাহেবের 'টাইফয়েড' জ্বর হওয়ায় আমাদের 'সুপারের' চেষ্টাতেই গভর্ণমেণ্ট তাঁকে এতদিন পূর্ব্বে বাড়ী যেতে হুকুম দিয়েছিলেন ব'টে, কিন্তু হেমন্ত বাবু ও চিররঞ্জন বাবুকে আমাদের বড় সাহেবই তাঁর নিজের দায়িত্বে ছ'দিন পূর্ব্বে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আইন অনুসারে আমাদের বড় সাহেবের সকল কয়েদীকেই কিছুদিন পূর্ব্বে ছেড়ে দিবার অধিকার আছে ব'লে এতদিন শুনে আস্‌ছিলাম, আজ সত্য সত্যই সে ঘটনা চোখের সমুখে ঘ'টলো দেখে সে সম্বন্ধে সকল সন্দেহ দূর হ'য়েছিল। ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মজুমদার ম'শায় তাঁর দিন ফুরাবার ৮ দিন আগে বাড়ী যেতে হুকুম পেয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি আমাদের রান্নাঘরে প্রায় চার মাস যথেষ্ট পরিশ্রম ক'রে ক' দিন ছাড় পাবার অধিকার অর্জ্জন ক'রেছিলেন। পনি সাহেবকে সে অবস্থায় এম্নি ক'রে ছেড়ে না দিলে কি হ'তো বলা যায় না; কারণ তাঁর ব্যারাম যেমন গুরুতর ব'লে সকলে অনুমান ক'রেছিলাম, তেম্নি এখানকার চিকিৎসার কথা শুনে আমাদের সকলেরই গভীর আতঙ্ক উপস্থিত হ'য়েছিল। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'রেছিলাম, তিনি আমাদের এই সদাশয় ও সরল অন্তঃকরণ মুসলমান ভ্রাতাকে শীঘ্র নিরাময় ক'রবেন এবং পরে শুনে সুখী হ'য়েছি যে, তিনি আমাদের সে প্রার্থনা পূর্ণ ক'রেছেন। ভগবানকে এ নিবেদনও জানাতে ভুলি নি যে, এতদিন

পরে শ্রীমান্ চিররঞ্জন তাঁর স্নেহপরায়ণা কোমলহৃদয়া মাতাঠাকুরাণীর চরণপ্রান্তে পৌঁছে, তাঁকে যেন কিঞ্চিৎ পরিমাণেও শান্তিদান ক'রতে সফলতা লাভ করেন।

শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার ও শ্রীমান্ চিররঞ্জনের গৃহ প্রত্যাগমনে, আমি ২রা জুন তারিখেই আবার দাশ ম'শায়ের সঙ্গে সানন্দে মিলিত হ'য়েছিলাম অর্থাৎ তিনি যে হাজত ইয়ার্ডের একটী দোতালাতে এখন অবস্থান ক'রছিলেন, তিন নম্বর ইয়ার্ড ছেড়ে দিয়ে আমিও সেই দোতালাতে এসে বাকী দু'মাসের জন্য জায়গা নিয়েছিলাম। বলা বাহুল্য যে, তিন নম্বর ইয়ার্ডের ন' নম্বর সেলের চেয়ে বাতাস ইত্যাদিতে হাজত ইয়ার্ডের এই য়্যাশোসিয়েশন্ ওয়ার্ডটি সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট ছিল এবং সেলে গিয়ে লেখাপড়ার কাজ যেমন শেষ ক'রে ফেলেছিলাম, তেম্নি এ জেলের কোথাও এখন আর পূর্ব্বের মত বসন্তের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হ'য়েছিল না।

৮ই জুনের ওজনে আমি ১৯৮ পাউণ্ডে নেমে গেলে, আমি জেলে এসে দিনে দিনে হাল্কা হ'য়ে যাচ্ছি ব'লে কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ ক'রেছিলেন; কিন্তু একথা কারু মুখে একবারের জন্যও শুনেছিলাম না যে, সেজন্য আমি রোগা হ'য়ে পাকাটী কাঠির মত সরু কিম্বা দেবদারু গাছের মত লম্বা হ'য়ে গেছি। আমার কোন কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু সাহস ক'রে কেবল এই মতটি প্রকাশ ক'রেছিলেন যে, আমি ইঞ্চি কয়েক মোটায় ক'মে গেলেও এখানকার ঘন ঘন দেখা সাক্ষাতে সেটাকে সাদা চোখে বিনা চসমায় তেমন ভাল ক'রে কেউ ধ'রতে পারছিলেন না। তবে আমাদের জেলের ছোট ডাক্তার ও বড় সাহেব দু'জনেই চসমা প'রতেন, সেজন্য কিম্বা অন্য কোন কারণে জানি না, তাঁদের চোখ চারটি সর্ব্বদাই যেন একটু কেমন কেমন হ'য়ে র'য়েছে বোধ

হ'ত—অন্ততঃ তাঁদের একজনের চোখ দু'টি যে প্রায় সকল সময় খুব সাদা থাকতো না, সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই। ফলে, আমার ৮ই জুনের ওজনের বার্ত্তা ডাক্তার বাবুর কলমের ঠেলায় দু' একদিনের মধ্যেই আমার টিকিটের উপর দিয়ে ডাক্তার সাহেবের কাছে গিয়ে পৌঁছে ছিল এবং ১২ই তারিখের সকাল বেলা আমি শুনে ধন্য হ'য়েছিলাম —হাঁসপাতাল থেকে এই বুভুক্ষু দারিদ্র-নিপীড়িত স্রোতের তৃণকে 'সাম্‌থিং' কিম্বা 'কিছু' দিবার হুকুম হ'য়েছে। পরদিন বেলা আন্দাজ দশটার সময় হাঁসপাতাল থেকে একজন কয়েদী এসে যখন আমাকে আধ সের দুধ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ ক'রেছিল, তখন আমি আনন্দে এত অস্থির হ'য়ে উঠেছিলাম যে, বাল্‌তির সেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তরল চলচলে পদার্থকে দুগ্ধ মিশ্রিত শুভ্র পানীয় জল ব'লতে আমার স্বভাবধর্ম্ম হঠাৎ ক্ষেপে গিয়েছিল এবং সেই কারণে—প্রাণভরা নয়—মৌখিক গালভরা ধন্যবাদের সঙ্গে আমি তৎক্ষণাৎ তা' ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। ১৪ই তারিখে কিন্তু যখন বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হ'য়েছিলাম, আমাকে হাঁসপাতাল থেকে 'এক্সট্রাজ্‌' অথবা বহুবচনের 'অতিরিক্ত কিছু' দিবার জন্য গৌরী সেন হুকুম দিয়েছেন, তখন আগের দিনের এক বচনের খড়ি ঘোলা জলের মত কোন এক জিনিষের আমদানীর কথা স্মরণ ক'রে মনে মনে জেলখানার তারিফ না ক'রে থাকতে পেরেছিলাম না। যা' হোক, আমি নিজেই কোন দিন ভাল ক'রে ধ'রতে পারি নি—আমি এত সাধের এই জেল-ঘন দুধ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করায়, আমার মোটা ক'মে যাওয়া রোগটা ক্রমে বেশী হ'চ্ছিল কিম্বা ক'মে যাচ্ছিল। আমার আশা আছে, আমি জেলের বাহিরে গেলে আমার শত্রু মিত্র সকলে মিলে আমাকে এই কঠিন নিরাকরণের দায় থেকে চিরদিনের মত নিষ্কৃতি দিবেন।

১৫ই জুন সকাল বেলা পাগ্‌লা ঘুণ্টির' পাগ্‌লামিতে মিনিট কয়েকের জন্য জেল খানাটা বেশ একটু আনন্দরসে প্লাবিত হ'য়ে উঠেছিল। তখন আমরা আমাদের আশ্রমের বারান্দায় ব'সে খাম তোয়েরি ক'রছিলাম এবং পরপারে যেতে আমাদের আর ক'দিন বাকী আছে, সেই পুরাতন কথার সে দিন এই সবে হিসেব নিকেশ সুরু হ'চ্ছিল। বেলা তখন আন্দাজ সাড়ে ন'টা কিম্বা আরো কিছু বেশী হবে। এমন সময় হঠাৎ শুনা গেল জেলের প্রকাণ্ড 'য়্যালার্ম্ বেল্‌টা' গজ্ গজ্ ক'রে কত কি ব'কে যাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে তিন চার গণ্ডা 'হুইসিল্' বা বাঁশী ও কয়েকখানা লোহার থালার ঠনঠনানিতে জেলের ঘর দরজা ও গাছ পাতা সকল চ'মকে উঠেছে। তারপর, দেখ্‌তে দেখ্‌তে দশ বার জন দেশী সিপাই হাতে এক একটা বন্দুক নিয়ে জেলের ভিতর ছুটে এসে গেটের পাশে এক জায়গায় সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং জেলের বড় সাহেব প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে একে একে তিনবার ক'টা বন্দুক একসঙ্গে আওয়াজ ক'রে জেলের বাহিরে নিজেদের একটা 'ব্যারাক্' বা থাক্‌বার ঘরের দিকে প্রস্থান ক'রেছিল। বলা অনাবশ্যক যে, তাদের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে জেলের প্রহরী তিন চার গণ্ডা তাদের বাঁশী ও কয়েদী ক জন তাদের থালা বাজান বন্ধ ক'রে দিয়ে হাঁপছেড়ে বেঁচেছিল।

জেলের ভাষা-বিজ্ঞানে এই সমস্ত ব্যাপারটিকে 'পাগ্‌লা ঘুণ্টি' বলে, কারণ এর উৎপত্তি 'য়্যালার্ম্ বেল' থেকেই চিরদিন হ'য়ে আস্‌ছে। এমন ব্যাপার যে কেবল এই জেলেই সে দিন প্রথম ঘ'টেছিল তা' নয়, এমন ঘটনা বৃটিশ জেলের জন্মের তারিখ থেকে সকল বৃটিশ জেলেই চিরদিন ঘ'টে থাকে। একথা ব'ল্লেও ঠিক হবে না যে, এমন ঘটনা আজ এই প্রথম আমার চোখে প'ড়েছিল; কারণ প্রেসিডেন্সি জেলের কথা ছেড়ে দিলেও, এ জেলেই এর পূর্ব্বে আমি এমন ঘটনা আরো দু'তিন বার

দেখেছিলাম। কয়েদী পালিয়েছে জান্তে পার্‌লে, কিম্বা কয়েদীতে কয়েদীতে অথবা কয়েদী ও কর্ম্মচারীতে মারামারি আরম্ভ হ'লে, কিম্বা জেলের ভিতর কোথায়ো আগুন লাগ্‌লে—মোটকথা, এ রাজ্যের সীমা সহরদ্দের ভিতর কোন জায়গায় কোন রকমের অশান্তির সূচনা হ'লেই, এই 'পাগ্‌লা ঘুন্টির' আবির্ভাব হয় এবং দরকারের সময় সেটা নিয়ম মত কাজ ক'রবে কি না দেখ্‌বার জন্য, মাসের মধ্যে দু'বার ক'রে তার 'রিহার্শেল' অথবা নকল অভিনয় হ'য়ে থাকে। এম্নি নিয়ম যে, আসল নকল কোন রকমের 'পাগ্‌লা ঘুন্টির' আওয়াজ কানে পৌঁছলেই, সকল কয়েদীকে মুহূর্ত্তের মধ্যে যে যার সেলে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয় এবং যতক্ষণ না 'পাগ্‌লা ঘুন্টি' আবার জ্ঞানবান হ'য়ে বক্ বক্ করা ছেড়ে দিচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তারা কেউ তাদের সেলের ভিতর থেকে বে'র হ'তে পারে না। আজ এটা একটা নকল অভিনয়ের পালা ছিল কিন্তু কি জানি কেন আমাদের উপর সেলে যাবার জন্য সিপাই মহারাজদের আজ তেমন কোন তাড়াহুড়ো দেখেছিলাম না। সুতরাং আমরা ক'জন পূর্ব্বের মতই আমাদের বারান্দায় ব'সে খাম তোয়েরি ক'রতে ক'রতে, আজকের 'পাগ্‌লা ঘুন্টি' ম'শায়কে আমরা বিদায় দিয়েছিলাম।

১৬ই জুন আমাদের ইয়ার্ডের একজন সন্ন্যাসী একটা সম্পূর্ণ বে-আইনি ও হুকুম-বিরুদ্ধ 'ইণ্টারভিউ' ক'রেছেন ব'লে যখন চারদিকে হৈ চৈ প'ড়ে গিয়েছিল, তখন 'সুপারের' দণ্ডাজ্ঞার প্রতীক্ষায় বন্ধুবরকে সম্পূর্ণ উদাসীন দেখে, আমি মনে মনে কতকটা বিস্মিত হ'য়েছিলাম। বিশেষতঃ, যখন আশ্রমবাসী কেউ কেউ একথা সবার সমুখে বড় গলায় প্রচার ক'রেছিলেন যে, বন্ধুবরের দোস্তকে 'ইণ্টারভিউর' সময় প্রকাশ্যে জেলের হালুয়া খেতে অনুরোধ করা হ'য়েছিল, তখন সত্যই আমার একার কেন—অনেকেরই আশ্চর্য্যের অবধি ছিল না। কিন্তু আসল কথাটা প্রকাশ হ'য়ে প'ড়লে

সকলে যোগাযোগ ক'রে আমরা এমন একবার হেসে নিয়েছিলাম যে, জেলের ভিতর তেমন হাসি সকলের ভাগ্যে সকল সময় জুটে থাকে ব'ল্লে সত্যের অপলাপ করা হবে। সত্য ঘটনাটা আর কিছুই নয়, কেবল জেলের বাহিরের একটা সিরিশ গাছে সেদিন একটা হনুমান এসে একটা কাকের বাসার পাশে মিনিট কতকের মত আশ্রয় নিয়েছিল এবং সে সময় আমার একজন বন্ধু আমাদের আশ্রম থেকে তাঁর ভাগের হালুয়াটুকু তাকে দু'একবার দেখিয়েছিলেন—আর ত'াকে 'আয় আয়' ব'লে করুণ কণ্ঠে পাঁচ সাত বার নিমন্ত্রণ ক'রতেও তিনি ক্রটি ক'রেছিলেন না! তিনি বনবাসে এসে কারু বিরহে কাউকে কারু কাছে পাঠিয়েছিলেন কি না এবং সে সেদিন তাঁর কাছ থেকে কোন নিদর্শন নিয়ে এখানে এসেছিল কি না, ইতিহাসে সে সকল কথার আদৌ কোন উল্লেখ নেই; কারণ আমাদের হাসি ঠাট্টায় হালুয়ার দিকে একটি বার মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে রামদাস সেই যে সিরিশ গাছ থেকে লম্বা চম্পট দিয়েছিল, তারপর আর তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি।

জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কেবল যে জেলের বাহিরেই এ বৎসর রীতিমত বর্ষাকালের সূত্রপাত হ'য়েছিল তা' নয়, জেলের ভিতরেও সে সময় সে ব্যাপার সমারোহে সংঘটিত হ'য়েছিল; তবে অন্তর্রাজ্যের অভিনব পার্থক্যটুকু ভুক্তভোগী আমরা যেমন অনুভব ক'রেছিলাম, তেমন বোধহয় বহিররাজ্যের কেউ কখনো উপলব্ধি করে নি। বর্ষাকাল সমাগত ব'লে পুলবন্ধীর অনুচরবর্গ ক'দিন পূর্ব্বে আমাদের আশ্রমের ছাদটাকে খুব ধুমধামের সঙ্গে মেরামত ক'রে দিয়ে গিয়েছিল এবং আমরা ধ'রে নিয়েছিলাম যে, আমাদের আমলে আমাদিগকে আর এ বাবতে কোন তদ্বির ক'রতে হবে না। কিন্তু কার্য্যতঃ নানা দুরবস্থার মধ্যে একাদিক্রমে প্রায় ৩৬ ঘণ্টা ধ'রে বসবাস ক'রতে বাধ্য হ'য়ে, আমাদের সকল সুখ

স্বপ্নই স্বপ্নের মত কোথায় মিশে গিয়েছিল। কারণ আমাদের ছাদ থেকে জলের বড় বড় ফোঁটা অবিশ্রান্তভাবে ভেসে এসে, আমাদের সাজান শয্যাগুলিকে একেবারে শেষ ক'রে দিয়েছিল ব'লে চলে। আমি পি ডব্লিউ ডি কিম্বা তাঁদের আজ্ঞাধীন কর্ম্মচারিগণকে সেজন্য কিছু ব'লছি না—এমন কি, এ জেলের কর্ত্তৃপক্ষগণকেও সেজন্য আমার কিছুই ব'লবার নেই, কারণ দু'তিন দিনের মধ্যে আবার যখন ক'জন পুরাণ লোক লম্বা সিঁড়ি দিয়ে আমাদের ছাদে উঠে ভীষণ শব্দে রিফুকর্ম্মে মনোনিবেশ ক'রেছিল, তখন তাঁদের দয়ার্দ্র হৃদয়ে আমাদের জন্য যে গভীর সহানুভূতি লুকান ছিল - তার অকাট্য প্রমাণ পেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের এম্নি অদৃষ্টের দোষ যে, দু'তিন দিন পরে আবার বৃষ্টি হ'লে দেখেছিলাম—আমাদের ছাদের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী খারাপ হ'য়ে গে'ছে!

জুন মাসের শেষ সপ্তাহে সংবাদ পেয়েছিলাম—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার জুলাই অধিবেশনে আমার স্বাস্থ্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে এবং তার উত্তর সংগ্রহের জন্য এখানকার বড় সাহেবের কাঁছে কি কাগজ পত্র এসেছে। স্বয়ং মেজর সল্‌স্‌বেরী সাহেবই আমাকে প্রথম এ সংবাদ দিয়েছিলেন কিন্তু আমার প্রশ্ন-কর্ত্তা বন্ধুটির নাম কি তাঁকে জিজ্ঞেস ক'রলে, তিনি যখন তা' জানেন না ব'লে আমার কাছে প্রকাশ ক'রেছিলেন, তখন সত্যই আমি একটু ক্ষুব্ধ হ'য়েছিলাম। তবে আমার পুরাণ অর্শ ইত্যাদির কথা বাংলার লাট সভায় পেস হ'লে, আমি ও আমার নিম্নতন চোদ্দপুরুষ যে কোন কালে পায়ে হেঁটে স্বর্গে যাবো না—সে কথা আমি আগুতে জান্তাম।

প্রত্যাবর্ত্তন পর্ব্ব

'ভোরের পাখী ডাকে কোথায়
ভোরের পাখী ডাকে !
ভোর না হ'তে ভোরের খবর
কেমন করে' রাখে !
এখনো যে আঁধার নিশি
জড়িয়ে আছে সকল দিশি
কালী বরণ পুচ্ছ ডোরের
হাজার লক্ষ পাকে ।
ঘুমিয়ে পড়া বনের কোণে
পাখী কোথায় থাকে !'

—রবীন্দ্রনাথ—

(১)

তর্ তর্ তর্ ! সর্ সর্ সর্ ! জুলাই মাস প'ড়তে না প'ড়তে, স্রোতের আগে আগে ঢেউর ফাঁকে ফাঁকে, কি এক মনোহর শব্দ যখন তখন শুনা যাচ্ছিল। কূলে পৌছতে এক মাস বার দিন বাকী থাক্‌লে—কূলের অস্পষ্ট তরু শিখরের অপরিস্ফুট দৃশ্য ধীরে ধীরে নয়ন মনের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রলে, অকূলের তৃণ বোধহয় চিরদিন স্বভাবতঃই এম্নি ক'রে ভাঙ্গা গলায় গুণ্ গুণ্ রবে গান গাইতে সুরু করে। এমন অবস্থায় গান গায় না কে ?

যে গায় না, সে হয় দেবতা, নয় পশু। স্রোতের তৃণ কিন্তু এর কোনটাই নয়, সুতরাং সে গান গাইবে না কেন? গান গাওয়া যে প্রকৃতির নিয়ম—মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

ওই যে বৃন্দাবনের উপকণ্ঠ দিয়ে যমুনার কালোজল নাচ্‌তে নাচ্‌তে হাস্‌তে হাস্‌তে মথুরার দিকে প্রতিনিয়ত চ'লে প'ড়ছে, ওই যে হরিদ্বারের পদধৌত ক'রে গঙ্গার উছল সলিল কুলু কুলু রবে কনখলের পানে 'ধাইছে নিয়ত'—এ কি প্রকৃতির গান গাওয়া নয়? গভীর অরণ্যের বৃক্ষছিদ্রে বায়ু প্রবেশ ক'রলে বনরাণী মাঝে মাঝে যে রাগ রাগিণীর করুণ ঝঙ্কারে পথিকগণকে সমাহিত ক'রে তুলেন, অনন্ত সমুদ্রের বিশাল নীল জলরাশির উপর সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের সময় গানের সুরে যে শান্ত স্নিগ্ধ মলয় সমীরণ সমুদ্রযাত্রীকে সচরাচর আকুল ক'রে ফ্যালে, দিগন্ত বিস্তৃত আকাশের উপর ব'সে মৌন স্তম্ভিত গম্ভীর মেঘমালা বর্ষা সমাগমে যে অঝোরে মল্লারের সুরে এই অশান্ত অভুক্ত নিপীড়িত ধরিত্রীর ফাটা বুকের কাটা ঘায়ে শান্তিবারি সেচন করে—এ সকলকে কি প্রকৃতির গান গাওয়া ব'লবো না?

গান গাওয়া যে মানুষেরও স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তার প্রামাণ যে আমরা জলে স্থলে বনে জঙ্গলে শ্মশানে মশানে বহুকাল থেকে দেখে আস্‌ছি। আমি আজ কালকার কুটিল-প্রাণ জটিল ও ভেকধারী সুসভ্য মানব সম্প্রদায়ের কথা ব'লছি না—তাঁরা নানা কারণে অস্বাভাবিক হ'য়ে প'ড়েছেন; আমি ব'লছি—আমাদের সনাতন সরলপ্রাণ তরলমতি অ-সুসভ্য জনসাধারণের কথা, যারা সংখ্যায় অসংখ্য, ভাগ্যে অভাগা কিন্তু প্রাণে সত্যই ভগবানের শ্রেষ্ঠ প্রাণী। তাদের স্বভাব-ধর্ম্ম গান গাওয়া বই কি? ওই যে নৌকার মাঝি ও হাতীর মাহুত, গাড়ীর গাড়োয়ান ও বনের সাঁওতাল, মাঠের মজুর ও শ্মশানের চণ্ডাল—ওরা যে মনের সুখে অবাধে গান গায় ব'লে

বেঁচে আছে, যে যার কাজ প্রাণ ভ'রে ক'রতে পারে। ওদের আগমনের সময় আঁতুড় ঘরে ওদের ছেলে মেয়েরা উঁচু গলায় গান গেয়ে ওদের অভ্যর্থনা করে, আবার ওদের নির্গমনের দিনে মাঠের পথে ওদের আত্মীয় কুটুম্ব ও পাড়া প্রতিবেশীরা হরিসংকীর্ত্তনে ওদের বিদায় দেয়। ওরা জীবন প্রভাতে সরস্বতীর বন্দনায় প্রথম গান গাইতে শিখে, জীবন মধ্যাহ্নে ধানের ক্ষেতে বান ডাক্‌লে ওদের সে গান স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে জমাট বাঁধে এবং শেষে জীবন সন্ধ্যায় সকল কর্ম্মের অবসানে ঠাকুর ঘরের সন্ধ্যা-আরতিতে শঙ্খ ঘণ্টা ও ধূপ-ধূনার মধ্যে চিরদিনের জন্ম সে গান বিলীন হ'য়ে যায়। ভাঙ্গা ফাটা ছোট বড় রং বেরংয়ের জপমালার সুতার মত, জগতের যাবতীয় জিনিষের ভিতর দিয়ে সকল জীব ও সকল জীবনকে সার্থক ক'রে প্রতিনিয়তই সকল গানের আত্মগান ওঙ্কার ধ্বনি উঠ্‌ছে; আমাদের কান নেই ব'লে আমরা শুনতে পাই না— আমাদের হৃদয় নেই ব'লে আমরা অনুভব করিও কম।

এই সময়ের অবস্থার কথাটাও এখানে একটু ব'লবো; কেন না গানের সুরের স্বাভাবিকতা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি ক'রতে হ'লে, শুধু যে সে জিনিষটাকে বাদ দিলে চ'লবে না তা' নয়—সত্য কথা ব'লতে হ'লে স্বীকার ক'রতেই হবে যে, অবস্থাকে বাদ দিয়ে এ জগতে আজ পর্য্যন্ত কোন ঘটনাই কোন দিন ঘটে নি। কদাচিৎ যদি কাউকে কোন সময় আমরা সত্যই অবস্থার বাহিরে দেখে থাকি, তবে তাকে আমরা অতি-মানব কিম্বা মহা-মানব ব'লে বর্ণনা ক'রতে পারি বটে কিন্তু সে যে স্বাভাবিক সাধারণ মানুষ নয়, সে সম্বন্ধে কারু কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

প্রথমতঃ, 'গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়ার' মত আমাকে তো ইতিমধ্যেই প্রায় সাড়ে মাস কাল প্রেসিডেন্সি ও সেণ্ট্রাল জেলে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ ক'রতে হ'য়েছিল। বলা বাহুল্য যে, দেশ ও দশ এবং স্বীয় বিবেক ও ভগবানের

প্রতি কর্ত্তব্য প্রতিপালনে মানুষ চিরদিনই স্বর্গের সুখ অনুভব ক'রে থাকে ; কিন্তু স্বাধীনতার উপাসক যারা, তারা একদিনের জন্যও স্বাধীনতা-হীন হ'লে তা'দিগকে যে এক বিশাল বাক্যহীন ফল্গুনদীর মত প্রতি-নিয়ত তলে তলে প্রবাহিত হ'তে হয়—তা' ভাষায় বর্ণনা ক'রতে না পারলেও, ভাবে খুঁজে পেতে সময় লাগে না। কোনও কর্ত্তব্য সম্পাদনে কোন দিন ক্লান্তি কিম্বা অবসাদ না এলেও, এই সাত মাস কাল এখানকার সকল কাজ ও সকল অবস্থায় সকল সময় আনন্দ ও প্রীতিলাভ ক'রতাম ব'ল্লে, প্রকৃত অবস্থা গোপন করা হবে। মানুষ দেবতা না হ'লে বোধহয় মানুষের অন্তরঙ্গের সঙ্গে বহিরঙ্গের এই যে শত সমন্বয়ের মধ্যে সহস্র বিসম্বাদ, তার বিনাশ কিম্বা ধ্বংস নেই।

দ্বিতীয়তঃ, হিসেব ক'রে দেখ্‌লে বাড়ী যেতে আমার এক মাস বার দিন বাকী ছিল বটে, কিন্তু নানা প্রকারের গুজবের প্রাদুর্ভাবে জেল খানাটার অলি গলি ইতিমধ্যেই ভরপূর হ'য়ে উঠেছিল। পুরাণ গুজবের কথা ছেড়ে দিলেও—সঙ্গত ও অসঙ্গত, সম্ভব ও অসম্ভব, মিথ্যে ও নিম্ মিথ্যে ইত্যাদি নানা রকমের নূতন গুজব, আজ কালকার এই চাঁদের-হাট জেলের হাটে বেশ একটু জাঁকজমক ও ধুমধামের সঙ্গেই বেচে যাচ্ছিল। ব'লতে কি, কোন কোন মালমসলা এখানে আমদানী হবার পূর্ব্বেই এখানকার বড় বড় খদ্দেররা ভিড় ক'রে এম্নি ভাবে তার দর বাড়িয়ে দিয়ে ব'সে থাক্‌তেন যে, ছোট ছোট নূতন ব্যবসায়ীর পক্ষে তারপর আর তার পাশে যাওয়াই সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌তো। আমি কুটিলা জটিলার গোপনীয় গুজবরাশির কথা এখানে ব'লবো না —এমন কি, যাঁরা মনে এক ভাব পোষণ ক'রে মুখে আর এক কথা প্রচার ক'রতেন, তাঁদের গুজবের কথাও এখানে উল্লেখ ক'রবো না স্থির ক'রেছি। কারণ তা' হ'লে আমার এই ভরা-নৌকা আবর্জ্জনার

গুরুভারে কোথাও কখনো ডুবে যাবে না, সে ভরসা আমার নেই। আমি কেবল একটি গুজবের কথাই এখানে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা ক'রবো এবং সেটি হ'চ্ছে এই যে, ৩রা জুলাই তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় আমাদের অনেকের একটা এস্পার ওস্পার হ'য়ে যাবে ব'লে এই সময় কেউ কেউ মনে ক'রতেন এবং কোন কারণে যদি এ হেন গুজবও আমাদের অদৃষ্টের দোষে ফলবতী না হয়, তবে আমাদের 'সুপার' যে আমাদের অনেককে দশ পনর দিন ক'রে 'রেমিশন্' দিয়ে আমাদিগকে যথাসম্ভব শীঘ্র বাড়ী পাঠিয়ে দিবেন—সে সম্বন্ধে অতিবড় নেমকহারামেরও কোন সন্দেহ ছিল না।

সুতরাং ঘরমুখো স্রোতের তৃণ যে এ সময় লোকেল্ ট্রেনের প্রথম ঘণ্টাতেই নেঙ্গড়া আম ও কচি পটলের পোঁটলার দিকে সন্তর্পণে হাত বাড়াবে, তা'তে আর আশ্চর্য্য কি? আর সেই সঙ্গে সঙ্গে যে তার অজ্ঞাতসারে তার আফিস খাটা শুষ্ক নীরস কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়ে এক রত্তি ফুরফুরে দখিণে হাওয়া আপনা হ'তে বেরিয়ে যাবে, তা'তেই বা আর বিস্মিত হবার বিশেষ কি আছে! তিনি কেরাণী—তিনি প্রতি দিন পাচটার সময় বাড়ীর পথে বড় গলায় সঙ্গীত আলাপ ক'রতে পারেন, তুমি স্কুলের ছাত্র—তুমি প্রত্যেক গ্রীষ্মের ছুটী ও পূজার অবকাশে গ্রাম্য রাস্তায় তোমার মনের ভাব ভাবের বশে ছড়িয়ে দিয়ে যেতে পার এবং সে কলিকাতার ফেরতা দরিদ্র কুলি—সে বর্ষা সমাগমে তার ক্ষেতের কথা স্মরণ ক'রে গৃহাভিমুখে যেতে যেতে চটির পাশে খাওয়ার পর মন খুলে সুর ধর'তে পারে; আর আমি কয়েদী ব'লে আমি কি এতই নির্ম্মম ও হৃদয়হীন যে, আমার এমন সময় ও এমন অবস্থাতেও আমি আমার প্রাণের ছুটো গোপন কথা গুন্ গুন্ ক'রে আমার নিজের কাছেও আমি ব'লতে পারবো না? তা' হ'লে যে এ সংসার-লীলাভূমি পরীক্ষার জায়গা না হ'য়ে, উৎপীড়ন

উপদ্রবের ভীষণ ভয়াবহ রঙ্গমঞ্চে পরিণত হবে—মানবাত্মা যে ক্রম-বিকাশের ক্রমোন্নতিশীল প্রণব থেকে, দিনে দিনে ক্রমসঙ্কোচের ক্রম-বিনাশশীল শব্দহীন ধ্বনিহীন মহামরুভূমিতে পরিবর্ত্তিত না হ'য়ে থাক্‌তে পারবে না।

সেইজন্যই ব'লছিলাম কি যে—জুলাই মাস আস্‌তে না আসতেই অদূরে নদীর তীরে অপরিস্ফুট বৃক্ষরাজির অস্পষ্ট কিন্তু এক পরম মনোহর দৃশ্য অবলোকন ক'রে, স্রোতের লতা পাতা এবং ঢেউর চূড়োধড়া থেকে কি এক মনমুগ্ধকর ধ্বনি যখন তখন কানের গোড়ায় ভেসে আস্‌ছিল। সে ধ্বনিতে একটু একটু সকল কালেরই মঙ্গলামঙ্গল এম্নি ভাবে জড়ান ছিল যে, সেটাকে কেবল আলোক কিম্বা কেবল অন্ধকার—কেবল সুখ কিম্বা কেবল দুঃখ ব'ল্লে তার প্রতি অবিচার করা হবে। তা'তে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের সকল কাকলি ও সকল সঙ্গীত, আধ হাসি ও আধ কান্না—আধ মিলন ও আধ বিরহের মতই দিগ্বিদিক পরিপূর্ণ ক'রে বিরাজিত ছিল। একাধারে এক সময়ে এমন ভাবে শেষ রাত্রির শুকতারা, মধ্যাহ্নের প্রবল তপন এবং সন্ধ্যার গোধূলি আর কখনো কোথায়ো দেখেছিলাম ব'লে তো মনে হয় না। আজ বাংলার নূতন লাট লর্ড লীটন্ জেল পরিদর্শন ক'রতে এসে, এই স্রোতের তৃণকে আরো কতকটা বিভোর ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন। কারণ তাঁর আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি জান্তে না পেরে, এখানকার এক দল লোক যেমন প্রচার ক'রেছিলেন—আমাদের প্রত্যাবর্ত্তন এখন কেবল দিন কয়েকের কথা ; তেম্নি আর এক দল একথা ব'লতেও কশুর ক'রেছিলেন না যে, আমাদের এখানে অপেক্ষাকৃত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তুলনাকৃত সুব্যবস্থা ক'রবার জন্য আজ হঠাৎ এখানে তাঁর পদার্পণ হ'য়েছিল। অনিশ্চয়তার এমন মাদকতা পরিপূর্ণ তন্ময়তা গুণ আছে, একথা পূর্ব্বে

আমি জান্তাম না। আমি একা কেন, একথা এ জেলের অনেকেই পূর্ব্বে অবগত ছিলেন না ব'লে আমি বিশ্বাস করি।

(২)

২রা জুলাই সকাল বেলা এখানকার বড় সাহেব তাঁর স্ব-অনুষ্ঠিত প্রথা অনুসারে দাশ ম'শায়কে দেখ্‌তে এসে ব'লে গিয়েছিলেন যে, ভগ্ন-স্বাস্থ্যের অজুহাতে হয়তো দাশ ম'শায়কে শীঘ্র ছেড়ে দেওয়া হবে। তিনি তৎক্ষণাৎ তার প্রতিবাদ ক'রে বড় সাহেবকে জান্তে দিয়েছিলেন —তাঁর স্বাস্থ্য এমন কিছু খারাপ হয় নি, যে জন্য তাঁকে সেই অছিলায় গভর্ণমেণ্টের এখন ছেড়ে দেওয়া উচিত। ১লা জুলাই লাট সাহেব আমাদের আশ্রম থেকে চ'লে যাবার পর যখন স্যার আব্দার রহিম তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছিলেন, তিনি তাঁকেও তখন সে কথা বেশ ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ৩রা জুলাই সকাল বেলা আমাদের আশ্রমে পদার্পণ ক'রেই আমাদের ছটফটে বড় সাহেব আবার যখন সে কথা উত্থাপন ক'রে আজ সেই 'গ্রেট্ ডে' ব'লে একটু মুচ্‌কি হেসেছিলেন, তখন সত্য কথা ব'লতে কি—সুভাষ বাবুর মত নিরাশাবাদী লোকের মনেও দেশবন্ধু ম'শায়ের আশু মুক্তি সম্বন্ধে বেশ কতকটা আশার সঞ্চার হ'য়েছিল। এমন কি, তিনি এত দিন পরে একটা ভবিষ্যদ্বাণী ক'রেছিলেন যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত নলিনী নাথ রায় ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ম'শায়ের প্রস্তাবগুলি হয় আজ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হবে, নয় তাঁদের কোন প্রস্তাবেই গভর্ণমেণ্ট সম্মতি দিবেন না। বস্তুতঃ, গত ছ'মাসের ৩রা তারিখের মত এ মাসেরও ৩রা তারিখ যথা সময়ে বিনা পরিবর্ত্তনে কালের কোলে কোথায় মিশে গিয়েছিল—আমরা এতদিন যেখানে ছিলাম, সে দিনও সেখানে র'য়ে গিয়েছিলাম।

তার পরদিন ভোর সাড়ে ছ'টার সময় বন্ধুদের সংবাদ পত্রে লাট্

লীটনের বক্তৃতা ও আমাদের ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য বিবরণী প'ড়ে যেমন এক'দিকে আমার সমূহ অনিশ্চয়তা নিশ্চয়তার দিকে ঝুঁকে প'ড়েছিল, তে'ম্নি অন্যদিকে আমাদের প্রেসিডেন্সি জেলের সেই পুরাতন প্রিয়ভাষী পাদ্রি সাহেবটী আজ আবার দাশ ম'শায়কে শীঘ্রই তিনি বাড়ী যাবেন ব'লে সংবাদ দিয়ে, আমাদের সকল অসংশয়কে সংশয়ে পরিণত ক'রবার সুযোগ ক'রে দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এমন দোটানায় প'ড়লে সকলের যে অবস্থা হয়, স্রোতের তৃণেরও ঠিক সেই অবস্থা দেখেছিলাম—সে জোয়ার ভাটার টানাটানিতে প'ড়ে দু'দিকের সমান আকর্ষণে নিশ্চল নিথর হ'য়ে মধ্যপথে হাল ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অনেক ভেবে চিন্তে সে ঠিক ক'রেছিল—আমাদের বাহিরের আজগুবী যাদুঘরগুলিতে আস্তে যেতে চ'লতে ফিরতে সকল সময়েই যখন গুজবের ভীষণ প্রাদুর্ভাব দেখ্তে পাওয়া যায়, তখন এখানেও যে এ সময়ে সেই জিনিষটার একটা খাঁটি অকৃত্রিম অভিনয় উপস্থিত হবে—তা'তে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। ববং ১০ই ডিসেম্বরের পূর্ব্বের কথা স্মরণ ক'রে তা'কে স্বীকার ক'রতে হ'য়েছিল যে, এখানকার এই জনরবগুলিতে অভূততত্ত্বাব একেবারেই বর্ত্তমান ছিল না। ৫ই জুলাইর সংবাদ পত্রে আবার যখন ৪ঠা জুলাই মাত্র একঘণ্টার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাব অধিবেশন হ'য়েছিল ব'লে অবগত হ'য়েছিলাম, তখন ভবিতব্যের হাতে নেহাত ভাল মানুষটির মত আপনাকে পনর আনা বিলিয়ে দিয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হ'তে সুবিধা জু:টছিল। তবে কয়েক ঘণ্টা পরে ভাই জগৎ নারায়ণ পনর দিনের 'রেমিশন্' পেয়ে বিদায় নিতে এলে, আর এক ধরণের ভরসার কথা আবার মনের মধ্যে উদয় হয় নি—একথা আমি কিছুতেই ব'লতে পারবো না।

৬ই জুলাই আমাদের 'সুপার' দেশবন্ধু ম'শায়কে তাঁর খালাসের তারিখ কবে জিজ্ঞেস ক'রেছিলেন এবং ব'লেছিলেন—তিনি তাঁকে জেল থেকে

একদিন লুকিয়ে বে'র ক'রে দিবেন ব'লে স্থির ক'চ্ছেন। ৭ই, ৮ই এবং ৯ই জুলাই আমাদের বড় সাহেবের কি অসুখ হ'য়েছিল, তাই তিনি এ ক'দিন আমাদের আশ্রমে আস্‌তে পারেন নি। ইত্যবসরে ৮ই তারিখে লাট লীটনের সঙ্গে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা ও কাউন্সিল্ অফ্ ষ্টেটের বাঙ্গালী সভ্যগণের যে 'কন্‌ফারেন্স্' হবার কথা ছিল, সে সম্বন্ধে কতদূর কি হ'লো জানবার জন্য মনটা যেমন কেমন কেমন ক'রে উঠেছিল, তেম্নি ৯ই তারিখে আষাঢ়ী পূর্ণিমার চাঁদের আলো হঠাৎ বিছানার উপর ঢেউ খেলিয়ে দিয়ে অনেক দিনের অনেক পুরাণ কথায় পোড়া মনটাকে তোলপাড় ক'রে দিতে দ্বিধা বোধ ক'রেছিল না। আর, তার সঙ্গে সঙ্গে শুন্‌তে পেয়েছিলাম—আমাদের আশ্রমের সদর রাস্তা থেকে ট্রামগাড়ী ও 'মোটর কারের' বহু পুরাতন অশ্রুত পদ-শব্দ আজ বজ্র-নির্ঘোষে চির-নবীন নব-বর্ষার মেঘ-গর্জ্জনের মত তালে তালে নাচ্‌তে নাচ্‌তে কানের গোড়ায় ভেসে আস্‌ছে। সে ভিতর বাহিরের লুকোচুরি খেলার সঙ্গে, সে 'বাহি তরি ধীরি ধীরির' ভিতর কত সৌন্দর্য্য ও কত মধুরিমা মাখান ছিল—তা' ভাষায় খুলে ব'লতে পার্‌বো ব'ল্লে ভাষার অযথা সুখ্যাতি করা হবে। তবে এইমাত্র বলা যেতে পারে যে, 'কূলেতে কণ্টক তরু বেষ্টিত ভুজঙ্গের' ভাব তার কাছে নিমিষের মধ্যে কোথায় মিশে গিয়ে, 'তমাল তালি বনরাজি নীলার' সময়ের কথা ধীরে ধীরে পুষ্পক রথের মত মহাশূন্যে ফুটে উঠেছিল।

১০ই তারিখে প্রথম একটা মিথ্যা কথা শুনে মনে ক'রেছিলাম, 'রেমিশন্' সম্বন্ধে সকল আশা এবারে সমূলে বিনষ্ট হ'লো কিন্তু শেষে একটা সত্য কথা কানে এলে সে বিষয়ে সমূহ ভরসা সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল ব'লে মনে না ক'রে থাকৃতে পারি নি। মিথ্যা কথাটার মানে এই বুঝেছিলাম যে, কয়েকদিন পূর্ব্বে বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় না কি আমার জন্যই

আমাদের 'সুপার' ম'শায়কে সকলের কাছে, কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হ'তে হ'য়েছিল এবং সত্য কথাটার ভাবার্থ এই ছিল যে, দাশ ম'শায়, সুভাষ বাবু এবং আমাকে পনর দিন পূর্ব্বে ছেড়ে দেওয়া হবে ব'লে না কি ইতিমধ্যেই ঠিক হ'য়ে গিয়েছে। শেষের কথাটাকে 'খোষ গল্পের ঝুটাও ভাল' ব'লে ধ'রে নিলেও, প্রথমের কথাটায় যে নানা রকমের স্বাভাবিক সম্ভাবনা লুকান ছিল—তা' সহজে ভুলে যেতে আমার ক্ষমতা ছিল না। ফলে, ভোরের পাখী ভোর না হ'তে কেমন ক'রে ভোরের খবর শুন্‌তে পায়, কিছুতেই আজ পর্য্যন্ত ভাল ক'রে বুঝে উঠ্‌তে পারি নি।

১২ই জুলাই বুধবার সন্ধ্যার সময় আমাদের আশ্রমবাসী বন্ধুগণ দেশবন্ধু ম'শায় প্রভৃতি ক'জনের আসন্ন বিদায়োপলক্ষে এক বিদায়-ভোজের আয়োজন ক'রেছিলেন। দেশবন্ধু ম'শায় প্রভৃতি ক'জনের বিদায়টা সত্য সত্যই আসন্ন ব'লে কেউ কেউ মনে ক'রতেন, সেজন্যই সে ব্যাপারটিকে আসন্ন ব'লছি এবং সেজন্যই এত তাড়াতাড়ি ক'রে সে বিদায়-ভোজের উদ্যোগ করা হ'য়েছিল। বন্ধুগণ দয়া ক'রে তাঁদের বাঁ পায়ের কড়ে আঙ্গুল দিয়ে আমার জন্য এক পাশে একটা এতটুকু ছোট্ট তেঁতুল পাতার মত আসন পেতে আমাকে সে বিদায় ভোজে যোগদান ক'রতে নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন, সেজন্য বন্ধুগণের অপরিসীম করুণার কথা এ জীবনে কখনো ভুলতে পারবো না। আর ভুল্‌তে পারবো না—বন্ধুগণের সে যত্ন ও পরিশ্রমের কথা এবং ইংরেজের প্রাচীর বেষ্টিত তথাকথিত কারাগারে সেই রান্নার ধূমধামের বিষয়। ঘি ভাত থেকে আরম্ভ ক'রে চপ্‌, আনারসের অম্বল, পায়স ও নেঙ্গড়া আম পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণের কোন উপচারেরই অভাব আমি সে দিন সেখানে দেখ্‌তে পাই নি—একথা আমি হাজার বার মুক্তকণ্ঠে প্রচার ক'রছি। কিন্তু একথাও আমাকে ব'লতে হ'চ্ছে যে, বেটাছেলেদের কেউ কেউ জেলে

এসে এমন ক'রে ঢ'লে গ'লে একাকার হ'য়ে গিয়ে মেয়েছেলেদের মত রাঁধা বাড়ায় গিন্নিপনা ক'রতে শিখেছেন—এ বিষয়ে আমার এর পূর্ব্বে আদৌ কোন ধারণা ছিল না। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ আগুনের কাছে গেলেই আমার কি জানি কেন চিরদিন মাথা খারাপ হ'য়ে যায়, সেজন্য জীবন রক্ষার এত বড় একটা আবশ্যকীয় বিভাগের কাজে যাঁরা আন্তরিক আনন্দ লাভ করেন—তাঁদের প্রতি স্বভাবতঃই আমার একটা পক্ষপাতিতা আছে। নোয়াখালির উপেন্দ্র বাবু ও অবনী বাবু এবং ফরিদপুরের যতীন বাবু প্রভৃতির প্রতি আজ সেজন্য আমার অন্তরের শ্রদ্ধা আপনা থেকেই মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল। দুপুর বেলা আমাদের রান্নাঘরে তাঁদের সেই অবস্থা দেখ্‌লে, তাঁদের প্রতি বোধহয় আমার মত সকলেরই শ্রদ্ধার উদয় হ'তো। ২০শে সন্ধ্যায়, ২১শে মধ্যাহ্নে ও ২২শে অপরাহ্নে সুভাষ বাবু ও আমাকে আরো তিন জায়গায় তিনটি ছোট বড় বিদায় ভোজে যোগদান ক'রতে হ'য়েছিল এবং আবার কত কি উপাদেয় জিনিষ গলাধঃকরণ ক'রে—সুভাষ বাবুর কথা তিনি জানেন—আমি আমার জঠরানল পরিতৃপ্ত ক'রেছিলাম।

কিন্তু ব'লছিলাম কি যে—আমাদের এত ঘন ঘন গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও, আমরা সারা জুলাই মাসটা পরপারের বিন্দুবিসর্গ কোথাযো দেখ্‌তে পেয়েছিলাম না। এমন কি, যে সুভাষ বাবুকে আমাদের সাত দিন আগে ছ'মাসের জন্য দণ্ড দেওয়া হ'য়েছিল, তিনিও তাঁর নির্দ্দিষ্ট তারিখের কেবল দু'দিন পূর্ব্বে পরপারে এসেছিলেন। তাঁর প্রতি গভর্ণমেণ্টের এই অসীম করুণার কথা স্মরণ ক'রে আমরা সকলে সাব্যস্ত ক'রেছিলাম—আমাকে বোধহয় ১৩ই আগষ্ট তারিখেই পরলোকে আস্‌তে হবে। ইতিমধ্যে আমার পুরাতন বন্ধু ম্যালেরিয়া জ্বর ম'শায় আবার আমাকে আক্রমণ ক'রেছিলেন। দু' তিন দিন আমার সামান্য অসুখের পর, ৯ই

আগেই বিকালে আমার একেবারে ১০৪ ডিগ্রি জ্বর হ'য়েছিল। সন্ধ্যার পর আমাদের সেল বন্ধ ক'রে দিয়ে গেলে, দাশ ম'শায় তাঁর থার্ম্মমিটার দিয়ে দেখেছিলেন—আমার জ্বর তখনো ১০৪ ডিগ্রি ।

আটটা বেজে যখন মিনিট দশ হ'য়েছে, তখন মথুর দাস আমাদিগকে সংবাদ দিয়েছিল—আমাদের 'সুপার' ও জেলার সাহেব কি জানি কেন আজ এমন সময় জেলের ভিতর ঢুক্‌ছেন। বলা বাহুল্য, এমন সময় তাঁরা প্রায় কখনো জেলের ভিতর ঢুকেন না। মথুর একজন পুরাণ কয়েদী, তাকে আমাদের 'য়্যাসোসিয়েশন্ ওয়ার্ডে' আমাদের কাজ কর্ম্মের জন্যই আমরা আগাগোড়া পেয়েছিলাম। সে দিনরাত আমাদের সঙ্গে আমাদের সেলে থাক্‌তো এবং আমাদিগকে কত প্রকারে যে সে সন্তুষ্ট ক'রতো—তা' ব'লে প্রকাশ করা যায় না। সে দিন সেলের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে যাবার পর, সে সেই দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল। এখন, সেখান থেকে জেলের ভিতরের গেটটা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সেই গেটটা খুলে আমাদের 'সুপার' ও জেলার সাহেব যখন জেলের ভিতর ঢুকেছিলেন, তখন মথুর আমাদিগকে কি সংবাদ দিয়েছিল ব'লেছি।

ক্রমে জান্তে পেরেছিলাম—তাঁরা আমাদের ইয়ার্ডের দরজা খুলে আমাদের সেলের দরজার দিকে আস্‌ছেন। শেষে দেখেছিলাম—আমাদের সেলের দরজা খুলে তাঁরা একেবারে আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। মেজর সল্‌স্‌বেরী সাহেব তারপর আমাকে ব'লেছিলেন—আমি মুক্ত, আমি এখন বাড়ী যেতে পারি। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস ক রেছিলাম—দাশ ম'শায়ও মুক্ত কি না। তিনি 'হাঁ' ব'লে দাশ ম'শায়ের কাছে গিয়ে, তাঁর মুক্তির সংবাদ তাঁকে দিয়েছিলেন। তখন তাঁরা উভয়ে আমার বিছানার কাছে এসে, দাশ ম'শায় আমার ডান হাত এবং সল্‌স্‌বেরী সাহেব আমার বাঁ হাত ধ'রে আমাকে সেল ও জেলের বাহিরে

নিয়ে এসেছিলেন। সেল থেকে বে'র হ'তে না হ'তে, জেলের চারদিক 'দেশবন্ধুর জয়' ও 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে ভ'রে উঠেছিল।

জেলের বাহিরে এসে দেখেছিলাম—শ্রীমান্ চিররঞ্জন একখানা মোটর গাড়ী নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা ক'রছেন। আমাদিগকে তাড়াতাড়ি ক'রে গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে মেজর সল্স্‌বেরী সাহেব ব'লেছিলেন—'গুড্‌নাইট্, আশা করি আপনাদের সঙ্গে জেলের বাহিরে মাঝে মাঝে দেখা হবে।' তারপর, শ্রীমান্ চিররঞ্জন আমাকে দাশ ম'শায়ের সঙ্গে ১৪৮ নম্বরে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে দেখেছিলাম, দেশবন্ধু ম'শায়ের অনেক আত্মীয় আত্মীয়া সেখানে ইতিমধ্যে উপস্থিত হ'য়েছেন। আমার তখনো প্রবল জ্বর, সেজন্য সেখানে বেশীক্ষণ থাকতে পারি নি। পূজনীয়া শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে প্রণাম ক'রেই চ'লে এসেছিলাম।

বাড়ীতে পৌঁছতে না পৌঁছতে বুঝতে পেরেছিলাম—বাড়ীর টেবিল চেয়ার সকল আজ আবার ৯ই ডিসেম্বরের রাত্রের মত অঝোরে কাঁদতে সুরু ক'রেছে। আমার বাড়ীতে আমার ছোট ভাই যোগীন্দ্রনাথ, আমার অনেক শুভকর্ম্মের সহায় লক্ষ্মী বাবু, বন্ধু শিশির বাবু, ভূপতি বাবু ও গোপীনাথ প্রভৃতি অনেকে আমার আগমন প্রতীক্ষা ক'রছিলেন। আমি সকলকে তাঁদের ও আমার বাড়ীর সকলের শুভাশুভ জিজ্ঞেস ক'রে, উপরে গিয়ে আমার পুরাণ বিছনায় শুয়ে প'ড়ে দেখেছিলাম—আমার বহুদিনের সাজান বাগান এম্নি ক'রে শুকিয়ে গেছে যে, তা'কে আর ক'খনো নূতন ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারবো কি না সন্দেহ। রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত অনেক বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আমাকে দেখা ক'রতে হ'য়েছিল। তারপর—তারপর রাত্রি প্রায় ১২ টার সময় জ্বর কেটে গেলে গত আট মাসের রাশীকৃত স্মৃতি-বিস্মৃতি ও বাস্তব-অবাস্তবের মধ্যে কখন ঘুমিয়ে প'ড়েছিলাম, মনে নেই।

(৩)

এখন এ স্রোতের তৃণকে কি ব'লে অভিহিত করা উচিত, ভেবে ঠিক ক'রতে পারছি না। কেউ কেউ হয়তো ব'লবেন—সে যখন আজ কূলে এসে পৌঁছেছে, তখন তাকে কূল-প্রত্যাগত ব'ল্লে অন্যায় করা হবে না। এমন কি, কেউ কেউ হয়তো আরো একটু এগিয়ে গিয়ে তাকে এখন নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ ব'লে বর্ণনা ক'রতে আগ্রহ প্রকাশ ক'রবেন; কেন না কূলে ফিরে এলে কাঠের নৌকা থেকে আরম্ভ ক'রে, রক্ত মাংসের মানুষ পর্য্যন্ত সকলেই একটু না একটু নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হয়। আমি কিন্তু দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি—স্রোতের তৃণ এখনো কূলে ফিরে পৌঁছে নি, তাকে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ ব'লে অভিহিত করা তো দূরের কথা।

ইতিপূর্ব্বে অনেক বড় লোক অনেক বড় কথার মানে কি, জিজ্ঞেস ক'রে গিয়েছেন। আমি ক্ষুদ্র এতটুকু স্রেতের তৃণ—আমি আজ আমার পাঠক পাঠিকাকে একটা যুক্তাক্ষর-বিহীন সাদাসিদে ছোট্ট কথা 'কূল'-এর মানে কি, জিজ্ঞেস ক'রছি। কূল মানে কি জলের শেষ, না স্থলের আরম্ভ, না উভয়ের সঙ্গমস্থল? কূল মানে যদি জল-স্থলের সঙ্গমস্থল হয়, তা' হ'লে আমি ব'লতে পারি—স্রোতের তৃণ সেখানে এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হ'তে পারবে না; কারণ সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে আজ পর্য্যন্ত কেবল উত্তাল তরঙ্গ মালার ভৈরব নৃত্যই আমরা সকলে সেখানে দেখে আসছি। কূল মানে যদি জলের শেষ হয়, তা' হ'লেই যে স্রোতের তৃণ সকল যন্ত্রণা ও সকল আশঙ্কার অতীত হ'লো—সে কথা বলাও ঠিক হবে না; কেন না স্রোতের তৃণ জল ও স্রোত ছেড়ে অন্য কোথায় গেলে তার ভাল হবে কি মন্দ হবে, সেটা এখনো তার পরিষ্কারভাবে

জানা নেই। আর, কূল মানে যদি স্থলের আরম্ভ হয়, তবে সেই স্থলটা ব্যাঘ্র ভল্লুকে পরিপূর্ণ সুবিস্তৃত অরণ্যানী কি না কিম্বা অরণ্যানী না হ'লেও সেটা শুধু একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ কি না—সে বিষয়ে কে সঠিক সংবাদ দিবে? ক্ষুদ্র দ্বীপ হ'লে সেখানকার স্বভাব-সিদ্ধ প্রচণ্ড জোলো হাওয়ার ঠেলায়, এ নগণ্য তৃণখণ্ড যে উড়্‌তে উড়্‌তে সেটাকে অতিক্রম ক'রে আবার একটা মহাসমুদ্রের মহাস্রোতে আপনাকে ভাসিয়ে দিতে বাধ্য হবে, সে সম্বন্ধে আমার বিশেষ কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং অন্যে যে যা' বলুক, আমি কিন্তু এখনো স্রোতের তৃণকে কূল-প্রত্যাগত ব'লতে প্রস্তুত নই।

তারপর, আর এক শ্রেণীর লোকের কথা এই যে, আজ আমি ঠিক আট্ মাসের পর স্বাধীন হ'য়েছি; সুতরাং এখন আমার আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে নৃত্য করা উচিত। আমি সরল অন্তঃকরণে স্বীকার ক'রছি—আজ আমি স্বাধীন হ'লে সত্যই আজ আমি আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে দু'হাত তুলে নৃত্য ক'রতাম কিন্তু বাস্তবিক কি আমি আজ স্বাধীন হ'য়েছি? আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব ও মহাপুরুষগণের এতাবৎ কারাবাসের কথা এখানে ব'লছি না, কারণ সে কথার অবতারণা ক'রতে গেলে সমস্যা কঠিন ও জটিল হ'য়ে উঠ্‌বে; আমি কেবল আমার একার স্বাধীনতা লাভের কথাই এখানে উল্লেখ ক'রছি। স্বাধীনতা মানে কি?—সত্যই কি আমি এখন স্বাধীনতা লাভ ক'রেছি? স্বাধীনতা লাভ করা কি এতই সহজ?

আমি বিশ্বাস করি—মানুষ যেমন জেলে গেলেই পরাধীন হয় না, তেমনি জেল থেকে বেরিয়ে এলেই সে স্বাধীনতার অধিকারী হ'য়েছে ব'ললে ভুল বলা হয়। এমন কি, আমি মনে করি—কোনও জাতিকে অন্য কোনও জাতি মেরে কেটে হারিয়ে দিয়ে তাদের জমি জায়গা সকল জোর ক'রে দখল ক'রে নিলেও, সে জাতি স্বাধীন থাকৃতে পারে এবং আজকালকার দিনে যাঁরা ধ্বংসনীতির পৃষ্ঠপোষকরূপে বড় বড় স্বাধীন জাতি ব'লে বড়াই

ক'রে থাকেন, তাঁরা হয়তো সবার চাইতে বেশী পরাধীন। কারণ স্বাধীনতা অন্তরের বস্তু, ইতিহাস দর্শন কিম্বা বিজ্ঞান প'ড়ে কিম্বা বৃহল্লাঙ্গুল-গণের আস্ফালনে তার অনুভূতি সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। যুগ যুগান্তরের সাধনার দ্বারা তাকে শুদ্ধ শান্ত ও পবিত্রভাবে দেবতার রূপে হৃদয়ে ধারণা ক'রতে হয়। আমরা আজকাল সচরাচর যে স্বাধীনতার নামে ক্ষেপে উঠি ও লাখে লাখে কোটিতে কোটিতে যার নামে জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হই, তাকে স্বাধীনতার ব্যভিচার বলে এবং সেই জন্যই এত দেশ ও এত জাতি সেই স্বাধীনতা লাভ করা সত্ত্বেও, এ যুগ এমন ভীষণ বৈষম্য ও পার্থক্যের যুগে পরিণত হ'য়েছে। আজকাল যাঁরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য ব্যস্ত এবং এমন কি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য ও বদ্ধপরিকর, তাঁরা সকলেই শুধু খণ্ড বা অংশকে পূর্ণ বা অখণ্ড ব'লে উপাসনা ক'রে আস্‌ছেন। ফলে, মানবের সুখ ও দুঃখের ভাগ্য বিধাতা কালে কালে যুগে যুগে চক্রের মত পরিবর্ত্তনশীল ব'লে, আমরা গম্ভীর ভাবে সবার কাছে চিরদিন প্রচার ক'রে আসছি।

গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, মানুষ কোন দিনই জগতের কোনও বৈষম্যকে এ জগৎ থেকে দূর ক'রবার জন্য আজ পর্য্যন্ত সমবেত ভাবে চেষ্টা করে নি; অথচ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিতান্ত উদাসীনের মত তারা বহুদিন থেকে হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে আছে। সে দিন ইতালির ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী নীটির একখানা বই প'ড়ছিলাম। তাঁর মত লোক ও যুক্ত-রাজ্যের রবার্ট ল্যান্‌সিঙ্গের মত লোক এই কথা বলেন যে, মানুষ যতদিন মানুষ থাকবে, ততদিন তাদের স্বার্থপরতা যাবে না এবং প্রধানতঃ সেই কারণেই জগতের সমূহ অসমতা সম্পূর্ণরূপে দূর হওয়া অসম্ভব হবে। কিন্তু এ কথা কি সত্য যে, মানবের স্বার্থপরতাই মানবকে আজ মানব নামের উপযুক্ত ক'রেছে? তাদের কি আর অন্য কোন গুণ নেই, যে জন্য

তারা মনুষ্যপদবাচ্য হ'তে পারে? তবে 'মানুষ যতদিন মানুষ থাকবে'—একথা ব'লবার উদ্দেশ্য কি? আমি বিশ্বাস করি—মানুষ যে দিন মানুষ হবে, সে দিন মুহূর্ত্তের মধ্যে জগতের যাবতীয় বিরুদ্ধভাব জলবুদ্বুদের মত কোথায় মিশিয়ে যাবে এবং মানুষ যতদিন মানুষ থাকবে, ঠিক ততদিনই এ জগতে সাম্য ও মৈত্রী বিরাজ ক'রবে—তার একদিনও বেশী নয়। আমাদের বর্ত্তমানের এই তথাকথিত সভ্যতা, মানুষকে মানুষ ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে চেষ্টা করে নি ব'লেই, আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা ও অধোগতি। আমাদিগকে এখন নূতন ক'রে একটা নূতন সমাজ গঠন ক'রতে হবে। সে সমাজের মূল মন্ত্র হবে—পূর্ণ ও অখণ্ড স্বাধীনতা, সর্ব্বাঙ্গীন সর্ব্বজনীন্ ও সার্ব্বভৌমিক স্বাধিকার। তাতে একের বিসর্জ্জনের উপর অন্যের প্রতিষ্ঠা কিম্বা একের মৃত্যুর উপর অন্যের জীবন তৈরি হ'য়ে উঠ্‌তে পারবে না। সে সমাজ গোড়াতেই স্বীকার ক'রে নেবে যে, মানুষে মানুষে ছোট বড় ভাব, ইতর বিশেষ ভাব, স্বাধীন পরাধীন ভাব বিশ্ব-বিধাতার অভিপ্রেত নয়; সুতরাং দেশ ধর্ম্ম বা জাতি রক্ষার নামে, রাজ্য বা রাজত্ব রক্ষার অছিলায় কেউ কারু উপর কোন সময়ে কোন রকমে বৈরী ভাবাপন্ন হ'তে পারবে না। এমন কি, নিজের জীবন রক্ষার জন্যও কেউ অন্যের জীবন নাশ ক'রতে পারবে—এই সেকেলে হিংসা-জড়িত আত্মরক্ষার অধিকারকেও সে সমাজ থেকে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে দিতে হবে। তুমি যদি সে সমাজের একজন সজীব সজ্ঞান অধিবাসী হ'তে চাও, তা' হ'লে তোমাকে অন্যে মার্‌তে বা কাট্‌তে আস্‌ছে দেখ্‌লেও, তুমি নির্ব্বিকার ও অনাসক্ত চিত্তে আত্মবিসর্জ্জন দিবার জন্য শুধু হাতে সেখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে।

পারবে কি? ভয় ক'রছ, মনে হ'চ্ছে বড়ই দুর্ব্বল, হয় তো পারবে না! কিন্তু, ভাই, আজ পর্য্যন্ত তো সমবেত ভাবে সমগ্র মানবজাতি এর

জন্য কোনও চেষ্টা করে নি? ব্যক্তিগতভাবে যে দু'একজন সামান্য দু'একটা জিনিষের জন্য যত্ন ক'রেছেন, পাগল ব'লে তাঁদের কথায় হয় কেউ কখনো কান দেয় নি, নয় তাঁদের আদর্শ খণ্ড ও বিভক্ত ছিল ব'লে এ কালের যুক্তিতর্কের কাছে তাঁরা নিজেরাই তাঁদের পরাজয় স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। পূর্ণ-স্বাধীনতা'র সুদৃঢ় ভিত্তি ছেড়ে দিয়ে, খণ্ড ও সেজন্য দুর্ব্বল আত্মনির্ণয়ের চোরাবালির উপর অট্টালিকা নির্ম্মাণ ক'রলে, মানবকে চিরদিনই এইরূপ পরাজয় স্বীকার ক'রতে হয়। দুর্ব্বলতা কাকে বলে স্বাধীনতা জানে না, অংশ কাকে বলে কখনো শুনে নি। তাকে দুর্ব্বল হৃদয়ে আংশিক ভাবে পূজা ক'রলে চ'লবে কেন? কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এ জগতের কোন জাতি বা কোন রাষ্ট্রীয়শক্তি তার প্রতি তার বেশী কোন মমতা দেখিয়েছে ব'লে আমি জানি না। তাদের উইলসনের 'চতুর্দ্দশপদী কবিতা' এইজন্যই তাদের ক্লেমেন্‌সিউর নিদারুণ পক্ষপাতিতার কাছে কোথায় ভেসে গিয়েছে এবং এইজন্যই তাদের 'লীগ্ অফ্ নেশন্‌স্‌কে' অমান্য ক'রে হয় তো আমাদের জীবদ্দশাতেই আবার ইয়োরোপে এক ভীষণ সমারানল প্রজ্বলিত হবে। এমন ক্ষুদ্রতা, এমন দৈন্য, এমন একদেশদর্শিতা নিয়ে জগতের ভবিষ্যৎ যে ঘন নিবিড় তমসাচ্ছন্ন দেখ্‌তে পাচ্ছি।

কিন্তু আজ তোমাকে আমাকে এবং তোমার আমার উভয়ের বংশধরগণকে পূর্ণ-স্বাধীনতার পূর্ণালোকে খোলা প্রাণে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে। এখনও যদি আদর্শ খাটো ক'রে রাখ কিম্বা গোঁজামিল বা জোড়াতালি দিয়ে কোন রকমে কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা কর, তবে নিজেদের ধ্বংসের পথ নিজেরাই নিজের হাতে প্রস্তুত ক'রছ—একথা নিজেদের বিবেক ও ভগবানের কাছে কোন দিন না কোন দিন স্বীকার ক'রতে হবে, মনে রেখো। আমি তো কেবল একটি জায়গায় ছাড়া

অন্য কোথায়ো কোন গোলমাল দেখ্‌ছি না। আমরা সকলেই স্বাধীনতার উপাসক, আমরা সকলেই স্বীকার করি—স্বাধীনতা-হীনতায় বেঁচে থাকার মত পাপ ইহ জগতে নেই। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং এমন কি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাও এতদিন স্বীকার ক'রে আস্‌ছি। তবু যে কেন আমাদের মধ্যে এত কাটাকাটি ও এত রেষারেষি বেড়ে চ'লেছে, তার একটা—মাত্র একটা কারণ আছে।

আমরা স্বাধীনতা মানে কি, এখনো ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পারি নি। স্বাধীনতা মোটেই বাহিরের জিনিষ নয়, অথচ আমরা কেউ তাকে বাহিরের জিনিষ ছাড়া অন্য কোন আকারে কোনদিন উপলব্ধি ক'রেছি ব'লে মনে হয় না। আমরা ভিতরে বিলাসিতা পরশ্রীকাতরতা ও স্বার্থপরতার দাস হ'য়ে, বাহিরে আমরা নির্ভীক নিরহঙ্কারী নিঃস্বার্থপর পরসেবাব্রতধারী সন্ন্যাসী ব'লে উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার ক'রে থাকি। আমরা ভিতরে কত অকথ্য ও অবর্ণনীয় কুকার্য্যে জীবন পাত ক'রে, বাহিরে বলি যে আমাদের মত সুসভ্য ও সুশিক্ষিত মানুষ এর পূর্ব্বে কখনো ছিল না এবং পরেও কখনো হবে না। স্বাধীনতাকে কিন্তু আজ আমাদের ভিতর বা অন্তরের জিনিষ ব'লে সোৎসাহে বরণ ক'রে নিতে হবে। যেমন ঈশ্বর বিশ্বাসী মানব ঈশ্বরকে হৃদয়ের মধ্যে নানা ভাবে ও নানা রসে বরণ ক'রে নেয়, আমরা স্বাধীনতাকে আজ সেই ভাব ও সেই রসে হৃদয়ে বরণ ক'রে নেবো। আমাদের হৃদয়-সিংহাসনে উপবিষ্ট হ'য়ে সে প্রথমে আমাদের ভিতরের হৃদয়কে সমূহ দাসত্বের হাত থেকে উদ্ধার ক'রবে—স্বার্থপরতার হাত থেকে, সকল রকমের হীনতা দীনতা ও নীচতার হাত থেকে, এমন কি লোক লজ্জা ও ঘৃণা ভয়ের হাত থেকে আমাদিগকে চিরদিনের জন্য নিষ্কৃতি দিবে এবং পরে আমাদের সেই বিহঙ্গমের মত স্বাধীন ও পবিত্র আত্মার প্রেরণায় আমাদের দুর্ব্বল অপবিত্র শরীরের সমূহ দাসত্ব শৃঙ্খল

নব-পত্রাগমে শুষ্ক-বল্লরীর মত আপনা হ'তে একদিন ধূলায় বিলুণ্ঠিত হবে।

আমরা নিমিলিত নেত্রে তখন দেখ্‌তে পাবো—স্বাধীনতা মানে জাতি-বিদ্বেষ বা উচ্ছৃঙ্খলতা বা ঔদ্ধত্য নয়, এমন কি স্বাধীনতা মানে কেবল স্বদেশ-প্রীতি কিম্বা কেবল স্বজনগণের উন্নতি সাধন হ'তে পারে না। মানবাত্মায় স্বাধীনতা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে, মানব তার নিজের ভগবান বিবেক ও আদর্শ এবং অন্যের ন্যায্য ও স্বাভাবিক অধিকারের কাছে ধীরে ধীরে পরাধীন হ'য়ে উঠে। প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের সম সময়েই মনুষ্য জীবনে যুগপৎ প্রভাতের সূর্য্যোদয় ও সন্ধ্যার সূর্য্যাস্ত প্র ঢ হয়। একদিকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অধিকার ও ক্ষমতা যেমন কিল্ বিল্ ক'রে প্রভাত তপনের রশ্মির মত মানুষের হৃদয়াকাশে বিকীর্ণ হ'য়ে তার পূর্ব্বরাত্রের সমূহ অন্ধকারকে বায়ুমণ্ডল বৃক্ষচূড় ও ধরিত্রীর বক্ষ থেকে ক্রমে ক্রমে দূরে সুদূরে বিতাড়িত করে, অন্যদিকে তেম্নি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গণ্ডি ও পরিখা লেলিহান হ'য়ে সন্ধ্যার অন্ধকারের ছায়ার ন্যায় তার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অণু পরমাণুকে গ্রাস ক'রতে আসে। প্রকৃত পক্ষে, যে স্বাধীনতা অন্যের স্বাধীনতাকে ঠিক নিজের স্বাধীনতার মতই সমান ভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন ক'রতে শিখে নি, সে স্বাধীনতাকে স্বাধীনতা ব'লেই স্বীকার করা কোন মতে উচিত নয়। আবার, যে পরাধীনতা অন্যের পরাধীনতাকে ঠিক নিজের অন্তর দিয়ে নিজের পরাধীনতার মত হৃদয়ে অনুভব ক'রতে জানে না, সে পরাধীনতাকে পরাধীনতা ব'লে ধ'রে নিলে ভুল করা হবে। কারণ স্বাধীনতার মতই পরাধীনতাও অন্তরের বস্তু। আমি হৃদয়ের হৃদয়ে পরাজয় স্বীকার না ক'রলে যেমন আমি পরাধীন নই, তেম্নি অন্তরের অন্তরে আমি স্বাধীন হ'য়েছি আমার এই অনুভূতি না এলে আমি স্বাধীন হ'তে

পারি না। কোন গভর্ণমেণ্ট বা জাতির একদিকে যেমন বাহির থেকে কাউকে স্বাধীনতা দান ক'রবার ক্ষমতা নেই, তেমনি অন্যদিকে যুগপৎ বজ্রের মত কঠিন ও ভয়ঙ্কর এবং কমলের মত কোমল ও শীতল হ'য়ে অন্তরে স্বাধীন না হ'লে, পৃথিবীর যাবতীয় মানব একত্র হ'য়েও কাউকে কোন দিন স্বাধীনতা প্রদান ক'রতে পারবে না, কারণ যে পরের হুম্‌কি ও পরের তর্জ্জন গর্জ্জনে আজ বেড়াআগুনে ঘেরা প'ড়েছে, সে ভবিষ্যতে এক দিন নিজের হুম্‌কি ও নিজের তর্জ্জন গর্জ্জনে সে বেড়া ভেঙ্গে ফেল্‌তে পারবে কিন্তু যে আজ নিজের ভগবান বিবেক ও আদর্শকে অবহেলা ক'রে নিজের অধিকার ছেড়ে দিয়ে ভিতরে ভিতরে পরের কাছে পরাভব স্বীকার ক'রেছে, তার বাহ্য ক্রিয়া-কলাপ যে স্রোতহীন নদীর মত শত শৈবালে চির-আবদ্ধ ব'লে তারই মনে হবে—তা'তে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই।

এই জন্যই ব'লছিলাম—প্রকৃত স্বাধীন মানুষের মত প্রকৃত পরাধীন জীব এ জগতে অতি বিরল এবং এই জন্যই ব'লছি যে, গত আট মাসের প্রবাসের মধ্যে স্ববাসের আস্বাদন পেয়েও স্রোতের তৃণ আজ জেল থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনতা লাভ ক'রেছে কি না ঠিক ক'রে বলা কঠিন। প্রবাসের নিভৃত আশ্রম-কুটিরে ভারত-জননীর জীর্ণা শীর্ণা পরাধীনা মাতৃমূর্ত্তি যার মনের মধ্যে ফুটে উঠেছে, যার হৃদয়-রাস-মঞ্চে জগৎ-সন্তানের ধর্ম্মহীন কুষ্ঠগ্রস্ত ভয়াবহ ভীষণ প্রতিমা এখনো আঁকা আছে, তার পক্ষে স্বাধীনতা লাভ করা সহজ-সাধ্য নয়। এই কয়েদখালাসীকে আজ আশীর্ব্বাদ কর, পরমেশ, দেশের ও দশের সমূহ অকল্যাণ ও অমঙ্গল যেন আমার অকল্যাণ ও অমঙ্গলে পরিণত হয়—জগ'তর যাবতীয় পরাধীনতা যেন আমার একার পরাধীনতায় পর্য্যবসিত হয়!